www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

আস্‌মাউন নবী

[প্রিয় নবীর সুন্দরতম নামসমূহের আলোচনা]

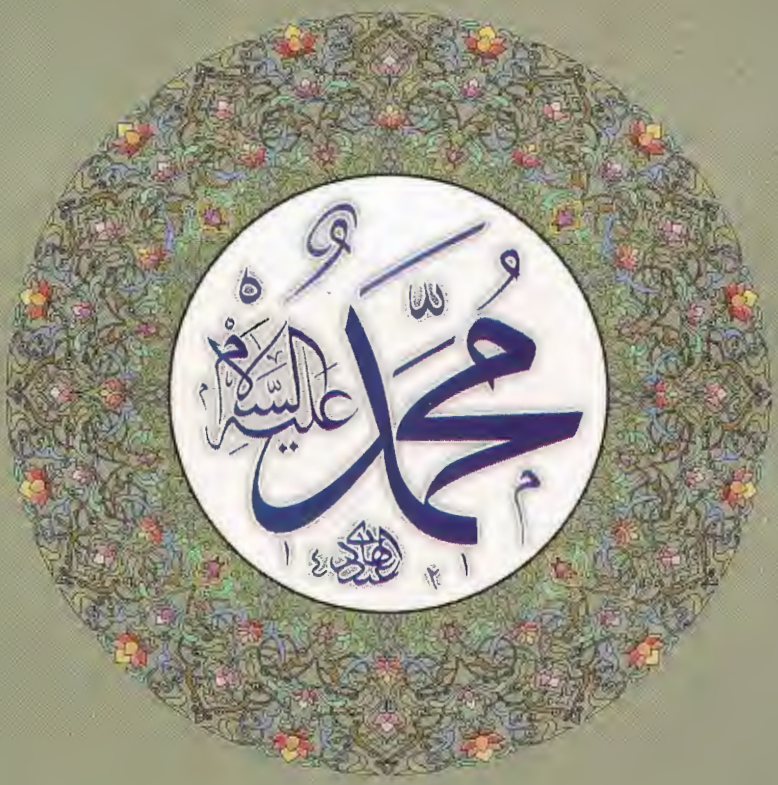

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

نُوْرُ الْاَبْصَارِ فِيْ شَرْحِ اَسْمَاءِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ

আস্‌মাউন নবী

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

সনজরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫
৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আস্‌মাউন নবী
মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

সম্পাদনায় :
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী,

প্রকাশকাল :
৫ফেব্রুয়ারী ২০১২ ইং, ১২ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিঃ, ২৩ মাঘ ১৪১৮ বাংলা
© সন্‌জরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে ফেরদৌস লিসা

পরিবেশনায় : সন্‌জরী বুক ডিপু
৮১,শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিলা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

প্রকাশনায় :
সন্‌জরী পাবলিকেশন
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১
৮১, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১

মূল্য : ১৭০ [একশত সত্তর] টাকা মাত্র

Asmaun Nabi, (نور الابصار في شرح اسماء النبي المختار) By: Mohammad Nezam Uddin, Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 170/-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

مَـوْلَايَ صَـلِّ وَسَـلِّمْ دَائِـمًا أَبَـدًا
عَلٰي حَـبِيْبِكَ خَـيْرِ الْـخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُـحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَعَلٰي آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارِكْ وَسَلَّمَ﴾

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

فَاِنَّ لِيْ ذِمَّةً مِّنْهُ بِتَسْمِيَّتِيْ
مُحَمَّدًا وَّ هُوَ اَوفِي الخَلْقِ بِالذِّمَمِ

নবীর দ্বারে ভরসা আমার
তাঁহার প্রতিশ্রুতির ছলে,
তরিয়ে যাব ভীষণ বিপদ
সেই 'মুহাম্মদ' নামের বলে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশকের কথা

'নাম' পরিচয়ের অন্যতম মাধ্যম। স্বয়ং স্রষ্টাও তাঁর সত্তাবাচক নাম 'আল্লাহ' এবং অগণিত গুণবাচক নামে পরিচিত। যিনি যতো গুণের অধিকারী হন তিনি ততো নামে পরিচয় লাভ করেন। স্রষ্টা হিসেবে মহান আল্লাহ যাবতীয় গুণের ভাণ্ডার। সমস্ত গুণ তাঁরই থেকে উৎসারিত। তাই তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত। ফলে মহান স্রষ্টাকে তাঁর সত্তাবাচক নাম 'আল্লাহ' ছাড়াও রহীম, রহমান, গাফুর, খালিক, মালিক, রায্যাক ইত্যাদি অগণিত নামে আমরা ডাকি।

সৃষ্টিকুলের মধ্যে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহান আল্লাহ তাঁর গুণাবলীর মাজহার (বিকাশস্থল) করেছেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবকেও তাঁর অগণিত গুণাবলীর মর্যাদা দান করেছেন। তাই আরিফগণ বলেছেন, যেমনি আল্লাহ তা'আলার একহাজার গুণবাচক নাম রয়েছে তেমনি তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও একহাজার নাম রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অগণিত গুণবাচক নাম তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। শুধু পার্থক্য হচ্ছে– আল্লাহ তাঁর যাবতীয় গুণসহ চিরন্তন ও শাশ্বত কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যাবতীয় গুণাবলী আল্লাহ প্রদত্ত, নশ্বর।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তাগত নাম 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' ছাড়াও তাঁর ৯৯ (নিরানব্বই) গুণবাচক নামের কথা আমরা কমবেশী সকলে জানি। কিন্তু তাঁর একহাজারের মত গুণবাচক নাম রয়েছে যা আমরা অনেকে জানিনা। তাই আল্লাহর আরিফ বান্দাগণ কুরআন-হাদীস গবেষণা করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামগুলো একত্রিত করে ওই নামের ব্যাখ্যা সম্বলিত স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন এবং বরকত লাভের আশায় ওই নামগুলোর পাঠ ও স্মরণ রাখার সুবিধার্থে আরবী ছন্দে (কবিতাকারে)ও সংকলন করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম সম্বলিত এ রকম একটি আরবী কাসীদা এ পুস্তকে অনুবাদসহ সংকলন করা হয়েছে। কাসীদায় বর্ণিত প্রায় দু'শর মত নামের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাও এ পুস্তকে করা হয়। সবশেষে পাঠের সুবিধার্থে আরবী বর্ণানুক্রমে ৬০০ (ছয়শত)'র অধিক নামের একটি তালিকা দরূদশরীফের বচনে সংকলন করা হয়েছে।

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন পুস্তকটির সংকলন ও রচনা করেন। আমরা তাঁর শোকরিয়া আদায় করছি। আশা করি প্রত্যেক নবীপ্রেমিক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পুস্তকটি পাঠের মাধ্যমে বিশেষ উপকৃত হবেন, যার মাধ্যমে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আমাদের সম্পর্ক হবে আরো নিবিড়। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গভীর ভালবাসা দান করুক। আমীন !

সন্‌জরী পাবলিকেশন থেকে পুস্তকটি প্রকাশ করতে পেরে মহান আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করছি। পুস্তকটি প্রকাশনায় যারা যে-ভাবে শ্রম দিয়েছেন আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন!

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরি পাবলিকেশন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূচিপত্র

১. ক্বাসীদাতু আসমাইন নবী [আরবী ছন্দে প্রিয় নবীর নামসমূহ] ৫
২. ক্বাসীদায় বর্ণিত প্রিয় নবীর বরকতময় নামসূহের আলোচনা ১৭
৩. দরূদ শরীফের বচনে প্রিয় নবীর পাঁচশতাধিক বরকতময় নাম ১০৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ভূমিকা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব ও মু'জিযা দান করেছেন সৃষ্টির মধ্যে অন্য কাউকে তা দান করেননি। পুরো কুরআনই যেনো মুস্তাফার শান-মানের বর্ণনায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাতে অনেক স্থানে মহান স্রষ্টা স্বীয় প্রিয় বন্ধুর স্মরণকে নিজের স্মরণের সাথে বর্ণনা করেছেন। অথচ অনন্যকোন নবী-রসূলের স্মরণ ও আলোচনা এতো গুরুত্বসহকারে করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যেখানে তাঁর নিজের প্রতি ঈমান আনার কথা বর্ণনা করেছেন সেখানে তাঁর প্রিয় হাবীব-এর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ করেছেন। নিজ আনুগত্যের সাথে তাঁর আনুগত্যকে, নিজ ভালবাসার সাথে তাঁর ভালবাসাকে, নিজ শিষ্টাচারের সাথে হুযূরের প্রতি শিষ্টাচারকে, নিজ সন্তুষ্টির সাথে হুযূরের সন্তুষ্টিকে, নিজের অসন্তুষ্টির সাথে হুযূরের অসন্তুষ্টিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আপন বন্ধুর অবাধ্যতাকে নিজের অবাধ্যতা এবং তাঁর প্রতি শত্রুতাকে নিজের প্রতি শত্রুতা বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুটি সত্তাবাচক নাম– 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ' ছাড়াও অনেক গুণবাচক নামও আলোচিত হয়েছে। কোথাও তাঁকে 'মুদ্দাস্সির' বলে আহ্বান করা হয়েছে, আবার কোথাও 'মুয্যাম্মিল'। কোথাও 'ত্বোহা' উপাধিতে ডাকা হয়েছে, আবার কোথাও 'ইয়াছিন'। 'উম্মী' দ্বারা যেমন তাঁর উম্মীয়তের মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছে তেমনি 'খাতিমুন নবীয়্যিন' দ্বারা তাঁর খতমে নবুয়্যাতের মর্যাদাকে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈমানদারদেরকে সুসংবাদ শুনানোর কারণে তিনি যেমন 'বশীর' ও 'মুবাশ্শির' খেতাবে ভূষিত হয়েছেন তেমনি কাফির-মুনাফিককে শাস্তির ভয় দেখানোর কারণে তিনি 'নাযীর' ও 'মুনযির' উপাধিতে অভিষিক্ত হয়েছেন। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যে সব গুণবাচক নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উচ্চ মর্যাদাকে নির্দেশ করে তা হচ্ছে- রাউফু, রাহীম, শাহিদ, মাশহূহ, শহীদ, হাদী, কারীম, সিরাজুম মুনীর, নূরুম মুবীন ইত্যাদি।

এভাবে আমরা দেখি যে, আল্লাহ তা'আলার যেমন অসংখ্য সুন্দরতম নাম রয়েছে তেমনি আল্লাহর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও রয়েছে অসংখ্য গুণবাচক নাম। শুধু তা নয়, আল্লাহ তা'আলা নিজের অনেক গুণবাচক নামও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যেমন 'রউফ' ও 'রহীম' (দয়াবান) তেমনি তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ওয়াসাল্লামও 'রউফ' ও 'রহীম'। তথাকথিত তাওহীদি জনতা যাতে এতে শিরকের গন্ধ খুঁজে না পায় এ জন্য ইমাম কাযী আয়ায তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আশ্ শিফা'তে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন- 'আল্লাহর গুণগুলো হচ্ছে- তাঁর সত্তাগত গুণ, কোন মাখলুক (সৃষ্টি) নয়। পক্ষান্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণগুলো আল্লাহ প্রদত্ত এবং মাখলূক (সৃষ্টি)।'[১]

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নামের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তাঁর সত্তাবাচক নাম শুধু 'আল্লাহ'। যা শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এটা মহান স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি প্রযুক্ত হতে পারে না। তেমনিভাবে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণবাচক নামও অগণিত। কিন্তু সত্তাবাচক নাম শুধু দু'টি– 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এরশাদ করেছেন যে, 'পৃথিবীতে আমার নাম 'মুহাম্মদ' আর উর্ধ্বকাশে আহমদ।'[২]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণবাচক নামের সংখ্যা নিয়ে আলিমগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ইমাম কাসতালানী 'আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া' (২:১১,১২)তে ৩৩৭টি নাম এবং ৪টি কুনিয়ত (উপনাম) উল্লেখ করেছেন। ইমাম সুয়ূতী, 'আর রিয়াযুল আনিকা ফী শরহে আসমায়ি খায়রিল খালিকা' গ্রন্থে ৩৪০টির বেশী নাম এবং ৪টি কুনিয়ত বর্ণনা করেছেন। ইমাম সালিহী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ৭৫৪টি নাম এবং ৪টি কুনিয়ত উল্লেখ করেছেন।[৩]

ইবনে ফারিসের মতে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় নামের সংখ্যা ১২০০ এর মত। কাযী আবূ বকর ইবনে আরবী 'জামিউত তিরমিযী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থে কতেক সূফীয়াই কিয়ামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলার এক হাজার (১০০০) নাম রয়েছে এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও এক হাজার নাম রয়েছে। ইবনে দিহ্ইয়া, 'আল মুস্তাওফা ফী আসমাঈল মুস্তাফা' গ্রন্থে ৩০০টি নাম উল্লেখ করেছেন।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী 'মাদারিজুন নবুয়্যাত' (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬) গ্রন্থে প্রায় পাঁচশ'র মতো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক নাম

১. কাযী আয়ায : আশ্ শিফা, ১/১৬০-১৬১;
২. কাস্তালানী : মাওয়াহিব, ১/৭০;
৩. সালিহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৪০৭, ৫৩৭; খাফাজী : নাসীমুর রিয়ায, ৩/২৪১

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখ করেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাহমতুল্লাহি আলাইহি 'আল উরূসিল আস্‌মায়িল হুস্‌না ফী-মা লি-নবীয়্যিনা মিনাল আসমাইল হুসনা' (১৩০৬) পুস্তকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একহাজার নাম মুবারক এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু সায়্যিদে আলম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের নামসমূহের মধ্যে কোন কোন সুন্দর নাম এবং মহোত্তম গুণাবলী দ্বারা সম্মানিত করেছেন তার বিবরণ তুলে ধরেন।

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অগণিত গুণবাচ নামসমূহ তাঁর মর্যাদা, বুযুর্গী ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। কেননা, নাম ব্যক্তির গুণাবলী ও কর্মধারা থেকে উৎসারিত। তাঁর প্রতিটি নামই কোন না কোন পুণ্যকাজ ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অত্মপ্রকাশ করেছে।

আমাদের আলোচ্য এ আরবী কাসীদায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রায় দু'শটির মতো নাম মুবারকের উল্লেখ রয়েছে। এখানে আমরা কাসীদার প্রতি ছত্রের অর্থ করা ছাড়াও প্রত্যেকটি মুবারক নাম, তার অর্থ ও সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য তুলে ধরার প্রয়াস পাবো। সব শেষে এ নামগুলোসহ আরো কিছু বরকতময় নামের একটি তালিকা আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সংযোজন করেছি, যাতে কেউ চাইলে ওই বরকতময় নামগুলোর ওয়াযীফা হিসেবে পাঠ করতে পারেন।

উল্লেখ্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সব বরকতময় নামগুলো মুখস্ত রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় মুখস্ত রাখা ও পাঠ করার সুবিধার্থে জনৈক নবী প্রেমিক বান্দ প্রায় দু'শতাধিক নাম আরবী ছন্দে সংকলন করেছেন। এ আরবী কাসীদা শরীফের মূল রচয়িতা কে তা জানা যায় নি। তবে এ কাসীদার প্রথম দু'চরণ মহাকবি আল্লামা শেখ সাদী রাহমতুল্লাহি আলাইহি-এর রচিত। যা তার 'গুলিস্তা' কিতাবে রয়েছে। তাই কেউ কেউ এটা হযরত শেখ সাদী কর্তৃক রচিত বলে অনুমান করে থাকেন। আমি কাসীদাটি একটি পুরাতন আরবী সাহিত্যের বই থেকে সংগ্রহ করি এবং ঢাকাস্থ গাউসুল আ'যম ও আ'লা হযরত রিসার্চ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত (৩০ মে ২০০০) আমার লিখিত কাসীদ-এ নু'মানের ব্যাখ্যা গ্রন্থে সর্বপ্রথম কাসীদাটি প্রকাশ করি। অনুবাদ ছাড়া শুধু কাসীদাটি প্রকাশ হওয়ায় অনেক নবীপ্রেমিক পাঠক কাসীদাটির অনুবাদসহ প্রকাশের জন্য ওই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রদ্ধেও নাজির আহমদ চৌধুরী সাহেবকে বারবার অনুরোধ জানান। শ্রদ্ধেও নাজির আহমদ চৌধুরী সাহেবের বারবার অনুরোধ ও তাগাদার কারণে কাসীদাটির সরল অনুবাদ করতে গিয়ে দেখি হুযূরের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রতিটি বরকতময় নাম আল্লাহর রহস্য-ভাণ্ডারের এক কূলহীন সমুদ্র। তাই সিরাতে রাসূলের উপর রচিত গ্রন্থ ছাড়াও যুগে যুগে উম্মতের বরেণ্য আলেমগণ প্রিয় রাসূলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পবিত্র নামের ব্যাখ্যায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত এ ধরনের কোন স্বতন্ত্র পুস্তক রচিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সম্ভবত এ বিষয়ে এটাই প্রথম পুস্তক। পুস্তকটি রচনায় আমি আল্লামা ইমাম ফাসী রচিত 'দালায়েলুল খায়রাত'-এর প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'মুতালিউল মুসার্‌রাত' এবং আল্লামা ড. মুহাম্মদ তাহের আল কাদেরী রচিত 'আসমা-ই মোস্তফা'র সাহায্য নিয়েছি। তাই উভয় গ্রন্থের রচয়িতার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিশেষত ঢাকাস্থ গাউসুল আ'যম ও আ'লা হযরত রিসার্চ একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরম শ্রদ্ধেয় আবদুল মুস্তাফা মুহাম্মাদ নাজির আহমাদ চৌধুরী সাহেবের শুকরিয়া আদায় করছি– যাঁর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও বারবার তাগাদা না পেলে আমার পক্ষে এ বরকতময় পুস্তক রচনা করা সম্ভব হতো না। তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও দোয়া আমাকে চিরদিন ঋণি করে রাখবে।

সন্‌জরী পাবলিকেশনের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় আবু তৈয়ব চৌধুরী ও স্নেহভাজন মীর মুহাম্মদ খাইরুল্লাহ সহ বই প্রকাশের নানা পর্যায়ে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি রইলো আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবার শ্রম কবূল করুন। আমিন॥

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম অধ্যায়

কাসীদাতু আসমাইন নাবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[আরবী ছন্দে প্রিয় নবীর নামসমূহ]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلي رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

اَسْمَاءُ النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ وَعَلي الِهِ وَاَصْحَابِهِ اَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَاَزْكي التَّحِيَّاتِ وَاَعْطَرُ التَّسْلِيْمِ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াআলিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নামসমূহ ঃ

[১]

شَفِيْعٌ مُّطَاعُ نَبِيٌ كَرِيْمٌ ☆ قَسِيْمٌ جَسِيْمٌ بَسِيْمٌ وَسِيْم

শাফী'উম্ মুত্বা-'উন্ নাবিয়্যুন্ করীম,
ক্বাসীমুন্ জাসীমুন্ বাসীমুন্ ওয়াসীম্।

সুপারিশকারী; অনুসরণীয়; অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী); অনুগ্রহকারী, মহা দানশীল, অত্যন্ত মহৎপরায়ণ, সম্মানিত। বন্টনকারী, সুমহান; মুচ্‌কি হাসিদানকারী; সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট।

[২]

بَشِيْرٌ نَذِيْرٌ وَمُدَّثِّرٌ ☆ رَسُوْلٌ مُبِيْنٌ رَشِيْدٌ حَلِيْم

বাশীরুন্ নাযীরুঁ ওয়া মুদ্দাস্‌সির,
রাসূলুম্ মুবীনুন্ রাশীদুন্ হালীমুন্।

সুসংবাদদাতা; ভীতিপ্রদর্শনকারী; বস্ত্রাচ্ছাদিত (মুদ্দাস্‌সির)। প্রেরিত (রসূল); প্রকাশকারী, ব্যাখ্যাকারী, সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল; সত্য পথের প্রদর্শক; সহিষ্ণু।

[৩]

وَطه وَيسِيْنٌ مُزَّمِّل ☆ نَجِيٌّ الِالهِ بِصَوْتٍ رَّخِيْم

ওয়া ত্বোয়া-হা ওয়া ইয়া-সীনু মুয্‌যাম্মিল,
নাজিয়্যুল ইলা-হি বি সাউতিন্ রাখীম।

পুতঃপবিত্র, পথপ্রদর্শক (ত্বাহা); হে মানবকুল সরদার, হে ইনসানে কাম্মিল, (ইয়াসিন), ছাদরাব্রত (মুযায়ম্মিল)। আল্লাহর সাথে মধুর গোপন আলাপকারী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

[৪]

سِرَاجٌ مُنِيْرٌ كَشَمْسِ الضُّحي ☆ وَخَيْرُ الْبَرَايَا وَنُوْرٌ قَدِيْم

সিরাজুম্ মুনীরুন্ কাশামসিদ্ দোহা-,
ওয়া খাইরুল বারায়া- ওয়া নূরুন ক্বাদীম।

(হুযূর) মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো উজ্জ্বলপ্রদীপ। সৃষ্টির সর্বোত্তম এবং (আল্লাহর) আদি নূর।

[৫]

وَمَوْلَي الْوَرِي رَحْمَةُ الْعَالَمِيْنَ ☆ ثِمَالُ الْيَتِيْمِ وَمَاوَي الْعَدِيْم

ওয়া মাওলাল ওয়ারা ওয়া রাহমাতুল্ 'আলামীন,
ছিমালুল ইয়াতীমি ওয়া মা'ওয়াল 'আদীম।

সৃষ্টিকুলের মালিক; গোটা জগতের রহমত। ইয়াতিমের সহায়; নিঃস্বের আশ্রয়স্থল।

[৬]

دَلِيْلٌ اِلي الخَيْرِ دَارُ الحِكَمْ ☆ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ خَبِيْرٌ عَلِيْم

দালীলুন ইলাল্ খায়রি দারুল হিকাম,
সামী'উন্ বাসীরুন্ খাবীরুন্ 'আলীম।

কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শক; প্রজ্ঞার আধার। মহা শ্রবণকারী; সর্বদ্রষ্টা; সম্যক অবহিত; গোপন বিষয়ে অবগত; মহাজ্ঞানী।

[৭]

وَعَبْدٌ شَكُوْرٌ صَبُوْرٌ هَجُوْدٌ ☆ سَعِيْدٌ سَدِيْدٌ حَمِيْدٌ حَكِيْم

ওয়া 'আবদুন্ শাকূরুন সাবূরুন হাজূদ,
সা'ঈদুন্ সাদীদুন হামীদুন হাকীম।

(আল্লাহর) প্রিয় বান্দা; অত্যধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী; অত্যধিক ধৈর্য্যশীল; তাহাজ্জুদের নামায আদায়কারী। (আল্লাহর) বরকত বা সৌভাগ্য; বিচক্ষণ; প্রশংসিত; প্রজ্ঞাবান।

[৮]

وَرُوْحٌ وَحَقٌّ قَوِيٌّ مَتِيْنٌ ☆ وَمُحْيٍ وَمُنْجِي نَجِيٌّ كَلِيْم

ওয়া রূহুন ওয়া হাক্বকুন্ ক্বাভীয়্যুন্ মাতীন,
ওয়া মুহয়িন ওয়া মুন্জিন নাজিয়্যুন কালীম।

পবিত্র আত্মা, সত্য; মহাশক্তিশালী; অত্যন্ত শক্তিমান, অবিচল, পরাক্রান্ত জীবিতকারী; উদ্ধারকারী, ত্রাণকর্তা; গোপন আলাপকারী, আলাপকারী।

[৯]

صَدُوْقٌ اَمِيْنٌ حَفِيٌّ مَكِيْنٌ ☆ نَبِيْهٌ وَجِيْهٌ وَعَيْنُ النَّعِيْم

সাদূকুন্ আমীনুন্ হাফিয়্যুন মাকীন,
নাবীহুন্ ওয়াজীহু ওয়া আইনুন্ না'ঈ-ম।

অত্যন্ত সত্যবাদী; বিশ্বস্ত; দাতা, বারণকারী, দয়ালু, সম্মানিত। অত্যন্ত তীক্ষ্মধীসম্পন্ন; মর্যাদাবান; (আল্লাহর) নিয়ামতের ঝর্ণাধারা।

[১০]

تَقِيٌّ نَقِيٌّ صَفِيٌّ وَّفِيٌّ ☆ زَكِيٌّ رَضِيٌّ وَّخُلُقٌ عَظِيْم

তাক্বীয়্যুন্ নাক্বিয়্যুন্ সাফিয়্যুঁ ওয়াফী,
যাকিয়্যুন্ রাদ্বিয়্যুন ওয়া খুলুকুন 'আযীম।

পরহেযগার; পুতঃপবিত্র; মনোনীত বান্দা; অঙ্গীকার পুরণকারী। পবিত্র; (আল্লাহর উপর) সন্তুষ্ট; মহান চরিত্রবান।

[১১]

وَكِيْلٌ كَفِيْلٌ مُقِيْلٌ العِثَارِ ☆ خَلِيْقٌ طَلِيْقٌ ضَحُوْكٌ بَسِيْم

ওয়াকীলুন্ কাফীলুন্ মুক্বীলুল 'ইছার,
খালীকুন্ ত্বালিকুন্ দ্বাহূকুন্ বাসীম।

আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত (وَكِيْلٌ); জামিনদার; অসহায়দের আশ্রয়স্থল। নিখুঁত দেহাবয়রের অধিকারী; সদা হাসিমুখ; হাস্যোজ্জ্বল; মৃদ হাসিদানকারী।

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

[১২]

وَصَفْوَةُ خَلْقٍ وَعَبْدُ الالهُ ✯ وَبُرْهَانُ حَقٍّ صِرَاطٌ قَوِيْم

ওয়া সাফ্ওয়াতু খালক্বীন্ ওয়া আবদুল ইলাহ,
ওয়া বুরহানু হাক্বক্বীন্ সিরা-তুন ক্বাভীম।

সৃষ্টির মধ্যে বাছাইকৃত বা নির্বাচিত; আল্লাহর প্রিয় বান্দা। সত্যের দলীল; সুদৃঢ় পথ।

[১৩]

حَبِيْبُ الْاِلٰه خَلِيْلُ الْاِلٰه ✯ وَقَائِدُ غُرٍّ جَلِيْلٌ فَخِيْم

হাবীবুল ইলা-হি খালীলুল ইলা-হ,
ওয়া ক্বা-ইদু গুর্‌রিন্ জালীলুন্ ফাখীম।

আল্লাহর প্রিয় হাবীব (পরম বন্ধু); আল্লাহর খলীল (নিষ্ঠাবান বন্ধু)। মহামর্যাদাশালী, মহাসম্মানিত, মর্যাদাবান, মহৎ; ওযূর উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্টদের জান্নাতে সাথে নিয়ে যাওয়া রসূল।

[১৪]

وَاَخْشَي الْبَرَايَا وَاَتْقَي الْوَرِي ✯ مُنِيْبٌ حَنِيْفٌ عَفِيْفٌ رَّحِيْم

ওয়া আখশাল বারা-ইয়া ওয়া আতক্বাল্ ওয়ারা,
মুনীবুন্ হানীফুন 'আফীফুন রাহীম।

সৃষ্টির মধ্যে অত্যধিক (আল্লাহকে) ভয়কারী; সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী; একনিষ্ঠ; সচ্চরিত্রবান, পুণ্যবান, সদাচারী, দয়ালু।

[১৫]

رَسُوْلُ الْمَلَاحِمْ وَالْمُصْطَفِي ✯ وَخَيْرُ الْوَرِي ذُوْ الْعَطَاءِ الْعَمِيْم

রসূলুল মালা-হিম ওয়াল মুস্ত্বফা,
ওয়া খাইরুল ওয়ারা যুল 'আত্বা-ইল্ 'আমীম।

জিহাদ ও তলোয়ারের নির্দেশপ্রাপ্ত প্রেরিত রসূল; বাছাইকৃত। সৃষ্টির সত্য সর্বোত্তম; সর্বব্যাপী দানে আবৃতকারী।

[১৬]

نَبِيُّ الْمَرَاحِمْ وَ الْمُجْتَبِي ✯ حَسِيْبٌ نَسِيْبٌ نَجِيْبٌ صَمِيْم

নবীয়্যুল মারা-হিম ওয়াল মুজ্‌তাবা,
হাসীবুন্ নাসীবুন্ নাজীবুন্ সামীম্।

দয়াবান নবী; নির্বাচিত। উম্মতের জন্য যথেষ্টকারী; উচ্চ বংশীয়; ভদ্র, সচ্চরিত্র, কুলীন; সৃষ্টির সারাংশ বা মেরুদণ্ড।

[১৭]

هُوَ الصَّالِحُ الصَّادِقُ الْمُؤْتَمَنْ ✯ رَوَاءُ الْعَلِيْلِ شِفَاءَ السَّقِيْم

হুয়াস সা-লিহুস সা-দিকুল্ মু'তামিন্,
রাওয়াউল 'আলীলি শিফা-য়াস্ সাক্বীম।

উপযুক্ত বান্দা; সত্যবাদি; আমানতদার। রুগ্নের আরোগ্য দানকারী; অসুস্থের শেফা।

[১৮]

هُوَ الْاَعْلَمُ الْاَكْرَمُ الْمُرْتَجِي ✯ صَفُوْحٌ نُصُوْحٌ عَفُوٌّ كَرِيْم

হুয়াল আ'লামুল্ আক্‌রামুল মুরতাজা,
সাফূহুন নুসূহুন 'আফুভ্‌ভুন্ কারীম।

মহা জ্ঞানী; মহা মর্যাদাবান; (অসহায়ের) ভরসাস্থল। ক্ষমাকারী; অত্যধিক হিতকামী; অত্যধিক ক্ষমাশীল; অত্যন্ত মহৎ, মহা দানশীল, ক্ষমাশীল, অনুগ্রহকারী (কারীম)।

[১৯]

هُوَ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ الْمُقْتَفِيْ ✯ مُلْقِي الْقُرْاٰنِ وَوَحْيٍ رَقِيْم

হুয়াল ফা-তিহুল্ খা-তিমুল্ মুক্বতাফী,
মুলক্বাল কুরআনি ওয়া ওয়াহ্‌য়িন রাক্বীম।

বিজয়ী, উন্মোচনকারী; সর্বশেষ আগমনকারী নবী; শেষ নবী (اَلْمُقْتَفِيْ) কুরআন গ্রহণকারী; লিখিত ওহী গ্রহণকারী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

[২০]

هُوَ الْعَاقِبُ الْحَاشِرُ الْمُسْتَغَاثْ ✯ مُجِيْرُ الْوَرِي مِنْ عَذَابِ الْجَحِيْم

হুয়াল 'আক্বিবুল্ হা-শিরুল মুসতাগা-স,
মুজীরুল ওয়ারা মিন্ 'আযা-বিল্ জাহীম।

সকল নবীর শেষ নবী; একত্রিতকারী; পরিত্রাণকারী। জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয়দাতা।

[২১]

هُوَ الشَّاهِدُ الْمُنْذِرُ الْحَائِدُ ✯ شَفِيْقٌ رَفِيْقٌ وَلِيٌّ حَمِيْم

হুয়াশ্ শা-হিদুল্ মুন্যিরুল্ হা-ইদ,
শাফীকুন্ রাফীকুন্ ওয়ালিয়্যুন্ হামীম।

সাক্ষ্যদাতা; ভীতিপ্রদর্শনকারী; জাহান্নাম থেকে পৃথককারী। স্নেহপরায়ণ, অনুগ্রহপরায়ন, উপদেশদাতা, বন্ধু; অভিভাবক; অন্তরঙ্গ বন্ধু।

[২২]

هُوَ الْاَحْسَنُ الْاَجْوَدُ الْاَشْجَعُ ✯ اَغَرُّ الْجَبِيْنِ جَمِيْلٌ وَسِيْم

হুয়াল আহসানুল্ আজ্ওয়াদুল্ আশজা'উ,
আগার্রুল্ জাবীনি জামীলুন্ ওয়াসীম।

পরম সুন্দর; অত্যধিক দানশীল; অত্যধিক সাহস। উজ্জ্বল ললাট বিশিষ্ট; মনোরম; সুন্দর বা সুউচ্চ মর্যাদাবান।

[২৩]

هُوَ الْاَبْيَضُ الْاَبْلَجُ الْاَدْعَجُ ✯ جَلِيْلُ الْمُشَاشِ مَلِيْحٌ قَسِيْم

হুয়াল আবইয়াদুল্ আবলাজুল্ আদ'আজুন,
জালীলুল মুশা-শি মালীহুন্ ক্বাসীম।

শুভ্র; উজ্জ্বল, প্রকাশমান (اَلْاَبْلَجُ); ডাগরচোখ বিশিষ্ট। মহা স্বভাব-প্রকৃতি বিশিষ্ট (جَلِيْلُ الْمُشَاشِ); কান্তিময়; বন্টনকারী, সুদর্শন ব্যক্তি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

[২৪]

بِشَارَةُ عِيْسِي وَوَعْظُ الْكَلِيْم ✯ دُعَاءُ الْبَرَاهِيْمِ عِنْدَ الْحَطِيْم

বিশা-রাতু 'ঈসা ওয়া ওয়া'আযুল্ কালীম,
দো'আউল্ বারা-হীম 'ইনদাল্ হাত্বীম।

(তিনি) হযরত ইসার সুসংবাদ; হযরত মুসার স্মারক বক্তব্য। হযরত ইব্রাহীমের দোয়া- যা তিনি হাতীমে কা'বায় করেছিলেন।

[২৫]

مُحَمَّدُ الْمُرْسَلُ الْمُنْتَقِي الْمُقَدَّسُ ✯ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ ذَمِيْم

মুহাম্মাদুল্ মুরসালুল্ মুন্তাকাল্ মুক্বাদ্দাস,
'আন কুল্লি ওয়াস্ফিন্ যামীম।

চির প্রশংসিত (মুহাম্মদ); প্রেরিত পুরুষ; সকল মন্দগুণ থেকে পুতঃপবিত্র ও নিষ্কলুষ।

[২৬]

اَبُوْ الطَّيِّبِ الْاَعْظَمُ الْمُرْتَضِي ✯ اَبُوْ الطَّاهِرِ السَّيِّدُ الْمُسْتَقِيْم

আবুত্ব ত্বায়্যিবিল্ আ'যামুল্ মুরতুদ্বা,
আবুত্ব ত্বা-হিরিস সায়্যিদিল্ মুসতাক্বীম।

তিনি আবূ তায়্যিব (পবিত্র); মহান; সন্তুষ্টচিত্ত। আবূত তাহির (পবিত্র); মালিক, প্রধান, সরলপথ।

[২৭]

وَاَحْمَدُ اِسْمُ اَتِيْ فِي الْكُتُب ✯ وَاِنْجِيْلَ عِيْسِي وَلَوْحِ الْكَلِيْم

ওয়া আহমাদু ইসমুন্ আতা ফিল কুতুব,
ওয়া ইন্জীলা 'ঈসা ওয়া লাওহিল্ কালীম।

'আহমদ' (প্রশংসিতদের অন্যতম) এ নাম হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম ইনজীল এবং হযরত মুসা কালিমের তাওরাত ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

[২৮]

وَكُلُّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنْ ☆ بِهٖ بَشَّرُوْا مُنْذُ عَصْرٍ قَدِيْم

ওয়া কুল্লুন্ নাবিয়্যীনা ওয়াল মুরসালীন,
বিহি বাশ্‌শারূ মুনযু 'আসরিন ক্বাদীম।

প্রত্যেক নবী ও রাসূলগণ আদিকাল থেকেই হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পৃথিবীতে শুভ আগমণের সুসংবাদ দিয়ে আসছিলেন।

[২৯]

وَفَارِ قَلِيْطٌ اُحِيْدُ اُحَاذْ ☆ مَجِيْدٌ نَجِيْدٌ رَقِيْبٌ زَعِيْم

ওয়া ফারী ক্বালীতুন্ উহীদু উহাদ,
মাজীদুন্ নাজীদুন্ রাকীবুন্ যা'ঈম।

আল্লাহর রূহ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারী; নিজ উম্মতকে দোযখের আগুণ থেকে রক্ষাকারী; (যাবতীয় গুণাবলীতে) একক মর্যাদাবান। সম্মানিত; বাহাদুর; বীরপুরষ; রক্ষাকারী; নবীগণের প্রধান।

[৩০]

شَهِيْدٌ عَلَي النَّاسِ يَوْمَ الْحِسَاب ☆ عِمَادٌ مَلَاذٌ شَفِيْعُ الْاَنِيْم

শাহীদুন্ 'আলান্ না-সি ইয়াউমাল হিসা-ব,
'ঈমা-দুন্ মালা-যুন্ শাফী'উল আনীম।

কিয়ামত দিবসে লোকের সাক্ষ্যদাতা। দ্বীনের স্তম্ভ; আশ্রয়স্থল, সৃষ্টির সুপারিশকারী।

[৩১]

رَسُوْلٌ شَفُوْقٌ عَزِيْزٌ حَرِيْصٌ ☆ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْم

রসূলুন্ শাফূকুন্ 'আযীযুন্ হারীসুন্,
ওয়া বিল মু'মিনা রাউফুর রাহীম।

স্নেহপরায়ন রাসূল; উম্মতের বিপন্নতায় কষ্ট অনুভবকারী; উম্মতের আকাঙ্খী। মুমিনের প্রতি দয়ালু ও দয়াদ্র।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

[৩২]

وَبَرٌّ وَبَحْرٌ حَنَانٌ لَطِيْف ☆ وَلِلْمُذْنِبِيْنَ شَفِيْعٌ عَظِيْم

ওয়া বার্‌রুন্ ওয়া বাহরুন্ হানানুন্ লাতীফ,
ওয়া লিল মুযনিবীনা শাফী'উন্ 'আযীম।

পুণ্যের মূর্তপ্রতীক; সত্যভাষী; দয়ার সমুদ্র; কোমল। পাপীদের মহান সুপারিশকারী।

[৩৩]

عَلِيُّ الْمَقَامِ شَفِيْعُ الْاَنَام ☆ وَمِفْتَاحُ اَبْوَابِ دَارِ النَّعِيْم

'আলিয়্যুল মাক্বামুন্ শাফী'উল্ আনাম,
ওয়া মিফতা-হু আবওয়াবি দা-রিন্ না'ঈম।

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন; সৃষ্টির সুপারিশকারী। দারুন্ নাঈম (জান্নাত)-এর দরজাসমূহ উন্মোচনকারী।

[৩৪]

نَبِيُّ الْوَرٰي خَاتِمُ الْاَنْبِيَاء ☆ رَسُوْلٌ اَتَانَا بِدِيْنٍ قَوِيْم

নাবিয়্যুল্ ওয়ারা খা-তিমুল আম্বিয়া,
রসূলুন্ আতা-না বিদ্বীনিন্ ক্বাভীন।

সৃষ্টিকুলের নবী; নবীগণের সর্বশেষ, মজবুত দ্বীন নিয়ে আমাদের কাছে প্রেরিত পুরুষ (রসূল)।

[৩৫]

اِمَامُ الْهُدٰي سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْن ☆ كَرِيْمُ السَّجَا يَا غِيَاثُ الْهَضِيْم

ইমামুল হুদা সায়্যিদুল্ মুরসালীন,
কারীমুলস্ সাজা -ইয়া গিয়া-ছাল্ হাদ্বীম।

হেদায়তের ইমাম; রসূলগণের প্রধান। স্বভাব-চরিত্রে দয়ার মূর্তপ্রতীক; মজলুম-নির্যাতিতের সাহায্যকারী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

[৩৬]

خَطِيْبُ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ✯ فَصِيْحُ الْبَيَانِ كَدُرٍّ نَظِيْم

খত্বীবুন্ নাবীয়্যীনা ওয়াল্ মুরসালীন,
ফাসীহুল্ বয়া-নি কাদুররিন্ নাযীম।

নবী ও রসূলগণের খতীব (বক্তা); প্রাঞ্জল ভাষার বাগ্মী, কথা যেন মুক্তামালা।

[৩৭]

اِمَامُ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ✯ وَهَادٍ وَدَاعٍ بِاِذْنِ الْكَرِيْم

ইমামুন্ নাবীয়্যীনা ওয়াল মুরসালীন,
ওয়া হা-দীন ওয়া দা-'ঈন বি ইযনিল্ কারীম।

নবী ও রাসূলগণের ইমাম। আল্লাহর নির্দেশিত 'হাদি (পথপ্রদর্শক) ও 'দায়ী' (আল্লাহর পথে) আহ্বানকারী।

[৩৮]

خِتَامُ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ✯ مُقَفٍّ وَمَاحٍ قَفُوْمٌ مُقِيْم

খিতামুন্ নাবীয়্যীনা ওয়াল মুরসালীন,
মুক্বাফ্ফিন্ ওয়া মা-হীন্ ক্বাছুমুন্ মুকীম।

নবী ও রসূলগণের সিলমোহর, সমাপ্তি। সর্বশেষ নবী, (কুফর-শিরক) নিশ্চিহ্নকারী; সমবেতকারী; (সুন্নাতের) প্রতিষ্ঠাকারী।

[৩৯]

خِتَامُ السَّلَامِ كَمِسْكِ الْخِتَامِ ✯ لِخَتْمِ الْكِرَامِ نَبِيٌّ فَخِيْم

খিতা-মুস্ সালা-মি কামিসকিল্ খিতা-ম,
লিখাতমিল্ কারা-মি নাবীয়্যিন্ ফাখীম।

এ কাসীদার শুভ সমাপ্তিতে সর্বশেষ সালাম হোক-সম্মানিত আখেরী নবীর প্রতি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

[৪০]

وَاَصْحَابُهُ الْاَصْفِيَاءُ الْكِرَام ✯ مَدَي الدَّهْرِ مَا دَامَ يَجْرِيْ النَّسِيْم

ওয়া আসহা-বুহুল্ আসফিয়া-উল্ কিরা-ম,
মাদাদ্ দাহরি মা- দা-মা ইয়াজরীন্ নাসীম।

(আর সালাম হোক) তাঁর পুতঃপবিত্র সম্মানিত সাহাবীদের প্রতি, যতদিন কালের ভোরের মৃদবায়ু প্রবাহিত হতে থাকবে।

---

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাসীদায় বর্ণিত বরকতময় নামসমূহের আলোচনা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ এক ॥

شَفِيْعٌ مُطَاعٌ نَبِيٌّ كَرِيْمٌ ★ قَسِيْمٌ جَسِيْمٌ بَسِيْمٌ وَسِيْم

কাসীদার এ ছত্রে ৮টি বরকতময় নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে। যেমন–

১. শাফীয়ুন (شَفِيْعٌ) ঃ সুপারিশকারী। 'শাফিউন' (شَافِعٌ) শব্দের অর্থও সুপারিশকারী। তবে প্রথম শব্দে আধিক্যের অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ বেশি বেশি সুপারিশকারী। কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই সুপারিশের দ্বার উন্মোচন করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেন–

أَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ،

–আমিই প্রথম সুপারিশকারী।[১]

২. মুত্বা'উন (مُطَاعٌ) ঃ অনুসরণীয়। এটা طَاعَةٌ শব্দ থেকে কর্মবাচক বিশেষ্য (اسم مفعول)। অর্থ– ওই মহান সত্তা যাঁকে অনুসরণ করা হয়। ইবনে দিহ্ইয়া বলেন, একদল আলিম হুযূরের এ মুবারক নাম নিম্নোক্ত আয়াতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন–

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

–যাকে মান্য করা হয়, যে বিশ্বাসভাজন।[২]

এ ছাড়া পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানেও আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। যেমন–

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

–এবং আল্লাহ ও মহান রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।[৩]

---

১. তাবারী : তাফসীর-ই তাবারী, ৩/২৯৭; দারিমী : আস্ সুনান ১/৩১, সংখ্যা ৫০; দারেমী : সুনান, ১/৬০
২. আল কুরআন : সূরা তাকভীর, ৮১/২১;
৩. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১৩২;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আর এরশাদ হচ্ছে যে,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ۚ ﴿٦٤﴾

–(আমি রাসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে) আল্লাহর নির্দেশে যেন তাঁর আনুগত্য করা হয়।[১]

৩. নবীয়ুন (نَبِيٌّ) ঃ অদৃশ্যের সংবাদদাতা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন।

এক. শব্দটি نَبْوَةٌ থেকে গঠিত হলে অর্থ হবে উচ্চমর্যাদাবান। নবীকে এ জন্য নবী বলা হয় যে, তিনি তাঁর যুগের সকল লোক থেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন। ভূমির উঁচু টিলাকে 'নাব্ওয়াতুন' বলা হয়।

দুই. যদি نبى শব্দটি نبأ ধাতু থেকে নির্গত হয় তখন অর্থ হবে, উপকারী সংবাদ। অত্যন্ত উপকারী, সন্দেহাতীত, তিলধরনের মিথ্যার অবকাশ নেই– এ তিনগুণের সমাহার বিশিষ্ট খবরকে 'নাবা' বলা হয়। তাই 'নবী'কে এ জন্য নবী বলা হয় যে, তিনি এমন অদৃশ্য বিষয়ের খবর দেন, যা সুস্থ বিবেক মেনে নেয়, যা অত্যন্ত উপকারী এবং যাতে তিলপরিমাণ মিথ্যার অবকাশ নেই।

ইমাম সুয়ূতী 'আর-রিয়াযুল আনিকা ফী শরহি আসমায়িল মুস্তাফা' গ্রন্থে লিখেছেন যে," নবী তিনিই, যিনি আল্লাহ তা'আলার অদৃশ্যের খবরসমূহ (লোকদেরকে) বলেন।"[২]

এ প্রসঙ্গে কাযী আয়ায বলেন, 'নবুয়্যাত' যদি 'নাবা' (نبأ) শব্দ থেকে গঠিত হয়, তখন অর্থ হবে খবর। আল্লাহ তা'আলা যাঁকে নিজ গায়ব (অদৃশ্য বিষয়ের)-এর উপর অবহিত করেছেন এবং তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি আল্লাহর নবী। অথবা তিনি ওই ওহীর খবরদাতা, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। আর ওই হাকীকতসমূহের সংবাদদাতা, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবগত করিয়েছেন।[৩]

কাযী আয়ায অন্য স্থানে বলেন, 'নবুয়্যাত' মানে অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হওয়া। আর গায়ব (অদৃশ্যে)'র খবরসমূহ বলাই নবুয়্যাতের বিশেষ বৈশিষ্ট।[৪]

১. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/৬৪;
২. সুয়ূতী : আর রিজালুল আনিকা..., ২/৬১;
৩. কাযী আয়ায : আশ শিফা, ১/৩৪৬;
৪. কাযী আয়ায : আশ শিফা, ১/৩৪৭;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবনে তায়মিয়া লিখেছেন, نبوت (নবুয়্যাত), انباء শব্দ থেকে গঠিত। অর্থাৎ খবর দেয়া। এটা فعيل এর ওজনে। আর فعيل কখনো কর্তাবাচক বিশেষ্যের (اسم فاعل) এর অর্থে আসে। অর্থাৎ খবরদাতা। আর কখনো কর্মবাচক বিশেষ্য (اسم مفعول) এর অর্থে আসে। অর্থাৎ দেয়া কৃত সংবাদ। আর এখানে দু'টি অর্থই অপরিহার্য। (অর্থাৎ খবরদাতার জন্য জরুরী যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে খবর সম্পর্কে অবগত করা।[১]

যুবায়দী লিখেছেন,

وَالنَّبِيءُ هُوَ الْمُخْبِرُ عَنِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَخْبَرَهُ بِتَوْحِيْدِهِ وَأَطْلَعَهُ عَلَى غَيْبِهِ وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَبِيُّهُ ،

–নবী তিনিই, যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর দেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় তাওহীদ (একত্ববাদ)এর খবর দিয়েছেন। এবং তাঁর গায়ব (অদৃশ্য বিষয়) এর উপর অবগত করিয়েছেন। আর হুযূরকে তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে জানিয়েছেন।[২]

আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান 'আল মুনজিদ' এ 'নবুয়্যাত' শব্দের ব্যাখ্যার লেখা আছে যে, "'নবুয়্যাত' মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম (প্রত্যাদেশ) লাভ করে গায়ব বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খবর দেয়া। আল্লাহ তা'আলা এবং তার সংশ্লিষ্ট (ঈমানের) বিষয়ের খবর দেয়া।"[৩]

আর 'নবী' শব্দের অর্থ এভাবে করা হয়েছে যে, 'নবী' মানে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের ভিত্তিতে গায়ব (অদৃশ্য বিষয়) অথবা ভবিষ্যতের বিষয়ে সংবাদদাতা। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট (ঈমানের) বিষয়ের খবরদাতা।[৪]

আরবী ব্যাকরণের নিয়ম মতে نبى (নবী) শব্দটি نَبَأَ يَنْبَأُ ক্রিয়া থেকে فَعِيْلٌ (ফায়ীলুন) এর ওজনে স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্যরূপ (صفت مشبه)। نَبَأَ মানে খবর দেয়া। 'নবী' মানে খবরদাতা, খবর রাখনেওয়ালা। কারণ যে খবর রাখেনা যে

১. ইবনে তাইমিয়া : আন্ নবুয়ত, পৃ. ৩৫৫;
২. যুবায়দী : তাজুল উরুস, ১/২২৯;
৩. আল মুনজিদ, পৃ. ২৮৪;
৪. আল মুনজিদ, পৃ. ৭৮৪;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

খবর দিতে পারে না। খবর সেই দিতে পারে যে খবর রাখে বা অবগত। যেহেতু 'নবী' শব্দটি স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য (صفت مشبه) আর এ প্রকার শব্দরূপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে স্থায়ীত্ব এবং অবিরতের অর্থ পাওয়া যাওয়া। সুতরাং 'নবী' শব্দের অর্থেও স্থায়ীত্ব ও প্রবাহমান অবিরতের অর্থ বিদ্যমান। অর্থাৎ নবী ওই মহান ব্যক্তি, যিনি নিজে সবসময় জ্ঞাত এবং অপরকে খবরদাতা।

এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, 'নবী' মানে কোন প্রকারের খবরদাতা? প্রত্যেক খবরদাতাকে কি নবী বলা যাবে? এটার উত্তর হবে- না বাচক। কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা এটা প্রমাণিত বিষয় যে, প্রত্যেক প্রকারের খবরদাতাকে (আরবীতে) 'মুখবির' (مخبر) বলা হয় কিন্তু 'নবী' বলা হয় না। 'নবী' শুধু ওই মহান ব্যক্তি যিনি গায়ব (অদৃশ্য) এর খবর দেন। আর ওটা এমন সব খবর, যেগুলো তিনি ব্যতীত অন্য কেউ দিতে পারে না। কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা এ অর্থ বুঝা যায়।

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ ﴿٤٤﴾

–(হে হাবীব) ওইগুলো গায়ব (অদৃশ্য) এর সংবাদ, যা আমি আপনার প্রতি ওহী করে থাকি।[১]

تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ ﴿٤٩﴾

–এ (বিবরণ) ওই সব গায়েব সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি আপনার প্রতি ওহী করি।[২]

أَنۢبَآء (আনবায়া) শব্দটি نَبَأ (নাবায়া)-এর বহুবচন। এটা থেকে نبي (নবী) শব্দ গঠিত। উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রেরিত ওহীকে أَنۢبَآءُ ٱلْغَيْبِ (গায়বের সংবাদসমূহ) বলে আখ্যায়িত করেছেন, সুতরাং 'ওহী' যেন অদৃশ্যের জ্ঞানের নাম। আর 'নবী' তিনি হন, যাঁকে আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন এবং তাঁর পবিত্র জবানের মাধ্যমেই লোকদের কাছে অদৃশ্যের খবরসমূহ পৌঁছে থাকে।

[১]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/৪৪;
[২]. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১/৪৯;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়্যাতের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ইলমে গায়ব (অদৃশ্যের জ্ঞান) লাভ করার সাথে সম্পৃক্ত। অদৃশ্য জ্ঞানের ধারক হওয়া ছাড়া কোন নবী, নবী হতে পারেন না।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী বেশী গায়বের সংবাদদাতা। আর এটা তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তাই কুরআন মাজীদে শুধু তাঁকেই 'নবী' ও 'রসূল' ইত্যাদি উপাধিতে সম্বোধন করা হয়েছে। অন্য কোন নবীকে নয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ 'নবী' নামটি কুরআন করীমের অনেকবার এসেছে। যেমন,

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ﴿١٥٧﴾

–এরা (ওই সব লোক) যারা ওই রসূলের অনুসরণ করে, যিনি উম্মি (লকবধারী) নবী।[১]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

–হে নবী! আপনার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং ওই সব মুসলমান, যারা আপনার অনুসরণ করেন।[২]

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ ﴿٦﴾

–এ নবী ঈমানদারদের কাছে তাদের প্রাণের চেয়েও বেশী নিকটে।[৩]

৪. কারীম (كَرِيْم) ঃ অনুগ্রহকারী, মহা দানশীল, অত্যন্ত মহৎ, সম্মানিত। এটার অর্থ এ-ও যে, সকলপ্রকার কল্যাণ ও মহত্বের পরিপূর্ণ ধারক সত্তা। অথবা ওই সত্তা যিনি নিজেকে মর্যাদা দিয়েছেন। অর্থাৎ যিনি প্রত্যেক ধরণের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ছিলেন।[৪]

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾

[১]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/১৫৭;
[২]. আল কুরআন : সূরা আনফাল, ৮/৬৪;
[৩]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩/৬;
[৪]. যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুন্নিয়্যাহ, ৪/২১১;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

–নিশ্চয় এ (কুরআন) মহা মর্যাদাবান ও সম্মানিত রসূলের (পঠিত) কালাম।[১]

উক্ত আয়াতে رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ (সম্মানিত রাসূল) মানে কারো মতে হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। আর এ অর্থই সঠিক ও আয়াতের পূর্বাপর অর্থের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। কারণ এ আয়াতের সাথে পরপরই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

–আর এটা কোন কবির কালাম নয়। (কিন্তু) তোমরা খুব কম সংখ্যকই ঈমান এনে থাক। আর এটা কোন গনকের কালাম নয়; তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।[২]

মক্কার মুশরিকগণ কবি ও গনক হওয়ার অপবাদ হযরত জিব্‌রাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর প্রতি আরোপ করতো না বরং (আল্লাহর পানাহ) হুযূর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি করে থাকতো। সুতরাং এ অর্থ নির্দিষ্ট হলো যে, আয়াতে رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে।[৩]

হযরত উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরশাদ করেন–

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيِيًّا كَرِيمًا .

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত লাজুক, মহা সম্মানিত।[৪]

১. আল কুরআন : সূরা আল হাক্কাহ, ৬৯/৪০;
২. আল কুরআন : সূরা আল হাক্কাহ, ৬৯/৪১-৪২;
৩. কাসতালানী : মাওয়াহিব ২/৩৭, যুকরানী : শরহে মাওয়াহিব, ৪/২৬৪;
৪. আহমদ : মাসনদ-ই আহমদ, ৫৪/১১০; হাকিম : আল মুসদাতরাক, ১৫/৪৯৩;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. কাসীম (قَسِيْمٌ) ঃ অথবা কাসিম (قَسِيْمٌ) উভই সমার্থক শব্দ। অর্থ, বন্টনকারী। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ ،

–নিশ্চয় আমি বন্টনকারী আর আল্লাহ দানকারী।[১]

অন্য হাদীসে আরো এরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ وَاللهُ يُعْطِي ،

–নিশ্চয় আমি বন্টনকারী এবং ভাণ্ডারওয়ালা আর আল্লাহ (আমাকে) দানকারী।

সুতরাং আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে যা কিছু দান করেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমেই বন্টন করে থাকেন।[২]

৬. জাসীম (جَسِيْمٌ) ঃ বিরাট, সুমহান, বৃহৎ। এটা আযীম (عَظِيْمٌ) শব্দের সমার্থক। যেহেতু আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরাটত্ব তেমনই যা একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে তাঁকে সবদিক দিয়ে মহান করে সৃষ্টি করেছেন। এরশাদ হচ্ছে–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

–হে রসূল! আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।[৩]

৭. বাসীম (بَسِيْمٌ) ঃ এটা بَسَمَ (বাসামা) ক্রিয়া থেকে স্থায়ী গুণবাচক বিশেষ্য (صفت مشبه)। অর্থ মৃদ বা মুচকি হাসীদানকারী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল, তিনি কখনো হা হা করে কিংবা মুখ খুলে হাসতেন না। হাসির মুহূর্তে সাধারণত তিনি মুচকি হাসি হাসতেন। যেমন, হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

১. আবুল ইয়ালা : আল মাসনাদ, ৫/২০৯, হাদীস- ৫৮২৯; তাহাভী : মাশকিলুল আসার, ২/২৮০, তাবরানী : আল মু'যামুল কাবীর, ১৯/৩২৯, হাদীস- ৭৫৫; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মাসনাদ, ২/২৩৪;
২. বোখারী : আস্ সহীহ, ১০/৩৫৫;
৩. আল কুরআন : সূরা আল কালাম, ৬৮/৪;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتّٰى أَرٰى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ ،

–আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো এভাবে (হা হা করে) হাসতে দেখেনি যে, তা মুখ গহ্বরের পূর্ণ অংশ আমার নজরে এসেছে। বরং তিনি (আনন্দ ও প্রসন্নতার মুহূর্তে) মুচকি হাসি হাসতেন।[১]

৮. ওয়াসীম (وَسِيْمٌ) ঃ সুদর্শন, সুশ্রী, সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, কমনীয়। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে সুদর্শন পুরুষ ছিলো না। তাই তিনি 'ওয়াসীম'। হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ،

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন আর তাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।[২]

[১]. মুসলিম : আস্ সহীহ, ৪/৪৩৭; বায়হাকী : আস্ সুনানুল কোবরা, ৩/৩৬০;
[২]. বোখারী : আস্ সহীহ, ১১/৩৮৪; মুসলিম : আস সহীহ, ১১/৪৯৩;

॥ দুই ॥

بَشِيْرٌ نَذِيْرٌ وَمُدَثِّرٌ ✯ رَسُوْلٌ مُبِيْنٌ رَشِيْدٌ حَلِيْم

কাসিদার এ লাইনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাতটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নামই আপন মহিমায় ভাস্কর এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি বৈশিষ্ট্যের ধারক।

১. বাশীর (بَشِيْرٌ) ঃ এটা 'বাশারাতুন' (بَشَارَةٌ) শব্দ থেকে 'ফায়ীলুন' (فَعِيْلٌ)-এর ওজনে 'মুবালাগা' (مُبَالَغَة)এর শব্দরূপ। 'বুশারা বা বিশারা'র অর্থ ভাল ও মঙ্গলজনক বিষয়ের সংবাদ দেয়া। সুতরাং 'বাশীর'-এর অর্থ হবে- সুসংবাদদাতা, আনন্দের খবরদাতা।[১]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ নামে এ জন্য ডাকা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সুসংবাদদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এরশাদ হচ্ছে–

إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿١١٩﴾

–হে হাবীব! নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহকারে সুসংবাদদাতা এবং ভয়-প্রদর্শনকারী বানিয়ে প্রেরণ করেছি।[২]

এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, লোকদেরকে নিজের এ গুণ সম্পর্কে যেন অবহিত করা হয়। এরশাদ হচ্ছে–

إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾

–(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য তাঁর (আল্লাহর) পক্ষ হতে ভয়-প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদানকারী হই।[৩]

[১]. সুয়ূতী : আর রিয়াযুল আনিকা, ১৩১;
[২]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১১৯;
[৩]. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১/২;

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

২. নাযীর (نَذِيْر) ঃ অর্থ, ভীতি প্রদর্শনকারী, সতর্ককারী। ইমাম কাযী আয়ায রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, পাপী ও অন্যায়কারীদের জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন নাযীর বা ভীতিপ্রদর্শনকারী।[১]
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ ﴿١٩﴾

–নিশ্চয় তোমাদের নিকট (শেষ) সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী এসেছেন।[২]

আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ গুণবাচক নাম দ্বারাও আহ্বান করেছেন। যেমন,

إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ ۚ ﴿١٢﴾

–(হে সম্মানিত রাসূল!) আপনি তো শুধু ভয়প্রদর্শনকারী।[৩]
পবিত্র কুরআনের নানা স্থানে এ গুণের উল্লেখ রয়েছে।

৩. মুদ্দাস্‌সির (مُدَّثِّر) ঃ এ শব্দের দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি প্রকৃত অর্থ আর অন্যটি রূপক অর্থ। প্রকৃত অর্থ হচ্ছে- বস্ত্রাচ্ছাদিত পুরুষ। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হয় তখন তিনি হেরা পর্বত থেকে ঘরে ফিরে এসে হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বললেন, আমার উপর চাদর জড়িয়ে দাও। তিনি তাই করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাদর জড়িয়ে শুয়ে থাকার এ দৃশ্য মহান রবের কাছে অপূর্ব লেগেছিল বলেই এ দৃশ্যকে চির ভাস্বর করে রাখার জন্য আল্লাহ সাথে সাথেই প্রিয় হাবীবকে এ বলে আহ্বান করলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾

–হে বস্ত্রাচ্ছাদিত (হাবীব)![৪]

এ নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মহান স্রষ্টার নিবীড় সম্পর্ককে নির্দেশ করে।

১. কাযী আয়ায : আশ শিফা, ১/৩৩৬;
২. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫/১৯;
৩. আল কুরআন : সূরা হুদ, ১১/১২;
৪. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাসীর, ৭৪/১;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কতেক আলিম এটার রূপক অর্থের বর্ণনায় বলেন, 'মুদ্দাস্‌সির' মানে কুরআনের বাহক। কেউ বলেন, নুবুয়্যাতের গুরুদায়িত্ব বহনকারী। যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক এবং নবুয়্যাত ও রিসালাতের কঠিন দায়িত্ব প্রাপ্ত সেহেতু তাঁকে এ নামে আহ্বান করা হয়।[১]

৪. রাসূল (رَسُوْل) ঃ অর্থ, প্রেরিত, আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। আভিধানিক অর্থে 'রসূল' ওই মহান ব্যক্তিকে বলে যিনি আপন প্রেরণকারীর খবরসমূহের অনুসরণ করেন।[২] অথবা আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ নবীগণ।[৩]

আযহারী বলেন, 'রাসূল' তিনিই, যিনি আপন প্রেরণকারীর সংবাদসমূহের প্রচার করেন।[৪]

শরীয়তের পরিভাষায় 'রাসূল' ওই মহান ব্যক্তিকে বলা হয় যাঁকে আল্লাহ তা'আলা নতুন শরীয়ত দিয়ে সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি লোকদেরকে তাঁর প্রতি আহ্বান করেন।[৫]

আল্লাহ তা'আলা অন্য সব নবী-রসূলের মতো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সত্তাগত নাম দ্বারা আহ্বান করেননি। বরং পুরো কুরআন শরীফে 'রাসূল' ও 'নবী' ইত্যাদির মতো উপাধি দ্বারা আপন বন্ধুকে আহ্বান করেছেন। আর এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষত্ব।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ নাম মুবারক পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে উল্লেখ রয়েছে। যেমন–

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ﴿١٤٤﴾

–আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো রসূলই।[৬]

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ ۚ ﴿٨١﴾

১. ইমাম ফাসী, মাতালিউল মুসার্‌রাত (উর্দু), পৃ. ২১১;
২. ইবনে মনজুর : লিসানুল আবর, ১১/২৮১;
৩. রাগিব : আল মুফরাদাত, পৃ. ২৫২;
৪. সুয়ূতি : আর রিয়াযুল আনিকা, পৃ. ১৬৭;
৫. কাসতালানী : মাওয়াহিব, ২/৪৭; যুরকানী : শরহে মাওয়াবি, ৪/২৮২;
৬. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১৪৪;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

–অতঃপর তোমাদের মাঝে ওই (মর্যাদাবান) রাসূল তাশরীফ এনেছেন, যিনি ওই সব কিতাবের সত্যয়নকারী যেগুলো তোমাদের সাথে আছে। অবশ্যই অবশ্যই তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে।[১]

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴿٨٠﴾

–যে রাসূলের হুকুম মানলো, নিশ্চয় যে আল্লাহরই হুকুম মানলো।[২]

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴿١٢٨﴾

–নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে (এক সম্মানিত) রাসূল তাশরীফ এনেছেন।[৩]

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴿٢٩﴾

–মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।[৪]

৫. মুবীন (مُبِيْنٌ) ঃ প্রকাশ্য, প্রকাশকারী, ব্যাখ্যাকারী। 'মুবীন' বলা হয় তাঁকে যিনি প্রত্যেক কিছুকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন।[৫] অথবা যাঁর বিষয় সুস্পষ্ট এবং যাঁর রিসালত তাঁর অবস্থানকে স্পষ্ট করে তিনি 'মুবীন'।[৬]

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণবাচক নাম হিসেবে এটা বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾

–আর বলে দিন যে, নিশ্চয় (এখন) আমিই (আল্লাহর শাস্তির) স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভীতিপ্রদর্শনকারী।[৭]

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১৪৪;
২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/৮০;
৩. আল কুরআন : আত তাওবা, ৯/১২৮;
৪. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮/২৯;
৫. যুরকানী : আল মাওয়াহিব, ৪/২১৩;
৬. সুয়ূতী : আর রিয়াযুল আনিকা, পৃ. ২৩৩;
৭. আল কুরআন : সূরা হিজর, ১৫/৮৯;

বলুন! হে লোকসকল! আমি তো শুধু তোমাদের জন্য (আল্লাহর শাস্তির) স্পষ্ট ও প্রকাশ্য ভয়প্রদর্শনকারী।[১]

حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾

–এমন কি তাদের কাছে সত্য (কুরআন) এবং স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাকারী রাসূল এসেছে।[২]

৬. রাশীদ (رَشِيْدٌ) ঃ বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন, সুবোধ, সরল ও সত্য পথের প্রদর্শক। সত্য পথে আনয়নকারী। সঠিক পথে পরিচালনাকারী।[৩]

হযরত আবু তালিব হুযূরের প্রশংসায় বলেন,

حَلِيمٌ رَشِيدٌ عَادِلٌ غَيْرُ طَائِشٍ ... يُوَالِي إِلَاهًا لَيْسَ عَنْهُ بِغَافِلِ

–তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহিষ্ণু, সঠিক পথপ্রদানকারী, ন্যায়বিচারক, রাগহীন। আর ওই আল্লাহর সাথে ভালবাসাকারী যিনি তাঁর সম্পর্কে গাফিল নন।[৪]

হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুযূরের রওযা শরীফকে লক্ষ্য করে বলেন-

فَبُوْرِكْتَ يَا قَبْرَ الرَّسُوْلِ وَبُوْرِكْتَ
بِلَادَ ثَوَى فِيْهَا الرَّشْدُ الْمُسَدَّدُ

–হে রসূলের কবর শরীফ। তুমি বরকতময় হয়েছো এবং ওই নগরী বরকতমণ্ডিত হয়েছে- যার মধ্যে হেদায়ত (সঠিক পথ) দানকারী এবং সঠিক পথে পরিচালনাকারী (রাসূল) শায়িত আছেন।[৫]

হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, সূরা আবাসা (৮০নং সূরা) অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন–

১. আল কুরআন : সূরা হজ্ব, ২২/৪৯;
২. আল কুরআন : সূরা আয যুখরুফ, ৪৩/২৯;
৩. যুরকানী : শরহে মাওয়াহিব, ৪/১৯৪;
৪. ইবনে হিশাম : সিরাত, ২/২১৫;
৫. দিওয়ান-ই হাস্‌সান, পৃ. ৬১;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

يَا رَسُولَ اللهِ أَرْشِدْنِي،

–ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে সত্য ও সঠিক পথ দেখান।[১]

৭. হালীম (حَلِيْمٌ) ঃ পরম সহনশীল। সহিষ্ণুতা উন্নত চারিত্রিক গুণ। আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে যাবতীয় উন্নত চারিত্রিক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। সহিষ্ণুতার চরম বিকাশ ঘটেছিল হুযূরের উন্নত চরিত্রের মধ্যে। তাইতো তিনি 'হালীম' (পরম সহিষ্ণু)। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্‌যা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَحْلَمِ النَّاسِ وَاَصْبَرِهِمْ وَاَكْظَمِهِمْ لِلْغَيْظِ،

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সহিষ্ণুতাপরায়ণ, সর্বাধিক ধৈর্য্যশীল ও সর্বাধিক ক্রোধ সম্বরণকারী।[২]

---

[১]. কুরতুবী : তাফসীর-ই কুরতুবী, ১৯/২১২; তিরমিযী : আস্ সুনান, ১১/১৫৭;
[২]. ইসপাহানী : আখলাকুন্ নবী, পৃ. ১১৮;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ তিন ॥

وَطه وَيسِيْنٌ مُزَّمِّلٌ ★ نَجِيٌّ الِاٰلهِ بِصَوْتٍ رَخِيْمٍ

কাসীদার এ ছত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ৪টি নাম মুবারক উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে। যেমন–

১. ত্বোয়াহা (طه) ঃ এ শব্দ পবিত্র কুরআনের 'বিচ্ছিন্ন অক্ষর' (حرف مقطعات) এর অন্তর্ভুক্ত। আলিমগণ এটাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নামের মধ্যে গণনা করেছেন।[১]

আবূ ইয়াহ্‌ইয়া তামীমীর বর্ণনায় আছে যে, ত্বোয়াহা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণবাচক নাম।[২]

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

طه ۝ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰٓ ۝

–ত্বোয়াহা (হে মাহ্‌বুব) আমি আপনার উপর কুরআন এ জন্য অবতীর্ণ করেনি যে, আপনি কষ্টে পড়বেন।[৩]

পবিত্র কুরআন যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপরই অবতীর্ণ হয়েছে, সেহেতু 'ত্বোয়াহা' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই নাম।[৪]

আল্লামা ইসমাঈল হক্‌কী, তাফসীরে রুহুল বয়ানের ৫ম খণ্ডের ৩৬১ ও ৩৬২ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, উক্ত আয়াতে 'আপনার উপর' (عَلَيْكَ) সম্বোধন দ্বারা বুঝা যায়, 'ত্বোয়াহা' শব্দের পূর্বে আহ্বান নির্দেশক অব্যয় 'ইয়া' (يا) উহ্য রয়েছে। এটা মূলত اَيْ طه (আয় ত্বোয়াহা) যার অর্থ হচ্ছে 'হে প্রিয় ত্বোয়াহা'।

তিনি আরো লিখেছেন–

---

[১]. যুরকানী : মাওয়াহিব, ৪/২০৩; কাযী আয়ায : আশ শিফা, ১/৩৩৩;
[২]. আজরী আশ্ শরীয়ত, পৃ. ৪৬৩;
[৩]. আল কুরআন : সূরা ত্বোয়া-হা, ২০/১-২;
[৪]. বায়হাকী : দালাইলুন নবুয়্যাত, ১/১৬০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ত্বোয়াহা (طه) শব্দের অক্ষর পৃথক পৃথক করে এ ব্যাখ্যা করা যায় যে। যেমন, طاء (ত্বোয়া) মানে طَالِبُ الشَّفَاعَةِ لِلنَّاسِ (লোকদের জন্য শাফায়াত প্রার্থনাকারী) আর هاء(হা) মানে هَادِيُ الْبَشَرِ (সমস্ত মানুষকে হিদায়ত দানকারী)।

হুযূর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত দিবসে সমস্ত লোকের জন্য শাফায়াত করবেন এবং সকল মানব-দানবকে তিনি সৎপথ প্রদর্শনকারী, তাই তিনি 'ত্বোয়াহা'। অথবা 'ত্বোয়াহা' (طه) এ অর্থেও ব্যবহার হয় যে, 'ত্বোয়া' মানে সমস্ত গুণাহ থেকে পুতঃপবিত্র আর 'হা' মানে সমস্ত অদৃশ্যের ধারকের মারিফত দানকারী।

উক্ত অর্থের ভিত্তিতে এ নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কারণ তিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি এবং প্রত্যেক প্রকারের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র। আর তিনি মহান স্রষ্টার মারিফত প্রদানে লোকদেরকে পথপ্রদর্শনও করে থাকেন। তাই তিনি 'ত্বোয়াহা'।

কতেক তাফসীরে এ-ও রয়েছে যে, সংখ্যাবিজ্ঞান মতে طاء (ত্বোয়া)-এর স্থানীয় মান ৯ (নয়) আর هاء 'হা' এর মান ৫ (পাঁচ)। উভয়ের সমষ্টি হচ্ছে ১৪ (চৌদ্দ)। আর চন্দ্র পরিপূর্ণ হতে সময় লাগে ১৪ দিন। ১৪ দিবসের চাঁদকে আরবীতে 'বদর' বলা হয়। সুতরাং যেনো এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুকে অত্যন্ত প্রিয় ভঙ্গিতে এভাবে সম্বোধন করেছেন যে, 'হে পূর্ণিমার চাঁদ'। আর পূর্ণিমার চাঁদ দ্বারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ মর্যাদা ও মহত্বের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

২. ইয়াসীন (يٰسٓ) ঃ এটাও পবিত্র কুরআনের 'বিচ্ছিন্ন হফরগুলো' ((حروف مقطعات))-এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত সা'ঈদ ইবনে বুজায়র রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, 'ইয়াসীন' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নামসমূহের মধ্যে একটি নাম।[১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, 'ইয়াছিন' (يٰسٓ) মানে 'হে ইনসানে

[১]. কুরতুবী : আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, ১৫/৪;

কামিল।' আর ইনসানে কামিল (পরিপূর্ণ মানব) হলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[১]

ইমাম রাযী বলেন, 'ইয়াসীন' (يٰسٓ) দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। যা পরবর্তী আয়াতে اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (নিশ্চয় আপনি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত) এর সম্বোধনবাচক অক্ষার 'কাফ' (ك) দ্বারা বুঝা যায়।[২]

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী হযরত আবু বকর ওয়ার্‌রাকের সূত্রে লিখেছেন যে, 'ইয়াসীন' মানে يَا سَيِّدَ الْبَشَرِ (হে মানবকুল সরদার)। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে 'ইয়া সায়্যিদাল বশর' বলে আহ্বান করেছেন।[৩]

হুযূর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

اِنَّ اللهَ سَمَّانِيْ بِسَبْعَةِ اَسْمَاءٍ مُحَمَّدٌ وَاَحْمَدُ وَطه ويس وَالْمُزَّمِّلُ وَالْمُدَّثِّرُ وَعَبْدُ الله ،

–নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমার সাতটি নাম রেখেছেন- মুহাম্মদ, আহমদ, ত্বোয়াহা, ইয়াসীন, মুয্‌যাম্মিল, মুদ্দাস্‌সির ও আবদুল্লাহ।[৪]

৩. মুয্‌যাম্মিল (مُزَّمِّلُ) ঃ মাওয়ারাদী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : « إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّانِي فِي الْقُرآنِ بِسَبْعَةِ أَسْمَاءَ : مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ وَطه وَيس وَالْمُزَّمِّلِ وَالْمُدَّثِّرِ وَعَبدَ الله ،

–তিনি হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে আমার সাতটি নাম উল্লেখ করেছেন, (তা হচ্ছে) মুহাম্মদ, আহমদ, ত্বোয়াহা, ইয়াসীন, মুয্‌যাম্মিল, মুদ্দাস্‌সির ও আবদুল্লাহ।[৫]

[১]. পূর্বোক্ত ৫/৪-৫;
[২]. ইমাম রাযী : তাফসীরে কাবীর, ২৬/৪০;
[৩]. কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী : তাফসীরে মাযহারী, ৮/৭০-৭১;
[৪]. হক্কী :তাফসীর-ই হক্কী, ১১/৩০৭; কুরতুবী : তাফসীর-ই কুরতুবী, ১৫/৫;
[৫]. নাসাফী : তাফসীর-ই নাসাফী, ৩/১৭৩; কুরতুবী : তাফসীর-ই কুরতুবী, ১৫/৫;

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে আহ্বান করেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾

–হে বস্ত্রাবৃতকারী (হাবীব)![১]

ইব্রাহীম নাখঈ বলেন, এ ভালবাসা পূর্ণ নাম আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এজন্য প্রদান করেছেন যে, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হচ্ছিলো তখন তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিলেন।[২]

আল্লাহ তা'আলার নিকট হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিটি কাজই পছন্দনীয়। এ নামও তাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলার গভীর ভালবাসার পরিচায়ক।

৪. নাজিয়ুল্লাহ (نَجِيُّ اللهِ) ঃ 'নাজিয়ুন' শব্দের অর্থ, গোপনে কথা বলা; রহস্যপূর্ণ কথা বলা। এটা একবচন ও বহুবচন উভয় ব্যবহার হয়।[৩]

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ–

وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

–আর গোপন ও রহস্যের কথা বলার জন্য আমি তাঁকে (বিশেষ) নৈকট্য দান করেছি।[৪]

فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّا ۖ ﴿٨٠﴾

–অতঃপর যখন তারা ইউসুফ থেকে নিরাশ হয়ে যায় তখন তারা পৃথক হয়ে (পরস্পর) কানাকানি (গোপনভাবে কথা বলা) করতে লাগলো।[৫]

আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম সাথে একান্তে গোপন আলাপ করেছিলেন বলে তিনি 'নাজিয়ুল্লাহ' (আল্লাহর সাথে গোপনে আলাপকারী)। সুতরাং এ নামে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষত্ব কোথায়? কারণ, এ গুণবাচক নামে তো হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকেও ডাকা হয়।

১. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাস্সীর, ৭৩/১;
২. ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৪/৪৩৪;
৩. রাগিব ইস্পাহানী, আল মুফরাদাত, ৭৯৩;
৪. আল কুরআন : সূরা মরিয়ম, ১৯/৫২;
৫. আল কুরআন : সূরা ইউসুফ, ১২/৮০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এটার উত্তর হচ্ছে- ওহী হচ্ছে একান্ত গোপনে আলাপ করা বা গোপনে জানিয়ে দেয়ার নাম। ওহী নাযিলের যতো সব পদ্ধতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তা অন্য কোন নবী-রসূলের জন্য ছিল না। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম কে আল্লাহ তা'আলা তুর পাহাড়ে ডেকে নিয়ে গোপন আলাপ করেছিলেন বলে তিনি 'নাজিয়ল্লাহ', পক্ষান্তরে মিরাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আও আদনা'- (লা-মাকান) নিয়ে গিয়ে একান্ত গোপন আলাপ করেছেন। এ পবিত্র কুরআনে এ বিশেষ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে,

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾

–অতঃপর (আল্লাহ তা'আলা বিনা মাধ্যমে) আপন প্রিয় বান্দাকে যা ওহী করার ছিলো ওহী করলেন (যা দেওয়ার ছিলো দিয়েছেন এবং যা বলার ছিলো বলেছেন)।[১]

সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তাই 'নাজিয়ুল্লাহ' নামের আসল ধারক ও বাহক।

১. আল কুরআন : সূরা আন নজম, ৩৫/১০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ চার ॥

سِرَاجٌ مُنِيْرٌ كَشَمْشِ الضُّحي ☆ وَخَيْرُ الْبَرَايَا وَنُوْرٌ قَدِيْم

কাসীদার এ ছত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ৫টি মুবারক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করে। যেমন–

১. সিরাজ (سِرَاجٌ) ঃ অর্থ প্রদীপ। এটা 'মিসবাহ' (مِصْبَاحٌ) শব্দের সমার্থক। অর্থ হচ্ছে, সলিতায় আগুন ধরিয়ে তার থেকে আলো অর্জন করা। তাই চাঁদ, সূর্য এবং প্রত্যেক আলো দানকারী বস্তুকে রূপকভাবে 'সিরাজ' বলা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যও এ নামটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, সর্বপ্রকার মুর্খতার অন্ধকার থেকে মুক্তির জন্য তাঁর থেকেই আলো অর্জন করা হয় এবং তাঁর নূর দ্বারাই অন্ধকার হৃদয় আলোকিত হয়।[১]

কাযী আবূ বকর ইবনে আরবী বলেন, আলিমগণ বলেছেন যে, 'হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'সিরাজ' এজন্য বলা হয়েছে, একটি প্রদীপ (ছেরাগ) থেকে অসংখ্য প্রদীপ জ্বালানো সত্ত্বেও প্রথম প্রদীপের আলোতে যেমন কোন কমতি হয় না তেমনি সৃষ্টিরজগতের রূশদ ও হেদায়তের সমস্ত প্রদীপ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে প্রদীপ থেকে আলোকিত হয়েছে এবং হচ্ছে, তা' সত্ত্বেও তাঁর আলোতে কোন কমতি হয়নি।[২]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, 'সিরাজ' মানে প্রদীপ না নিয়ে 'সূর্য' অর্থ নেওয়াই উত্তম। কারণ, আলো অর্জনে এক প্রদীপ অন্য প্রদীপের মুখাপেক্ষী হয়। কিন্তু স্থায়ীত্বে মুখাপেক্ষী হয় না। প্রথম প্রদীপ নিভিয়ে দিলেও দ্বিতীয় প্রদীপের আলোতে কোন পার্থক্য পড়ে না। আলোকিত হওয়ার পর দ্বিতীয় প্রদীপের, প্রথম প্রদীপের কোন সাহায্য প্রয়োজন পড়ে না। তা'ছাড়া আলোকিত হবার পর সব প্রদীপই সমান মনে হয়। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই রকম 'সিরাজ' (প্রদীপ) নয়, বরং সৃষ্টি জগত যেভাবে প্রথম অস্থিত্ব লাভের মুহূর্তে তাঁর মুখাপেক্ষী ছিল, তিনি না হলে কিছুই হতো না, প্রত্যেক কিছুই স্থায়ীত্ব লাভে তাঁর অধীনস্থ, মাঝখান থেকে তাঁর সম্পর্ক তুলে

[১]. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসাররাত (উর্দূ), পৃ. ২২৪;
[২]. সালিহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৪৬৯;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিলে সৃষ্টিজগত মুহূর্তেই বিলীন হয়ে যাবে। সৃষ্টিজগত অস্থিত্ব লাভের প্রারম্ভে তাঁর থেকে আলোকিত হয়েছে, পরবর্তী অস্থিত্বের প্রতিটি মুহূর্তও তাঁর সাহায্য দ্বারা ধন্য হতে থাকবে। সৃষ্টিকুলে কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।[১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

–হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী করে প্রেরণ করেছি। আর আপনাকে আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী এবং সিরাজুম মুনীর (আলোকিত প্রদীপ) করে পাঠিয়েছি।[২]

২. মুনীর (مُنِيْرٌ) ঃ অর্থ উজ্জ্বল, আলোকিত, আলোকদানকারী। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি আল্লাহর আলোতে আলোকিত। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তাঁর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর নূর থেকেই সকল কিছু সৃষ্টি করা হয়।

৩. সিরাজুম্মুনীর (سِرَاجٌ مُنِيْرٌ) ঃ 'সিরাজ' ও 'মুনীর' পৃথকভাবে দু'টি নাম। যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আবার 'মুনীর' শব্দকে যদি 'সিরাজ' শব্দের গুণ (صفت) ধরা হয় তবে উভয় শব্দ মিলে একটি পৃথক নামে পরিণত হয়। তখন অর্থ হবে- এমন উজ্জ্বল সূর্য, যার আলোতে দাহ ও তাপ নেই। ঠিক দুপুর বেলার সূর্যের মতো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় না। বরং মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো উজ্জ্বল ও সহনশীল। দ্বিপ্রহরের সূর্যের আলোর সব সময় দরকার পড়ে না। ওই সময় মানুষ সূর্যের তাপদাহ থেকে বাচার জন্য ঘরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মধ্যহ্ন সূর্যরূপী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হেদায়তের আলো মানবজীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন পড়ে। তাঁর হেদায়তের আলো থেকে মুহূর্তের জন্য পলায়ন মুনাফেকীর ও ধর্মহীনতার নামান্তর। তাই তিনি 'সিরাজুম মুনীর' (প্রদীপ্ত সূর্য)।

[১]. ইমাম আহমদর রেযা খান ঃ সিলাতুল সাফা ফী নুরুল মোস্তফা, পৃ. ১০;
[২]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩/৪৫-৪৬;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪. খায়রুল বারায়া (خَيْرُ الْبَرَايَا) ঃ অর্থ– সর্বোত্তম সৃষ্টি। হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَهُ بَعْضُ مَا يَقُوْلُ النَّاسِ ، فَصَعَدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : « مَنْ أَنَا » ؟ قَالُوْا : أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ . قَالَ : « أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ . إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِ خَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ ، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِ فِرْقَةٍ ، وَجَعَلَهُمْ قَبَائِلَ ، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ قَبِيْلَةً ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوْتًا ، فَجَعَلَنِيْ فِيْ خَيْرِهِمْ بَيْتًا ؛ فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا ، وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا ،

–রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু লোকের সমালোচনার খবর পৌঁছলে তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন আর জিজ্ঞেস করলেন, (তোমরা কি জান) আমি কে? সাহাবা কিরাম আরয করলেন, আপনি আল্লাহর রসূল। হুযূর এরশাদ করলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। নিশ্চয় আল্লাহ সৃষ্টিজগত সৃজন করলেন। আর আমাকে সৃষ্টির সর্বোত্তমদের (আদমজাতির) অন্তর্ভুক্ত করলেন। অতঃপর সৃষ্টিজগত (আদমজাতিকে) দু'দলে (আরব ও অনারব) এ (ভাগ) করলেন। আর আমাকে তাদের সর্বোত্তম দল (আরবে) অন্তর্ভুক্ত করলেন। অতঃপর গোত্র সৃষ্টি করলেন আর আমাকে সর্বোত্তম গোত্রে অন্তর্ভুক্ত করলেন। অতঃপর উহাকে বিভিন্ন বংশ (খান্দানে বিভক্ত) করলেন। আর আমাকে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম খান্দানে (অন্তর্ভুক্ত) করলেন। সুতরাং আমি বংশ ও ব্যক্তি উভয় দিক দিয়ে তোমাদের থেকে উত্তম।[১]

৫. 'নুরুন' (نُوْرٌ) ঃ অর্থ নূর। যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ও ইমামগণ এটাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র নাম বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন–

[১]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ১/২০১; বায়হাকী : দালাইলুন নবুয়াত, ১/১৩২; সুয়ূতী : আল জামিউস সগীর, ১/১০৮; সুয়ূতী : আদ্দুররুল মনসুর;

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾

–নিশ্চয় তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সম্মানিত নূর এসেছে এবং এক উজ্জ্বল কিতাব।[১]

এ পবিত্র আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নূর' হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তাফসীরে ইবনে আব্বাসে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে–

[قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ] رسول يعني محمداً [وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ،

–নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহর নূর অর্থাৎ রসূল হযরত মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাশরীফ এনেছেন।[২]

আয়াতে বর্ণিত 'নূর' দ্বারা যেমন হিদায়তের নূর বুঝায়, তেমনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিগত ও সত্তাগত নূর হওয়াও বুঝায়। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে লক্ষ করে এরশাদ করেছেন–

إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ نُوْرِهِ ،

–নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টিজগতের পূর্বে তোমার নবীর নূরকে আপন নূর থেকে সৃজন করেছেন।[৩]

এতে বুঝা গেলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্তাগত ও সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর সর্বপ্রথম সৃষ্টি ও নূর। আর এটার উপরই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইমামের ঐক্যমত (إجماع) প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রকৃত ও সৃষ্টিগত নূর হওয়াকে অস্বীকার করা গোমরাহী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওই প্রকৃত ও সৃষ্টিগত নূর হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেই এখানে 'নুরুন্ কাদীম' (আদি নূর) বলা হয়েছে।

[১]. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫/১৫;
[২]. ইবনে আব্বাস : তাফসীর-ই মিকবাস, ১/১১৮;
[৩]. কাসতালানী : আল মাওয়াহিব, ১/৫১; যুরকানী : শরহে মাওয়াহিব, ১/৮৯-৯১;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ পাঁচ ॥

وَمَوْلَي الْوَرِي رَحْمَةُ الْعَالَمِيْنَ ☆ ثِمَالُ الْيَتِيْمِ وَمَاْوِي الْعَدِيْمِ

কাসীদার এ লাইনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নামই 'সীরাত-ই রসূল' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি অধ্যায় এবং তাঁর অনন্য বৈশিষ্টের ধারক ও বাহক।

১. মাওলা (مَوْلٰي) ঃ এ নাম পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এটা অনেক অর্থকে ধারণ করে। যেমন, লালন-পালনকারী, মালিক, প্রধান, নিয়ামত প্রদানকারী, আযাদকারী, বন্ধু, সাহায্যকারী, ভালবাসা প্রদর্শনকারী, অনুসরণকারী, প্রতিবেশী, চাচত ভাই, সাথী, চুক্তিকারী, আত্মীয়, বান্দা, আযাদকৃত, নিয়ামতপ্রাপ্ত। ওই অর্থগুলোর বেশীভাগ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 'মাওলা' শব্দের সম্বন্ধকৃত (مضاف اليه) দ্বারা জানা যাবে যে, হাদীসে এ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

এ শব্দের মূলধাতুও (مَصْدَرٌ) বিভিন্ন হয়ে থাকে। যদি واو (ওয়াও) অক্ষরে 'যবর' যোগে وَلَايَةٌ পড়া হয় তখন অর্থ হবে, বংশীয় অভিভাকত্বে, সাহায্যকারী, আযাদকারী। আর যদি واو (ওয়াও) অক্ষরে যের যোগে وِلَايَةٌ পড়া হয় তখন অর্থ হবে, রাজত্ব। আর যদি মূলধাতু وَلَاءٌ হয়, তবে অর্থ হবে, আযাদকৃত। এটা হতে مُوَالَاةٌ শব্দ নির্গত। অর্থ সম্প্রদায়কে সাহায্য করা।[২]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তায় উপরিউক্ত সকল অর্থ কোন না কোনভাবে বিদ্যমান। ইমাম সুয়ূতী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম হিসেবে এখানে 'মাওলা'র অর্থ মালিক, নিয়ামত দানকারী, সাহায্যকারী, ভালবাসা প্রদর্শনকারী তাঁর মহত্ব প্রকাশে বেশ উপযোগী।[৩]

---

[১]. ইবনে আসীর : আন্ নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার, ৫/২২৮; সুয়ূতী : আর রওয়াতুল আনিকা ফী শরহি আসমাইল মোস্তফা, পৃ. ২৫৭;
[২]. ইবনে আসীর : আন্ নিহায়া, ৫/২২৮;
[৩]. সুয়ূতী : আর রওযাতুল আনিকা ফী শরহি আসমাইল মোস্তফা, পৃ. ২৫৭;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইবনে আসীর 'আন্ নিহায়া' ফী গারীবিল হাদীস ওয়াল আসার' এর ২য় খণ্ডের ২২৮) পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, নিম্নোক্ত হাদীস শরীফে 'মাওলা' শব্দের উপরিউক্ত অধিকাংশ অর্থই পাওয়া যায়। এরশাদ হচ্ছে–

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

–যার আমি 'মাওলা' আলীও তার মাওলা।[১]

হযরত মিকদাস কিনদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه ،

–আমি প্রত্যেক মুমিনের তার প্রাণের চেয়েও বেশী মালিক। সুতরাং যে কেউ কর্জ অথবা (নিঃস্ব - অসহায়) সন্তান-সন্ততি রেখে মৃত্যুবরণ করে, তবে (তার কর্জ পরিশোধ এবং পরিবার-পরিজনের প্রতিপালন) আমার দায়িত্ব। আর যে সম্পদ রেখে যায় তবে তা তার উত্তরাধিকারের জন্য। যার কোন ওয়ালী (ওয়ারিস) নেই, তার ওয়ালি (ওয়ারিস) আমিই। [আমি তার পরিত্যক্ত সম্পদ নেবো এবং বন্দীদেরকে ছাড়িয়ে নেবে।][২]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন,

اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَه ،

–আল্লাহ ও তাঁর রসূল ওই ব্যক্তির মাওলা (অভিভাবক) যার মাওলা নেই।[৩]

২. রাহমাতুল্লিল আলামীন (رَحْمَةُ الْعَالَمِيْنَ) ঃ অর্থ– সৃষ্টিকুলের রহমত। আল্লাহ তা'আলা হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ১২/১৭৫; তাবরিযী : মিশকাত, باب مناقب قـــريش, পৃ. ৩২৮; তাবরানী : মসনাদ : ৬/২৮৭;
[২]. আবূ দাউদ : আস্ সুনান, كتاب الفـــرائض, ৩/৪৯, হাদীস : ২৯০০; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মসনাদ, ৪/১৩৩; বায়হাকী : আস সুনানুল কুব্‌রা, ৬/২১৪, হাদীস : ২৪৩;
[৩]. তিরমিযী : আল জামি, ابواب الفرائض, ৩/৬০৭, হাদীস : ২১০৩; ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, كتاب الفرائض ৩/৩৩৩, হাদীস : ২৭৩৭;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾

–আর (হে সম্মানিত রসূল) আমি আপনাকে সমস্ত জাহানের রহমত করেই প্রেরণ করেছি।[১]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, যখন কাফির-মুশরিকদের বাড়াবাড়ি চরমে পৌছে তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করা হলো যে, তাদের বিরুদ্ধে দোয়া করুন! এতে তিনি এরশাদ করলেন–

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً ،

–আমাকে অভিসম্পাতকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়নি, (বরং) আমাকে (পুরোপুরি) রহমত করে পাঠানো হয়েছে।[২]

৩. ছিমালুল ইয়াতীম (ثِمَالُ الْيَتِيْمِ) ঃ এতিম (অনাথ) এর সহায়।

৪. মা-ওয়াল আদীম (مَأْوِي الْعَدِيْمِ) ঃ নিঃস্বদের আশ্রয়স্থল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র জীবনে এ দু'টি গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তিনি এতিম-অনাথের সহায়, দরিদ্র মানুষের দুঃখের সাথী। 'ওয়ালী' নামের ব্যাখ্যায় এতদ সম্পর্কিত বর্ণনা আলোচনা করা হয়েছে। হযরত আবূ তালিব হুযূরের এ অনন্য চরিত্রের চিত্রাংকন করতে গিয়ে হুযূর শানে পঠিত তাঁর এক কাসীদায় বলেছেন–

وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ☆ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ ،

–তিনি (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট, যাঁর দীপ্ত চেহারার অসিলায় (আল্লাহর কাছে) বৃষ্টির প্রার্থনা করা হয়। তিনি অনাথদের সহায় এবং বিধবাদের সাহায্যকারী।[৩]

[১]. আল কুরআন : সূরা আম্বিয়া, ২১/১০৭;

[২]. মুসলিম : আস্ সহীহ, باب النهي عن لعن الدواب, ১২/৪৯৪, হাদীস : ৪৭০৪; আবূল ইয়ালা : আল মাসনাদ, ১১/৩৫, হাদীস : ৬১৭৪, তাবরানী : আল মু'জামুল আওসাত, ৩/২২৩, হাদীস : ২৯৮১; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ২/১৪৪, হাদীস নং ১৪০৩, যাহভী : সিয়ারু আ'লামুন নুবালা, ১/২৪;

[৩]. বোখারী : আস সাহীহ, كتاب الاستسقاء, ৪/৯৮, হাদীস : ৯৫৩;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ ছয় ॥

دَلِيْلٌ إِلَى الْخَيْرِ دَارُ الْحِكَمِ ☆ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ خَبِيْرٌ عَلِيْمٌ

কাসীদার এ চরণে ৬টি বরকতময় নাম বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি স্বতন্ত্র গুণের প্রতি নির্দেশ করে। প্রতিটি নামই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মাঝে অতুলনীয় ও অনন্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন–

১. দালীলুল খায়রাত (دَلِيْلٌ الْخَيْرَات) ঃ অর্থ কল্যাণের পথপ্রদর্শক এবং কল্যাণ পর্যন্ত পৌছিয়ে দিতে সক্ষম। প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে তাঁর গাইডলাইন অপরিহার্য। হুযূরের গাইডলাইনের অনুসরণ ছাড়া প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌছা অসম্ভব। তাই শরীয়ত, তরীকত, হাকীকতের মর্যাদার প্রতিটি স্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গাইডলাইন আবশ্যক। তাঁর নির্দেশিত পথের অনুসরণ করা ছাড়া কেউ সত্যের সন্ধান লাভ করেছে বলে দাবী করলে তা হবে নিছক ভণ্ডামী ও শয়তানী। তাই তিনি 'দালীলুল খায়রাত' বা সর্ব প্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের পথপ্রদর্শক।

২. দারুল হিকম (دَارُ الْحِكَم) ঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا ،

–আমি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার আর আলী উহার দ্বার।[১]

৩. সামীয়ূন (سَمِيْعٌ) ঃ মহা শ্রবণকারী।

৪. বাসীর (بَصِيْرٌ) ঃ দ্রষ্টা।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে–

فَجَعَلۡنَٰهُ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٢﴾

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ১২/১৮৬; তাবরিযী : মিশকাত, باب مناقب قريش, পৃ. ৩২৯; তাবরান : তুযহীবুল আসার, ৪/১২৩;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

–আমি (আল্লাহ) তাকে সামী '(মহান শ্রবণকারী) ও বাসীর (দ্রষ্টা) করেছি।[১]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে চোখ দিয়ে স্বয়ং স্রষ্টাকে দেখেছেন এবং যে কান দিয়ে তাঁর কথা শুনেছেন ওই দেখার ও শোনার কী মহান মর্যাদা হতে পারে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

৫. খাবীর (خَبِيْرٌ) ঃ সম্যক অবহিত, গোপন বিষয়ে অবগত। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ۝

–তুমি (তাঁর কাছে) জিজ্ঞেস কর, তিনি এ ব্যাপারে সম্যক অবহিত।[২]

৬. আলীম (عَلِيْمٌ) মহাজ্ঞানী ঃ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মহাজ্ঞানী হচ্ছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই তাঁকে 'আলীম' নামেও ডাকা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

–আর (হে হাবীব) আমি আপনাকে জানিয়েছি যা কিছু আপনি জানতেন না। (অর্থাৎ সবকিছু আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন) আর আপনার উপর আল্লাহর মহান দয়া রয়েছে।[৩]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

أُوْتِيَ عِلْمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ ،

–আমাকে সৃষ্টির পূর্বাপর জ্ঞান করা হয়েছে।[৪]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির মাঝে মহা জ্ঞানী হওয়ায় আমরা তাঁকে 'আলীম' নামেও ডাকি। আল্লাহ তা'আলা হুযূরের এসব নামের অসিলায় আমাদেরকে ইলম ও হিকমত দান করুন। আমীন!

১. আল কুরআন : সূরা দাহর, ৭৬/২;
২. আল কুরআন : সূরা ফুরকান, ২৫/৫৯;
৩. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/১১৩;
৪. হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ১/২৭;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ সাত ॥

وَعَبْدٌ شَكُوْرٌ صَبُوْرٌ هَجُوْد ★ سَعِيْدٌ سَدِيْدٌ حَمِيْدٌ حَكِيْمٌ

কাসীদার এ লাইনে ৮টি নাম মুবারক রয়েছে। প্রতিটি নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফযীলত ও কামালতের দর্পণ স্বরূপ। প্রতিটি নামই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. আব্দ (عَبْد) বা আবদুল্লাহ (عَبْدُ اللهِ) ঃ অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বান্দা। হযরত আবূ যাকারিয়া বর্ণনা করেন যে, পবিত্র কুরআনে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাঁচটি নাম রয়েছে, তা' হচ্ছে মুহাম্মদ, আহমদ, আবদুল্লাহ, ত্বোয়াহা ও ইয়াসীন।[১]

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম এভাবে উল্লেখ করেছেন যে,

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۝

–আর যখন আল্লাহর (প্রিয় মাহবুব) বান্দা (মুহাম্মদ) তাঁর ইবাদতের জন্য দাঁড়ান (আর কুরআন তিলাওয়াত করেন) তখন লোকেরা তাঁর কাছে ভীড় জমায়।[২]

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

أَشْهَدُ أَنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ،

–আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।[৩]

উল্লেখ্য যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আমরা উভয়ই আল্লাহর বান্দা হওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান বিদ্যমান। প্রিয় রসূল আল্লাহর এমন সম্মানিত বান্দা স্বয়ং স্রষ্টা যাঁর দৃষ্টি কামনা করেন, যাঁর খাতিরে সবকিছু সৃজন

১. বায়হাকী : দালাইলুন নবুয়ত, ১/১০৯;
২. আল কুরআন : সূরা জ্বীন, ৭২/১৯;
৩. বোখারী : আস্ সহীহ, ১০/২৮৩; মুসলিম : আস্ সহীহ, ১/২৮৬; তাবরিযী : মিশকাত, باب فضائل سيد...., পৃ. ২৮১; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মাসনাদ, ২/৩০৯;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করেছেন। সুতরাং বান্দা হওয়ার দিক দিয়েও রসূলকে নিজেদের সাথে তুলনা করা চরম বেয়াদবী ও গোমরাহী।

২. শাকূর (شَكُوْرٌ) ঃ এটা 'মুবালাগা' (مُبَالَغَةٌ)'র শব্দরূপ। অর্থ– অত্যধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।[১]

হযরত মুগীরা থেকে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রাতের বেলায়) নামাযে এতো দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন যার কারণে তাঁর পা মোবারকের গোছা ফুলে যেতো। এ ব্যাপারে আরয করা হলে তিনি এরশাদ করলেন,

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا،

–আমি কি (আপন রবের) কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না।[২]

৩. সাবূর (صَبُوْرٌ) ঃ অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, সহনশীল। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন,

فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا۟ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴿٣٥﴾

–অতএব (হে হাবীব) আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।[৩]

সকল ধৈর্যশীল বান্দার ধৈর্য থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধৈর্যের পাল্লা অত্যন্ত ভারী হবে। পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্টার আন্দোলনে কাফির-মুনাফিকদের অত্যাচার-অবিচারের প্রতিরোধে তাঁর সহনশীলতার গুণ অতুলনীয়। তাই আমরা তাঁকে ডাকি 'ইয়া সাবূর' সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

১. যুরকানী : শহরে মাওয়াহিবুল লাদুন্নীয়া, ৪/১৯০;
২. বোখারী : আস্ সহীহ, باب قيام النبي صلي الله تعالي عليه وسلم, ৪/২৯২, হাদীস : ১০৬২; মুসলিম : আস্ সহীহ, باب اكثار الاعمال, ১৩/৪৪০, হাদীস : ৫০৪৪;
৩. আল কুরআন : সূরা আহকাফ, ৪৬/৩৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪. হাজূদ (هَجُوْدٌ) ঃ অর্থ– তাহাজ্জুদগুজার বান্দা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

–আর (হে হাবীব) রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদ কায়েম করুন। এটি আপনার জন্য নফল। অতিশয় আপনার রব আপনাকে 'মাকামে মাহমূদ'এ অধিষ্টিত করবেন।[১]

৫. সা'ঈদ (سَعِيْدٌ) ঃ সৌভাগ্যবান, বরকতময়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যেমন বরকতময় তেমনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য বরকত ও সৌভাগ্যের কারণ। তাই তিনি 'সা'ঈদ'। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

৬. সাদীদ (سَدِيْدٌ) ঃ বিচক্ষণ, সরল পথে অবিচল, সত্যান্বেষণকারী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব গুণের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি 'সাদীদ'। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

৭. হামীদ (حَمِيْدٌ) ঃ অথবা হা-মিদ (حَامِدٌ) ঃ অর্থ, আল্লাহর শান উপযুক্ত অত্যধিক প্রশংসাকারী।[২]

আল্লামা আলুসী বলেন, এ গুণ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে অতিমাত্রায় বিদ্যমান। কেননা, তিনি ও তাঁর উম্মত সকল অবস্থায় আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করতে থাকেন।[৩]

কিয়ামত দিবসে শাফায়াতের প্রার্থনার প্রাক্কালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার অত্যধিক হামদ ও প্রশংসা করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেন,

فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمَنِيهَا رَبِّي،

–(শাফায়াত প্রার্থনার সময়) আমি আমার রবের প্রশংসা এমনভাবে করবো– যা আমার রব আমাকে শিখাবেন।[১]

১. আল কুরআন : সূরা বণী ইসরাইল, ১৭/৭৯;
২. যুরকানী : শরহে মাওয়াহিব, ৪/১৮২;
৩. আলুসী : আল জাওয়াবুল ফাসীহ, পৃ. ৮০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮. হাকীম (حَكِيْمٌ) ঃ প্রজ্ঞাবান। বস্তুর নিগুঢ় তথ্য সম্পর্কে যিনি জ্ঞাত। আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু হিকমত শিক্ষা দেন নি বরং হিকমতের শিক্ষাদান তাঁর রিসালতের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেও স্থীর করেছেন। এরশাদ হচ্ছে–

وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴿١﴾

–আর তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন।[২]

[১]. বোখারী : আস্ সহীহ, كتاب الايمان, ১/১৮৩, হাদীস নং ১৯৩;
[২]. আল কুরআন : সূরা জুমাআ, ৬২/২;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ আট ॥

وَرُوْحٌ وَحَقٌّ قَوِيٌّ مَتِيْن ★ وَحَيٌّ وَمُنْجِي نَجِيٌّ كَلِيْم

কাসীদার এ ছত্রে ৮টি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নামই সীরাতে রাসূলের এক একটি অধ্যায় এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করে।

১. রূহ (رُوْحٌ) ঃ অর্থ– আত্মা, প্রাণ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সৃষ্টিকুলের জান ও প্রাণ, অথবা মু'মিনের ঈমানের প্রাণ সেহেতু তাঁর একটি গুণ হচ্ছে 'রূহ' বা আত্মা।

২. হাক্ (حَقٌّ) ঃ অর্থ সত্য। এটা বাতিল (بَاطِلٌ) মিথ্যা শব্দের বিপরীত। আবূ ইসহাক বলেন, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পথ ও মত এবং যা কিছু তিনি কুরআনের আকারে এনেছেন সবই হক (সত্য)।[১] অথবা প্রমাণিত বিষয়কেও 'হক' বলা হয়।[২]

আল্লাহর বাণী–

وَشَهِدُوٓا۟ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ ﴿٨١﴾

–তারা ওই বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, এনি সত্য রসূল।[৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ ،

–আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য (নবী)।[৪]

৩. কাভীয়ুন (قَوِيٌّ) ঃ এটা 'সিফাতে মুশাব্বাহ' (صفة مشبه)'র শব্দরূপ। অর্থ– অত্যন্ত শক্তিশালী।[১] পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে–

[১]. ইবনে মানযূর, লিমানুন আরব ১০/৪৯;
[২]. সালিহী : সুবুলুল হুদা, ১/৪৪৯;
[৩]. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/৮৬;
[৪]. বোখরী : আস্ সহীহ, كتاب الدعوات, باب التهجد بالليل, ৪/২৭৮; নাসাঈ : আস্ সুনান, كتاب قيام الليل, ৩/১৪৬, হাদীস নং : ১৬১৯;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ

–নিশ্চয় এ (কুরআন) মহা সম্মানিত রসূলের (পঠিত) কালাম। যিনি, (সত্যের আহ্বানে, রিসালতের প্রচারে এবং রূহানী ক্ষমতায়) শক্তিশালী ও সাহসী। আর আরশের মালিকের কাছে সম্মানিত ও মর্যাদাবান।[২]

এ আয়াতে ذي قُوَّة (শক্তিশালী) দ্বারা যেমন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালামকে বুঝায় তেমনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তাকেও বুঝানো হয়।[৩]

৪. মাতীন (مَتِيْنٌ) ঃ অর্থ– সুদৃঢ়, মযবূত, শক্ত। বলা হয়, শক্ত রশি। আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অশেষ শারীরিক শক্তিও দান করেছিলেন। আরবের শ্রেষ্ঠ বীর রুকানাকে একাধিকবার কুস্তিতে পরাজিত করেছিলেন। এ শারীরিক শক্তি অথবা আল্লাহ দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অবিচল ও সুদৃঢ় থাকার কারণে তিনি 'মাতীন' গুণে গুণান্বিত।

৫. মুহ্য়ুন (مُحْيٌ) ঃ অর্থ জীবিতকারী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায় একাধিকবার মৃতকে জীবিত করেছেন। অথবা উম্মতের মৃত অন্তরকে জীবিতকারী বলেই তাঁকে 'মুহ্য়ী' বলে আমরা ডেকে থাকি।

৬. মুনজিন (مُنْجِي) ঃ অর্থ পরিত্রাণ দানকারী, উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতদেরকে দোযখের আগুণ থেকে নাজাতদাতা।[৪] তাই তিনি 'মুনজিন'। আল্লাহর এরশাদ করেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ﴿١١﴾

১. যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ৪/২১০;
২. আল কুরআন : সূরা তাকভীর, ৮১/১৯-২০;
৩. কাযী আয়ায : আশ্ শিফা, ১/৩৩১; কাসতালানী : মাওয়াহিব, ২/৪৪;
৪. যুরকানী : মাওয়াহিবুল লাদুনী, ৪/২২০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

–হে ঈমানদারগণ! তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলবো যা তোমাদেরকে (পরকালের) পীড়াদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে। (শুনো!) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন আর আল্লাহর পথে স্বীয় সম্পদ ও স্বীয় প্রাণ দিয়ে জিহাদ কর।[১]

৭. নাজিয়ুন (نَجِيٌّ) ঃ এ মুবারক নামের আলোচনা ৩নং কাসীদায় করা হয়েছে।

৮. কালীম (كَلِيْمٌ) ঃ অর্থ আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপকারী। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রাতে 'লা'মকানে' আল্লাহর সাথে একান্ত বাক্যালাপ করে ছিলেন বলে তাঁকে এ নামে ডাকা হয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾

–অতঃপর (আল্লাহ) আপন (প্রিয়) বান্দার প্রতি ওহী করলেন, যা ওহী করার ছিল।[২]

১. আল কুরআন : সূরা আস্ সফ, ৬১/১০-১১;
২. আল কুরআন : সূরা আন্ নাজম, ৫৩/১০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ নয় ॥

صَدُوْقٌ اَمِيْنٌ حَفِيٌّ مَكِيْنٌ ★ نَبِيْهٌ وَجِيْهٌ وَعَيْنُ النَّعِيْمِ

কাসীদার এ মুক্তামালায় ৭টি বরকতময় নাম গ্রথিত করা হয়েছে। প্রতিটি নাম নবী চরিত্রের এক একটি প্রতীক হয়ে আছে।

১. সাদূক (صَدُوْق) অথবা সা-দিক (صَادِق) ঃ অত্যন্ত সত্যবাদী। কথায় সত্যবাদী হওয়া।[১]

আবূ মায়সারা বর্ণনা করেন যে, একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ জাহল এবং তার দলের লোকদের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন তখন সে বললো, হে মুহাম্মদ! আল্লাহর শপথ, আমরা আপনাকে মিথ্যুক বলিনা বরং আপনি তো আমাদের মধ্যে (সর্বাধিক) সত্যবাদী (সাদিক)।[২]

হযরত আবদ্ ‘আমর ইবনে কালবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন,

اَنَا النَّبِيُّ الْاُمِّيُّ الصَّادِقُ الزَّكِيُّ ،

–আমি উম্মী নবী, সত্যবাদি ও পবিত্র।[৩]

সাহাবা-ই কিরাম হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস শুনানোর সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ‘সাদিক’ (সত্যবাদি) ও ‘মাসদূক’ (সত্যায়নকৃত) উপাধিও উল্লেখ করতেন।[৪]

২. আমীন (اَمِيْن) ঃ বিশ্বস্ত, আমানতদার। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার কারণে ছোটবেলা থেকেই আরববিশ্বে ‘সাদিক’ ও ‘আমীন’ উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তেমনি তিনি আল্লাহ তা‘আলার ওহী ও দ্বীনের ‘আমীন’ (আমানতদার) আর স্বর্গ-মর্তের ইলমের ভাণ্ডারেরও তিনি আমীন। সারা জগতে ‘আমীন’ নামের উপযুক্ত একমাত্র তিনিই।

---

[১]. ইবনে মানযূর : লিসানুল আরব, ১০/১৯৩;
[২]. কুরতুবী : আল জামিউ লি আহকামিল কুরআন, ৬/৪১৬;
[৩]. ইবনে সা‘দ : আত্ তাবকাতুল কুব্‌রা, ১/৩৩৪; সুয়ূতী : আন জামিউস সাগীর ফী আহাদিসিল বশীরিন নাযীর, পৃ. ১৬০, হাদীস নং ২৬৮৬;
[৪]. বুখারী : আস্ সহীহ, কিতাবুল ইল্‌ম, ১/৩৪; / باب ذكر الملائكة, ১০/৪৮৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আল্লাহ তা‘আলার বাণী–

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

–নিশ্চয় এ (কুরআন) মহা মর্যাদাবান রসূলের (পঠিত) কালাম। যিনি (হকের দাওয়াত, রিসালতের তাবলীগ এবং রূহানী শক্তিতে) শক্তিশালী ও সাহসী (আর) আরশের মালিকের নিকট বড় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। (সমস্ত জাহানের জন্য) অনুসরণীয় (কারণ তাঁর অনুসরণই আল্লাহর অনুসরণ), আমানতদার (ওহী, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সকল খোদায়ী রহস্যের বাহক)।[১]

হযরত আবূ সা‘ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً ،

–তোমরা কি আমাকে ‘আমীন’ মনে করো না! অথচ আমি আকাশবাসীর আমীন। আমার কাছে আসমানের সংবাদ সকাল-সন্ধ্যায় এসে থাকে।[২]

৩. হাফীয়ুন (حَفِيٌّ) ঃ অর্থ– দয়ালু, অত্যন্ত সম্মানিত, নরম হওয়া।[৩] হুযূর নবী আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও দয়ার্দ্র হওয়ার কারণে এ নামে ডাকা হয়।[৪]

৪. মাকীন (مَكِيْن) ঃ অর্থ– সম্মানিত, মর্যাদাবান। আল্লাহ তা‘আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা নিজের নামের সাথে তাঁর নামকেও সংযুক্ত করেছেন। তাই কালিমা, আযান, ইকামতে আল্লাহর নামের সাথে হুযূরের নামও উচ্চারিত হয়। এমন মর্যাদা সৃষ্টির মাঝে আর কারো নেই। তাই তিনি ‘মাকীন’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[৫]

---

[১]. আল কুরআন : সূরা তাকভীর, ৮১/১৯-২১;
[২]. বুখারী : আস্ সহীহ, كتاب المغازي, ৪/১৫৮১, হাদীস নং ৪০৯৪; মুসলিম : আস্ সহীহ, كتاب الزكوة, ২/৭৪২, হাদীস নং ১০৬৪;
[৩]. ইবনে মানযূর : লিসানুন আরব, ১৪/১৮৬;
[৪]. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসার্‌রাত (উর্দু), পৃ. ২৩০;
[৫]. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসার্‌রাত (উর্দু), পৃ. ২৩৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. নাবীহ (نَبِيْهٌ) ঃ বিচক্ষণ, ভদ্র, প্রসিদ্ধ, তীক্ষ্ণ মেধাবী। এ শব্দের সব অর্থই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাই তাঁকে 'নাবীহ' নামে নামঙ্কিত করা হয়।

৬. ওয়াজীহ্ (وَجِيْهٌ) ঃ মর্যাদাবান। দুনিয়া আখিরাতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।[১]

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা (র.) বলেন,

آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیہ ❁ ہاں شفاعت بالوجہت کیجئے

এয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আল্লাহর দরবারে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমার ব্যাপারে মর্যাদাময় শাফায়াত করুন।

৭. আয়নুন না'ঈম (عَيْنُ النَّعِيْمِ) ঃ অর্থ নিয়ামতের উৎস বা ঝর্ণা। 'আয়ন' মানে বস্তুর মূল, উৎস, আর 'না'ঈম' মানে শান্তি, সহজতা। সকল নিয়ামত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তাঁর মাঝে পুঞ্জিভূত। তাঁর প্রতি ঈমান আনায়ন, তাঁর সংরক্ষণ এবং তা দ্বীনে আশ্রয় নেয়ার মধ্যে সকল নিয়ামত নিহীত।[২]

[১]. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩;
[২]. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ দশ ॥

تَقِيٌّ نَقِيٌّ صَفِيٌّ وَفِي ❁ زَكِيٌّ رَضِيٌّ وَخُلُقٌ عَظِيْم

কাসীদার এ ছত্রে ৭টি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে। যা সীরাত সাহিত্যের খাসায়েসে মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়ক এক একটি অধ্যায়ও বটে।

১. তাকীয়ুন (تَقِيٌّ) ঃ অর্থ, পরহেযগার, আল্লাহভীতিসম্পন্ন। হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজ খুতবায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেন,

فَارَقَ الدُّنْيَا نَقِيًّا نَقِيًّا ،

–হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে পুতঃপবিত্র তাশরীফ নিয়ে গেছেন।[১]

এ নামের আরো বিশ্লেষণ 'نقي' নামের আলোচনায় করা হবে।

২. নকীয়ুন (نَقِيٌّ) ঃ অর্থ– স্বচ্ছ, নির্মল, পরিস্কার, পুতঃপবিত্র। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিরী-বাতিনী, সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা থেকে পুতঃপবিত্র ছিলেন বলেই তাঁর এক নাম 'নাকী' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৩. সাফীয়ুন (صَفِيٌّ) ঃ মনোনীত বান্দা। আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসেবে মনোনীত করেছেন বলেই তিনি 'সাফীয়ুল্লাহ'।[২]

হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুযূর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত বরণ করলে হযরত আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুযূরের যিয়ারতে আসলেন আর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কপাল মুবারকে চুমো দিলেন এবং স্বীয় দু'হাত হুযূরের কানপাটিতে রাখলেন আর বললেন,

[১]. দারেমী : আস্ সুনান, ১/৪২, হাদীস নং ৯২;
[২]. যুরকানী : শরহে মাওয়াহিবে লাদুন্নীয়া, ৪/১০৪;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَاَنْبِيَاهْ وَا خَلِيلَاهْ وَا صَفِيَّاهْ ،

–আহ্, আয় নবী! আহ্, আয় খলীল! আহ্, আয় সাফী, আল্লাহর মনোনীত রসূল।[১]

৪. ওয়াফীয়ুন (وَفِيٌّ) ঃ অঙ্গীকার পুরণকারী, প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী। এ গুণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে পূর্ণমাত্রাই বিদ্যমান ছিল বলে তিনি 'ওয়াফী' নামে খ্যাত।

৫. যাকিয়ুন (زَكِيٌّ) ঃ অর্থ পুতঃপবিত্র, সৎ, সর্বোত্তম। এটা পূর্বের 'নাকিয়ুন' (نَقِيٌّ) এর সমার্থক।

৬. রাদ্বিয়ুন (رَضِيٌّ) ঃ অর্থ– দায়িত্ব গ্রহণকারী, জামিনদার, তুষ্ট, প্রিয়, স্নেহপরায়ণ, দরদী, কোমল, আজ্ঞানুবর্তী, গ্রহণযোগ্য। এসব অর্থই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে বিদ্যমান। যা সীরাতে রসূল পাঠকের কারো অজানা নয়।

৭. খুলুকুন আযীম (خُلُقٌ عَظِيمٌ) ঃ অর্থ– সুমহান চরিত্রের অধিকারী। পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

–(হে হাবীব) আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।[২]

এ শব্দটির লাম (لام) বর্ণে সাকিন ও পেশ উভয়ই পড়া যায়।

[১]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মাসনাদ, ৬/১৩;
[২]. আল কুরআন : সূরা কালাম, ৬৮/৪;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ এগার ॥

وَكِيْلٌ كَفِيْلٌ مُقِيْلُ الْعِثَارِ ★ خَلِيْقٌ طَلِيْقٌ ضَحُوْكٌ بَسِيْم

কাসীদার এ লাইনে ৭টি নাম মুবারক উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. ওয়াকীল (وَكِيْلٌ) ঃ যিম্মাদার, অভিভাবক, যার উপর কোন বিষয় সমর্পণ করা হয়।

২. কাফীল (كَفِيْلٌ) ঃ যিম্মাদার, তত্ত্বাবধায়ক, ভরণ-পোষণকারী।

উপরিউক্ত নাম দু'টি প্রায় সমার্থক। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আনুগত্যশীল উম্মতের জান্নাতের যিম্মাদার। শরীয়তের বিধান দেয়ার ক্ষমতা তাঁকে সমর্পণ করা হয়েছে। তিনি কোন কিছু হালাল-হারামের বিধান দেওয়ার দায়িত্ব প্রাপ্ত। অথবা তিনি উম্মতের রক্ষক- ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি 'ওয়াকীল' এবং 'কাফীল' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৩. মুকীলুল ইসার (مُقِيْلُ الْعِثَارِ) ঃ নিঃস্বদের আশ্রয়স্থল।

৪. খালীক (خَلِيْقٌ) ঃ নিখুঁত দেহাবয়বের অধিকারী। ইমাম কাসতালানী বলেন, আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শারীরিক গঠনের দিক দিয়েও পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির কোন মানুষকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো শারীরিকভাবে নিখুঁত করে সৃষ্টি করা হয়নি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

–আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো সুদর্শন ইতোপূর্বে কাউকে দেখেনি।[১]

হযরত বারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ،

–রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন লোকদের মধ্যে দেখতে সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং চরিত্রগত দিক দিয়ে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবান।[১]

[১]. আহমদ : মাসনাদ, ২/২১৪; তিরমিযী : শামায়েলে তিরমিযী, ১/৭;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইমাম কুরতুবী বলেন,

لَمْ يُظْهَرْ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ لَنَا تَمَامُ حُسْنِهِ لَمَا أَطَاقَتْ اَعْيُنَنَا رُؤْيَتَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

–হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিপূর্ণ দৌহিক সৌন্দর্য জগতে প্রকাশ পায়নি। যদি প্রকাশ পেতো তবে মানব চক্ষুর পক্ষে তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হতো না।[২]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ অনন্য শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর নাম 'খালীক' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৫. তালীক (طَلِيْق) ঃ উৎফুল্ল, হাসিমুখ ব্যক্তি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের সাথে মর্যাদা হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি এরশাদ করেছেন- كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ –লোকের সাথে হাসিমুখে কথা বলাও সাদকা।[৩]

৬. দ্বাহূক (ضَحُوْك) ঃ মৃদু হাস্যকারী।

৭. বাসীম (بَسِيْم) ঃ মুচকি হাসি প্রদানকারী। সদা হাসি-খুশি থাকা এবং মুচকি হাসা ছিল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্দরতম চরিত্রের একটি দিক। হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ اَبَرَّ النَّاسِ وَاَكْرَمَ النَّاسِ ضَحَّاكًا بَسَّامًا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

–হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র ও খুব হাসিখুশি লোক।[৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস জুয্ই রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

–আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে অধিক মুচকি হাসতে লোক দেখেনি।[৫]

১. বোখারী : আস্ সহীহ, ১১/৩৮৪; মুসলিম : আস্ সহীহ, ১১/৪৯৩;
২. কুরতুবী : তাফসীর-ই কুরতুবী;
৩. বোখারী : আস্ সহীহ, ১৩/৬৯; তিরমিযী : আস্ সুনান, ৭/২৩৬; আহমদ : আল মাসনাদ, ৩৯/৩৯৭;
৪. ইস্পাহানী : আখলাকুন্ নাবী, পৃ. ১৩;
৫. তিরমিযী : আস্ সুনান, باب في بشاشة النبي, ১২/৯৫, হাদীস : ৩৫৭৪; তাবরিযী : মিশকাত, পৃ. ২৮;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ বার ॥

وَصَفْوَةُ خَلْقٍ وَعَبْدُ الاله ★ وَبُرْهَانُ حَقٍّ صِرَاطٌ قَوِيْم

কাসীদার এ ছত্রে চারটি পবিত্র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি বরকতময় নাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. সাফ্ওয়াতু খাল্ক (صَفْوَةُ خَلْقٍ) ঃ অর্থ সৃষ্টির মধ্যে উত্তম, স্বচ্ছ, প্রকৃত বা খাঁটি বস্তু। সব অর্থই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য প্রযোজ্য হয়। তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে যেমন সর্বোত্তম, তেমনি আল্লাহর তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় পাত্রও।

২. আবদুল ইলাহ্ (عَبْدُ الاله) ঃ আল্লাহর প্রিয় বান্দা! হযরত আবূ যাকারিয়া রাহমতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, পবিত্র কুরআনে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচটি নাম বর্ণিত হয়েছে। তা হচ্ছে মুহম্মদ, আহমদ, আবদুল্লাহ, ত্বোয়াহা ও ইয়াসীন। এরশাদ হচ্ছে–

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾

–আর যখন আল্লাহর (প্রিয় বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর ইবাদতের জন্য দাঁড়ান (এবং কুরআন তিলাওয়াত করেন) তখন দলে দলে লোকেরা তাঁর নিকট ভিড় করতে থাকে।[১]

৩. বুরহান (بُرْهَان) ঃ সুদৃঢ় দলীল, প্রমাণ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহর একত্ব ও রবুবিয়্যাতের প্রমাণ। অনেকেই শুধুমাত্র প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেই আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকার করে নেয়। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَٰنٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٧٤﴾

–হে মানব! তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে।[২]

১. আল কুরআন : সূরা জ্বীন, ৭২/১৯;
২. আল কুরআন : সূরা নিসা, ৪/১৭৪;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আয়াতে 'বুরহান' দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযাই বুঝানো হয়েছে।

অন্যান্য নবীগণের সবগুলো মু'জিযাসহ আরো অগণিত মু'জিযা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছে। বরঞ্চ বাস্তব সত্য এই যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথা মুবারক থেকে পায়ের তালু মুবারক পর্যন্ত আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর মহান জাত-সিফাতের প্রমাণ। সুতরাং এখানে 'বুরহান' দ্বারা প্রিয় নবীর পবিত্র সত্তাকেই বুঝানো হয়েছে।[১]

৪. সিরাতুন কাভীম (صِرَاطٌ قَوِيْمٌ) ঃ সুদৃঢ় পথ। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে–

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

–(হে আল্লাহ) আমাদেরকে সঠিক ও সরল পথে চালাও।[২]

হযরত আবূ 'আলীয়া বলেন, আয়াতে বর্ণিত 'সিরাতে মুস্তাকীম' দ্বারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র সরল ও সঠিক পথ হচ্ছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদর্শিত পথ ও মত।

এ পথ ভিন্ন যতো পথ ও মত আছে তা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার পথ। শয়তানের পথ। তাই এ সূরাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথের উপর চলার তাওফিক কামনা করে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য একটি নাম 'সিরাতুল্লাহ্' (صِرَاطُ اللهِ) আল্লাহর পথ।

[১]. মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী : শানে হাবীবুর রহমান, পৃ. ৫৯;
[২]. আল কুরআন : সূরা ফাতিহা, ১/৬;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ তের ॥

حَبِيْبُ الْاِلٰهِ خَلِيْلُ الْاِلٰه ✯ وَقَائِدُ غُرٍّ جَلِيْلٌ فَخِيْمٌ

কাসীদার এ ছত্রে চারটি বরকতময় নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. হাবীবুল্লাহ (حَبِيْبُ الْاِلٰه) ঃ আল্লাহর প্রিয় বন্ধু। হযরত 'আমর ইবনে কায়স রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন,

فَنَحْنُ الآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِنِّي قَائِلٌ قَوْلاً غَيْرَ فَخْرٍ : إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ ، وَمُوسَى صَفِيُّ اللهِ ، وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ ،

–আমরা পৃথিবীতে (সকল নবীর) পরে এসেছি। কিন্তু কিয়ামত দিবসে প্রথম হবো। আর এটা গর্ব করে বলছিনা, হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর খলীল (বন্ধু), হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর প্রিয় (সফীয়ুল্লাহ) আর আমি হলাম আল্লাহর হাবীব (পরম বন্ধু)।[১]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

وَأَنَا حَبِيبُ اللهِ وَلَا فَخْرَ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ ،

–আমি আল্লাহর হাবীব আর (আমার এতে) গর্ব নেই। আর আমি কিয়ামত দিবসে প্রশংসার ঝাণ্ডা উঠাবো। (এতেও আমার কোন) গর্ব নেই।[২]

২. খলীলুল্লাহ্ (خَلِيْلُ اللهِ) ঃ আল্লাহর একনিষ্ঠ বন্ধু। 'খলীল' ওই ব্যক্তিকে বলে যিনি প্রেমাস্পদের সত্যিকার ভালবাসা অর্জন করেছেন। অথবা যিনি সবকিছু থেকে বিমুখ হয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য সচেষ্টা থাকেন।

[১]. দারেমী : আস্ সুনান, ১/৬২, হাদীস নং ৫৫;
[২]. তিরমিযী : ابواب المناقب, আস্ সুনান, ৬/১২; দারমী : আস্ সুনান, ১/৩০; তাবরিযী : মিশকাত, পৃ. ২৫২;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুযূর নবী আকরাম এবং হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্ সালাম কে 'খলীল' নামে এ কারণে আখ্যায়িত করা হয় যে, তাঁরা সবচেয়ে বেশী আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ছিলেন। নিজেদের অভাব-অভিযোগ শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পেশ করতেন। অথবা আল্লাহ তা'আলা উভয় জনকে স্বীয় ভালবাসার জন্য বাছাই করে নিয়েছেন আর অন্যের ভালবাসা থেকে উভয়ের হৃদয়কে শূন্য করেছেন।

উল্লেখ্য যে, 'হাবীব' ও 'খলীল' উভয়ের অর্থ বন্ধু হলেও এ দু'টির মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান। যিনি আল্লাহর ভালবাসা পেতে সর্বদা সচেষ্টা থাকেন তিনি 'খলীল'। স্রষ্টা যার সন্তুষ্টি কামনা করেন তিনি 'হাবীব'। আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা হয়েও এ বিশেষ মর্যাদা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন।

৩. কায়িদুল গুর্‌রি মুহাজ্জালীন (وَقَائِدُ غُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ) ঃ শুভ্র উজ্জ্বল অঙ্গ বিশিষ্টদের নিয়ে জান্নাতে গমণকারীদের প্রধান। কিয়ামত দিবসে অযুর অঙ্গসমূহ শুভ্র উজ্জ্বল হয়ে দেখা যাবে। ফলে অন্যান্য উম্মত থেকে তাঁদেরকে পৃথকভাবে চেনা যাবে।[১]

এটা এ উম্মতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তারা জান্নাতে যাওয়ার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করবেন। তাই হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের পথপ্রদর্শক হবেন।

৪. জালীল (جَلِيْلٌ) ঃ মহামর্যাদাশালী, মহা সম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মর্যাদা ও সম্মানের শীর্ষে উন্নীত করেছেন তাই তিনি 'জলীল' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৫. ফাখীম (فَخِيْمٌ) ঃ বিশাল মর্যাদার অধিকারী।

[১]. ইমাম ফাসী : মুতালিউল মুসার্‌রাত (উর্দু), পৃ. ২৫১;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ চৌদ্দ ॥

وَاَخْشَي الْبَرَايَا وَاَتْقَي الْوَرَي ★ مُنِيْبٌ حَنِيْفٌ عَفِيْفٌ رَحِيْم

কাসীদার এ ছত্রে ছয়টি নাম মুবারক উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি বরকতময় নামে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১. আখশাল বারায়া (اَخْشَي الْبَرَايَا) ঃ সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয়কারী।

২. আত্‌কাল ওয়ারা (اَتْقَي الْوَرَي) ঃ সৃষ্টিকুলের মাঝে সবচেয়ে বড় মুত্তাকী। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ،

–জেনে নাও! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী (আল্লাহকে) ভয়কারী এবং সবচেয়ে বড় মুত্তাকী।[১]

৩. মুনীব (مُنِيْبٌ) ঃ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে–

وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ﴿١٥﴾

–হে শ্রোতা! তুমি আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনকারীর পথ অনুসরণ কর।[২]

৪. হানীফ (حَنِيْفٌ) ঃ একনিষ্ঠ। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ ﴿٣٠﴾

–তুমি আল্লাহর দ্বীনের উপর সুদৃঢ় এবং একনিষ্ঠ হয়ে প্রতিষ্ঠিত থাক।[৩]

[১]. বোখারী : আস্ সহীহ, ১৫/৪৯৩, হাদীস নং ৪৬৭৫; তাবরিযী : মিশকাত, باب الاعتصام بالكتاب, পৃ. ৩২;
[২]. আল কুরআন : সূরা লোকমান, ৩১/১৫;
[৩]. আল কুরআন : সূরা রুম, ৩০/৩০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হুযুর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত দ্বীনকে 'হানীফা' বলা হয়। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'হানীফ' নামেও ডাকা হয়।

৫. আফীফ (عَفِيْفٌ) ঃ সচ্চরিত্রবান, পূণ্যবান, সদাচারী। এ সব অর্থ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান চরিত্রে পাওয়া যায় বিধায় তিনি 'আফীফ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৬. রাহীম (رَحِيْمٌ) ঃ পরম দয়ালু।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ গুণবাচক নাম উল্লেখ করতে গিয়ে এরশাদ করেছেন–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

–অবশ্যই তোমাদের কাকে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন (মহা সম্মানিত) রসূল তশরীফ এনেছেন। তোমাদের কষ্টে পড়া তাঁর কাছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।[১]

হযরত জুবায়র ইবনে মুতআম স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে,

قَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَؤُفًا رَحِيْمًا ،

–আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম 'রাউফ' (অত্যন্ত দয়ার্দ্র) এবং 'রাহীম' (পরম দয়ালু) রেখেছেন।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯/১২৮;
[২]. মুসলিম : আস সহীহ, ৪/১৮২৮; বায়হাকী : দালাইলুল নবুয়্যত, ১/১৫৪; কাযী আয়ায : আশ শিফা, ১/৩২৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ পনের ॥

رَسُوْلُ الْمَلَاحِمِ وَالْمُصْطَفِي ☆ وَخَيْرُ الْوَرَي ذُوْ الْعَطَاءِ الْعَمِيْمِ

এ ছত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি গুণবাচক বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুণের প্রতি নির্দেশ করে।

১. রাসূলুল মালাহিম (رَسُوْلُ الْمَلَاحِمِ) ঃ 'মালাহিম' (مَلَاحِمِ) শব্দটি 'মালহামাতুন' (مَلْحَمَةٌ) শব্দের বহুবচন। অর্থ তীব্র লড়াই। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেহেতু কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সেহেতু তাঁকে এ নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ জিহাদ ও তালেয়ারের নির্দেশপ্রাপ্ত রসূল।

এক হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

وَأَنَا رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ وَرَسُوْلُ الرَّاحَةِ وَرَسُوْلُ الْمَلَاحِمِ ،

–আমি রসূলে রহমত, রসূলে রাহত, রসূলে মালাহিম।[১]

২. মুস্তাফা (الْمُصْطَفِي) ঃ অর্থ বাছাইকৃত, সম্মানিত, পুত-পবিত্র এমন সত্তা যাঁর মর্যদার কোন শেষ নেই। হযরত 'আওফ ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

فَوَاللهِ إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ وَأَنَا الْعَاقِبُ ، وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفِي ،

–আল্লাহর শপথ! আমি হাশির (একত্রিতকারী), আমি আকিব (সর্বশেষ নবী) এবং আমিই মনোনীত নবী।[২]

৩. খায়রুল ওয়ারা (خَيْرُ الْوَرَي) ঃ সৃষ্টির মাঝে সর্বোত্তম।

৪. যুল 'আত্বাইল আমীম (ذُوْ الْعَطَاءِ الْعَمِيْمِ) ঃ সর্বব্যাপী দানশীল। অর্থাৎ সর্বোত্তম দাতা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দাতা, যাঁর দান পেলে আর কারো দ্বারে ঘুরতে হয় না। তার অভাব চিরদিনের জন্য মুঝে যায়। যাঁর দরবারে রাজা-বাদশারও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সাহায্যপ্রার্থী হয়।

[১]. কাযী আয়ায : আশ শিফা, ১/৩১৬; খাফাজী : নামীযুর রিয়ায, ৩/২৫২;
[২]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মাসনাদ, ৬/২৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ ষোল ॥

نَبِيُّ الْمَرَاحِمِ وَ الْمُجْتَبِي ✯ حَسِيْبٌ نَسِيْبٌ نَجِيْبٌ صَمِيْمٌ

ফাসীদার এ লাইনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছয়টি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতি নামই হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. নবীয়ুল মারাহিম (نَبِيُّ الْمَرَاحِمِ) ঃ বা 'নবীয়ুর রাহমা' (نَبِيُّ الرَّحْمَةِ) অর্থ– রহমতের নবী, দয়াবান নবী। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে নিজ উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত করে প্রেরণ করা হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

اِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً ،

–নিশ্চয় আমি (মানবকুলের প্রতি) রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছে।[১]

হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ গুণ বর্ণনায় তাঁর এক কবিতায় বলেন–

يَا اللهِ! مَا حَمَلَتْ أُنْثِي وَلاَ وَضَعَتْ

مِثْلَ النَّبِيِّ ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الهَادِيْ ،

–আল্লাহর শপথ! আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি হিফায়ত দানকারী এবং রহমতের নবী, তাঁর মতো মহাপুরুষ না কোন নারী তার উদরে বহন করেছে, না জন্ম দিয়েছে।[২]

২. মুজ্‌তাবা (الْمُجْتَبِي) ঃ এটা 'কর্মবাচক বিশেষ্য' (اسم مفعول)'র শব্দরূপ। অর্থ– মনোনীত। আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে আপন বন্ধু হিসেবে মনোনীত করেছেন। কাযী আয়ায ও ইমাম সাখাভী এটাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের মধ্যে গণনা করেছেন।[৩]

১. তাবরানী : আল মু'জামুল আওসাত, ৩/২২৩; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ২/১৪৩;
২. ইবনে সা'দ : তাবকাতুল কুবরা, ২/৩২২;
৩. কাযী আয়ায : আশ্ শিফা, ১/৩২০; মাখাবী : আল কাওলুল বদী, পৃ. ৭৫;

আল্লাহ তাআলার এরশাদ–

وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ ﴿١٧٩﴾

–কিন্তু আল্লাহ তাঁর রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।[১]

৩. হাসীব (حَسِيْبٌ) ঃ অর্থ, যথেষ্টকারী। ইমাম সুয়ূতী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, উম্মতের ইহ ও পরকালীন সকল সমস্যা পূরণ করতে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যথেষ্ট। উম্মত অন্য কারো দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন পড়েনা। তাই তিনি 'হাসীব' বা উম্মতের জন্য যথেষ্ট।[২]

৪. নাসীব (نَسِيْبٌ) ঃ উচ্চবংশীয়, সম্ভ্রান্ত।

৫. নাজীব (نَجِيْبٌ) ঃ কুলীন, ভদ্র, সচ্চরিত্রবান।

৬. সামীস (صَمِيْمٌ) ঃ সৃষ্টির সারাংশ বা মেরুদণ্ড।

হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সর্বযুগের শ্রেষ্ঠবংশে শুভাগমন করেছেন বলে 'নাসীব' ও 'নাজীব' নামে অভিহিত করা হয়। আর সৃষ্টিজগতের সবকিছু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূর থেকে সৃষ্ট বলে তিনি 'সামীম' বা সৃষ্টির মেরুদণ্ড। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَنَا مِنْ نُوْرِ اللهِ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ نُوْرِيْ ،

–আমি আল্লাহর নূর (কোন মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি) আর প্রত্যেককিছু আমার নূর থেকে (সৃজন করা হয়েছে)।[৩]

১. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১৭৯;
২. সুয়ূতী : আর রিয়াযুল আনীকা ফি শরহি আসমাই খায়রিল খালীকা, পৃ. ১৪৯;
৩. হক্কী : তাফসীর-ই হক্কী, ১৪/৪০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ সতের ॥

هُوَ الصَّالِحُ الصَّادِقُ الْمُؤْتَمَنْ ★ رَوَاءُ الْعَلِيْلِ شِفَاءَ السَّقِيْم

কাসীদার এ ছত্রে পাঁচটি বরকতময় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি নাম হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ গুণ নির্দেশক।

১. সালিহ (الصَّالِحُ) ঃ পূণ্যবান, সৎ, উপযুক্ত বান্দা। অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার এমন উপযুক্ত বান্দা ওই পর্যন্ত সৃষ্টির কেউ পৌঁছাতে পারিনি এবং পারবেও না। আর না কেউ ওই পর্যন্ত কল্পনাও করতে পারে।[১]

মি'রাজের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসমানে এ নামে সম্বোধন করা হয়। যেমন–

مَرْحَبًا يَا لِاَخِ الصَّالِحِ ،

–স্বাগতম! হে উপযুক্ত বান্দা!

২. সাদিক (الصَّادِقُ) ঃ অর্থ সত্যবাদী! কাসীদার ৯ম ছত্রে 'মাসদুক' (مصدوق)'র নামে এটার আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নবী-রাসূলগণের সত্যবাদী হওয়া অপরিহার্য। কারণ তাঁরা 'মাসূম' (নিষ্পাপ) ও 'আমীন' বিশ্বস্ত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রকাশের পূর্ব যুগেও আরব-সমাজে 'সত্যবাদী' ও 'আমানতদার' হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

৩. মু'তামান (الْمُؤْتَمَنِ) ঃ অর্থ আমানতদার! ফাসীদের নবম ছত্রে 'আমীন' শব্দে এ নামের আলোচনা করা হয়েছে।

৪. রাওয়াউল আলীল : (رَوَاءُ الْعَلِيْلِ) ঃ রুগ্নের আরোগ্য দানকারী।

৫. শিফাউস সাকীম (شِفَاءَ السَّقِيْمِ) ঃ অসুস্থের শেফা দানকারী।

[১]. ইমাম ফাসী : মাতালিয়ুল মুসাররাত (উর্দূ সংস্কার), পৃ. ২৪৮ ;

হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের রোগ-শোকের শেফাদানকারী এবং উম্মতের দুঃখ-পেরেশানীর অবস্থা দূরীভুতকারী। হাদীস শরীফে এমন অনেক ঘটনা দেখা যায় যে, অনেক রোগী হুযূরের দরবারে এসে রোগমুক্ত হয়ে ফিরে যেতেন।[১]

[১]. বোখারী : আস্ সহীহ, ৩/১৩৫৭; নাসায়ী : আস্ সুনানুল কুব্‌রা, ৫/১১০; আহমদ : আল মাসনাদ, ৫/৩৩৩

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ আঠার ॥

هُوَ الْاَعْلَمُ الاَكْرَمُ الْمُرْتَجِي ✯ صَفُوْحٌ نُصُوْحٌ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ

কাসীদার এ ছত্রে ৭টি নামের উল্লেখ রয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি নির্দেশ করে।

১. আল 'আলামু (اَلْاَعْلَمُ) ঃ মহাজ্ঞানী। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

فَوَاللهِ إِنِّي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً ،

–আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি তাদের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে বেশী জ্ঞানী এবং অধিক ভয়কারী।[১]

২. আল্ আকরামু (اَلْاَكْرَمُ) ঃ অধিক মর্যাদাবান! হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ وَأَنَا سَيِّدُ الْعَالَمِيْنَ ،

–আমি (আল্লাহর নিকট) পূর্বাপর সকলের চেয়ে অধিক সম্মানিত ও মর্যাদাবান। আমি সৃষ্টিকূলের প্রধান।[২]

৩. মুরতাজা (الْمُرْتَجِي) ঃ (অসহায়দের) ভরসাস্থল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন অসহায়দের সহায়, অনাথ-এতিম, বিধবাদের আশ্রয়দানকারী। তাই তিনি 'মুরতাজা' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৪. সাফূহ (صَفُوْحٌ) ঃ ক্ষমা প্রদর্শনকারী। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল তিনি অপরাধী ও ভুলকারীকে পাকড়াও করতেন না বরং ক্ষমা করে দিতেন। তিনি নিজে অন্যের দেয়া কষ্ট সহ্য করতেন কিন্তু প্রতিশোধ নিতেন না। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে–

১. বোখারী : আস্ সহীহ, باب ما يكرة من التعمق, ২২/২৭১; তাবরিযী : মিশকাত, باب الاعتصام بالكتاب; পৃ.৩২
২. নিশাপুরী : তাফসীর-ই নিশাপুরী, ২/১০৮; যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ২/১৬৮;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۝

–(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে ক্ষমা ও মাফ করে দিন।[১]

৫. নুসূহ (نُصُوْحٌ) ঃ অত্যধিক হিত কামনাকারী! হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা মানবজাতির মঙ্গল কামনা করতেন। কারো অমঙ্গল হোক তিনি তা চাইতেন না।

৬. আফুভুন (عَفُوٌّ) ঃ ক্ষমাকারী। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন ও তাওরাতে নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ গুণ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বোখারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্দের জবাব মন্দ দ্বারা দিতেন না বরং ক্ষমা করে দিতেন। আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্ষমা করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এরশাদ করেছেন, خُذِ الْعَفْوَ ('হে রসূল! ক্ষমা করার অভ্যাস করুন'[২])। সুফূহ (صفوف) এবং আফুভুন (عفو) উভয়ের অর্থ একটি।

৭. কারীম (كَرِيْمٌ) ঃ এ পবিত্র নামের আলোচনা কাসীদার ১নং ছত্রে করা হয়েছে।

১. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫/১৩;
২. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/১৯৯;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

॥ উনিশ ॥

هُوَ الْفَاتِحُ الْخَاتِمُ الْمُقْتَفِي ☆ مُلْقِي الْقُرْآنِ وَوَحْيٍ رَقِيمٍ

ফাসীদার এ লাইনে চারটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি মুবারক নাম হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ ধারণ করে আছে।

১. ফাতিহ (الْفَاتِحُ) ঃ বিজয়ী, উন্মোচনকারী। হযরত আবূ তুফায়ল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেন, আমার রবের কাছে আমার দশটি নাম রয়েছে। ওই নামগুলোর মধ্যে আটটি নাম হযরত আবূ তুফায়ল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্মরণে ছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'ফাতিহ'।[১]

হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ فَاتِحاً وَخَاتِماً ،

–নিশ্চয় আমাকে ফাতিহ এবং শেষ নবী করে প্রেরণ করা হয়েছে।[২]

হাদীসে 'ফাতিহ' অর্থ বিচারক (হাকিম)। অথবা উম্মতের জন্য রহমতের দ্বার উন্মোচনকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এটার একটি অর্থ এ-ও যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য আল্লাহর মারিফত এবং ঈমানের পথ উন্মুক্তকারী।[৩]

২. খাতিম (الْخَاتِمُ) ঃ সর্বশেষ আগমণকারী নবী। 'হাতিম' তিনিই যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবীগণের আগমণের ধারা সমাপ্ত করেছেন।[৪]

হযরত নাফি' ইবনে জুবায়র ইবনে মুতঈম স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেন–

---

[১]. যাহভী : সিয়রু 'আলামুন নুবালা, ২/২৬;
[২]. আবদুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ, ৬/১১৩; তাবারী : জামিউল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, ১৫/৭; ইবনে কাসীর : তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩/১৮; আলুসী : তাফসীর-ই আলুসী, ১৫/৩০০; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ১১/১৯৪;
[৩]. কাযী আয়ায : আশ্ শিফা, ১/৩২৯;
[৪]. কাযী আয়ায : আশ্ শিফা, ১/৩২১;

www.AmarIslam.com

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْحَاشِرُ وَالْمَاحِي وَالْخَاتِمُ وَالْعَاقِبُ ،

–আমি মুহম্মদ, আহমদ, হাশির (একত্রিতকারী), মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) হাতিম (নবুয়্যাতের ধারা পরিসমাপ্তকারী) এবং আকিব (সকল নবীর পর আগমণকারী) হই।[১]

৩. মুকতাফী (الْمُقْتَفِي) ঃ সর্বশেষ আগমণকারী নবী। অথবা প্রত্যেক নবীর সীরাত ও সুন্নাতের অনুসরণকারী নবী। অনেকে এ শেষোক্ত অর্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[২]

হযরত আবূ মুসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাঁর কয়েকটি নাম বলেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন–

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ ،

–আমি মুহাম্মদ, আহমদ. মুকাফ্‌ফী, হাশির, নবীয়ে তাওবা ও নবীয়ে রহমত।[৩]

৪. মুল্‌কাল কুরআন (مُلْقِي الْقُرْآنِ) ঃ কুরআন গ্রহণকারী। আল্লাহ তাআলার বাণী–

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝٦

–আর নিশ্চয় আপনি প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে কুরআন গ্রহণকারী।[৪]

---

[১]. আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মাসনাদ, ৪/৮১,৮৩; বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ২/১৮১; কাযী আয়ায : আশ্ শিফা, ১/৩১৭;
[২]. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসাররাত (উর্দু), পৃ. ২০৯;
[৩]. মুসলিম : আস্ সহীহ, كتاب الفضائل, ১২/৩৬, হাদীস নং ৪৩৪৪; তিরমিযী : আশ্ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়, باب ماجاء اسماء رسول الله, পৃ. ২৬;
[৪]. আল কুরআন : সূরা নামল, ২৭/৬;

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

॥ বিশ ॥

هُوَ الْعَاقِبُ الْحَاشِرُ الْمُسْتَغَاثُ ✯ مُجِيْرُ الْوَرِي مِنْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ

কাসীদার এ ছত্রে চারটি পবিত্র নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১. আকিব (الْعَاقِبُ) ঃ শেষ নবী!

وَمَا الْعَاقِبُ قَالَ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ،

–যার পর কোন নবী আগমন করবে না তিনি আকিব।[১]

২. হাশির (الْحَاشِرُ) ঃ একত্রিতকারী। হযরত জুবায়র ইবনে মুতঈম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেন–

لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ وَأَنَا الْعَاقِبُ،

–আমার পাঁচটি নাম আছে। আমি মুহাম্মদ ও আহমদ। আমি মাহী (নিশ্চিহ্নকারী) আল্লাহ আমার দ্বারা কুফর (ও শিরকের প্রতিটি চিহ্ন) নিশ্চিহ্ন করে দেন। আমি হাশির। অর্থ সকল লোক (কিয়ামত দিবসে) আমার কদমেই (নিজ নিজ কবরসমূহ থেকে উঠিয়ে) একত্রিত করা হবে। আর আমি 'আকিব' (সকল নবীর শেষে আগমনকারী নবী) হব।[২]

৩. মুস্তাগাস (الْمُسْتَغَاثُ) ঃ পরিত্রাণকারী, সাহায্যকারী। আল্লাহ তাআলা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মানবজাতিকে সাহায্য করেছেন। লোকেরা গোমরাহীর অতল গহ্বরে ডুবে ছিল। মুর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তারা আল্লাহর শাস্তি ও আযাবের অতি নিকটবর্তী হয়েছিলো, জাহান্নামের গর্তের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়েছিলো। আল্লাহ তাআলা আপন প্রিয়

১. মুসলিম : আস সহীহ, كتاب الفضائل, ৪/১৮২৮;

২. বোখারী : আস্ সহীহ, كتاب المناقب, ১১/৩৬২, হাদীস নং ৩২৬৮; মুসলিম : আস্ সহীহ, كتاب الفضائل, ১২/৩৫, হাদীস নং ৪৩৪৩; তিরমিযী : আশ্ শামাইল, باب ما جاء اسماء النبي, পৃ. ২৬;

হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তাঁদেরকে পরিত্রাণ ও নাজাত দান করলেন। তাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুস্তাগাস'।[১]

৪. মুজীরুল ওয়ারা (مُجِيْرُ الْوَرِي) ঃ মানবকুলকে (জাহান্নামের আগুণ) থেকে রক্ষাকারী বা আশ্রয়দাতা। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴿١٠٣﴾

–তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন।[২]

১. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসাররাত (উর্দু), পৃ. ২৪০, ২৪১;

২. আল কুরআন : সূরা আলে ইমরান, ৩/১০৩;

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ একুশ ॥

هُوَ الشَّاهِدُ الْمُنْذِرُ الْحَائِدُ ★ شَفِيْقٌ رَفِيْقٌ وَلِيٌّ حَمِيْم

কাসীদার এ ছত্রে সাতটি নাম রয়েছে। প্রতি বরকতময় নাম হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. শাহিদ (الشَّاهِدُ) ঃ অর্থ, জ্ঞাতা, প্রত্যক্ষদর্শী, উপস্থিত।[১] এটা 'শুহূদ' (شُهُوْدٌ) শব্দ থেকে 'কর্তৃবাচক বিশেষ্য' (اِسْمِ فَاعِلْ)-এর শব্দরূপ। আর 'শুহূদ' অর্থ কোন স্থানে উপস্থিত থাকা।[২]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ পবিত্র নামে এ জন্য নামঙ্কিত করা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দানে ওই সব কিছু জানেন যা অন্য কেউ জানেনা। তিনি উম্মতের অবস্থাদি, বিশ্বের মূল হাকীকত প্রত্যক্ষ করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রত্যেক কিছু প্রত্যক্ষ করা এবং ওইগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়ার কারণে বিধানগতভাবে উপস্থিত ও মওজুদ।

তিনি কিয়ামত দিবসে অন্য সব নবী সম্পর্কেও এ বলে সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁরা নিজ নিজ উম্মতের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন আর আপন উম্মতের ঈমানের ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিবেন। এ সাক্ষ্য হবে সরাসরি। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁকে পূর্বাপর সবকিছুর ব্যাপারে জ্ঞাত করেছেন।[৩]

হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ গুণবাচক পবিত্র নাম সম্পর্কে কুরআন শরীফে এরশাদ হচ্ছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

–হে নবী! আমি আপনাকে (লোকদের অবস্থাসমূহের) সাক্ষী এবং (তাদের) সুসংবাদ ও উপদেশদাতা হিসেবে প্রেরণ করেছি।[৪]

১. যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ৪/২৭২;
২. সালিহী : সুবুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৪৭৪;
৩. খাফাজী : নাসীমুর রিয়ায, ৩/২৬৪;
৪. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩/৪৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

–নিশ্চয় আমি আপনাকে (লোকদের অবস্থাসমূহের) সাক্ষী এবং (তাদের) সুসংবাদদাতা এবং (পরিণতি সম্পর্কে) ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি।[১]

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

أَنَا شَاهِدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ،

–আমি (আজকের দিনের মত) কিয়ামত দিবসেও তোমাদের সাক্ষী হবো।[২]

২. মুনযির (الْمُنْذِرُ) ঃ পাপী ও অপরাধীদের জন্য ভীতিপ্রদর্শনকারী। পবিত্র কুরআন এরশাদ হচ্ছে–

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ﴿٧﴾

–হে রসূল! আপনি তো (পাপীদের জন্য দোযখের শাস্তির) ভীতিপ্রদর্শনকারী।[৩]

কাসীদার দ্বিতীয় ছত্রে 'নাযীর' (نَذِيْرْ) নামের বর্ণনায় এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. হায়িদ (الْحَائِدُ) ঃ পৃথককারী! অর্থাৎ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে দোযখ থেকে পৃথককারী।

৪. শাফীক (شَفِيْق) ঃ স্নেহপরবশ, দয়ালু। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের প্রতি অত্যন্ত স্নেপরবশ ও দয়ালু। 'রাউফ' ও রাহীম' নামের বর্ণনায় এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. রাফীক (رَفِيْق) ঃ বন্ধু। 'হাবীব' (حَبِيْبْ) নামের বর্ণনায় এ সম্পর্কে কাসীদার ১৩নং ছত্রে আলোচনা করা হয়েছে।

১. আল কুরআন : সূরা আল ফাতাহ, ৪৮/৮;
২. হাকীম : আল মুসতাদ্‌রাক, ১/৩৬৫;
৩. আল কুরআন : সূরা রা'আদ, ১৩/৭;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৬. **ওয়ালা (وَلِيٌّ)** ঃ অভিভাবক, সাহায্যকারী।

৭. **হামীম (حَمِيْمٌ)** ঃ পরম বন্ধু। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۞

–নিশ্চয় তোমাদের সাহায্যকারী ও বন্ধু তো আল্লাহ ও তাঁর রসূল।[১]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

اَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ،

–যার কোন অভিভাবক (ওলী) নেই আমি তার অভিভাবক।[২]

অথবা 'ওলী' সানে নৈকট্যধন্য। অর্থাৎ হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার অতি নৈকট্যধন্য বান্দা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেলায়তের শেষ সোপানে উপনীত হয়েছেন। তাই তাঁকে 'ওলী' নামে অভিহিত করা হয়।

১. আল কুরআন : সূরা মায়েদা, ৫/৫৫;
২. নাসায়ী : সুনানুল কোবরা, ৪/৭৭; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মাসনাদ, ৪/১৩৩;

॥ বাইশ ॥

هُوَ الْاَحْسَنُ الْاَجْوَدُ الْاَشْجَعُ ★ اَغَرُّ الْجَبِيْنِ جَمِيْلٌ وَسِيْمٌ

কাসীদার এ লাইনে ৬টি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি নাম মুবারক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীর মুবারকের সৌন্দর্য এবং শারীরিক শক্তি ও অন্যান্য গুণাবলীর মূর্তপ্রতীক।

১. **আহসান (اَلْاَحْسَنُ)** ঃ পরম সুন্দর।

২. **আজওয়াদ (اَلْاَجْوَدُ)** ঃ অত্যধিক দানশীল।

৩. **আশ্‌জাউ (اَلْاَشْجَعُ)** ঃ অত্যন্ত সাহসী। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ،

–নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, লোকদের মধ্যে অত্যন্ত দানশীল এবং লোকদের মধ্যে অতি সাহসী ছিলেন।[১]

৪. **আগার্‌রুল জাবীন (اَغَرُّ الْجَبِيْنِ)** ঃ উজ্জ্বল ললাট বিশিষ্ট। হযরত হিন্দ ইবনে আবূ হালাহ থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ، وَاسِعَ الْجَبِيْنِ،

–রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রঙ ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং ললাট প্রশস্ত।[২]

১. বোখারী : আস্ সহীহ, باب اذا فرعوا بالليل, ১০/২৪৫; যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ৩/১২০;
২. তিরমিযী : শামায়েল, পৃ. ৮২১; তাবরানী : মু'জামুল কাবীর, ১৬/২৭;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৫. জামীল (جَمِيْلٌ) ঃ সুন্দর, মনোরম।

৬. ওয়াসীম (وَسِيْمٌ) ঃ সুন্দর, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। হযরত জাবির ইবনে সামরাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ ،

–রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ অপেক্ষাও অনেক বেশী সুন্দর ছিলেন।[১]

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ১০/৬; তিরমিযী : শামায়েল, পৃ. ৮২২; বায়হাকী : দালায়িলুন নবূয়ত, ১/১২৯;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ তেইশ ॥

هُوَ الْاَبْيَضُ الْاَبْلَجُ الْاَدْعَجُ ★ جَلِيْلُ الْمُشَاشِ مَلِيْحٌ قَسِيْمٌ

কাসীদার এ লাইনে ৬টি পবিত্র নাম রয়েছে। প্রতি নাম মুবারক হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শারীরিক সৌন্দর্যের প্রতি ইঙ্গিত করে।

১. আবইয়াদু (اَلْاَبْيَضُ) ঃ শুভ্র।

২. আবলাজু (اَلْاَبْلَجُ) ঃ সুস্পষ্ট ভ্রুধারী ব্যক্তি, শুভ্র-সুন্দর প্রশস্ত চেহরাধারী ব্যক্তি।

৩. আদআজু (اَلْاَدْعَجُ) ঃ কালো ডাগর চোখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

৪. জালীলুল মুশাশ (جَلِيْلُ الْمُشَاشِ) ঃ সুঠাম দেহী ব্যক্তি।

৫। মালীহ (مَلِيْحٌ) ঃ কান্তিমান, লাবণ্যময়।

৬। কাসীম (قَسِيْمٌ) ঃ সুদর্শন ব্যক্তি।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ مُشْرَبٌ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ أَهْدَبَ الْأَشْفَارِ جَلِيلَ الْمُشَاشِ ،

–রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রঙ লালচে সাদা ছিল। তাঁর পবিত্র চক্ষু অত্যধিক কৃষ্ণবর্ণ ছিল। পলক দীর্ঘ এবং গ্রন্থি সংযোজনের অস্থি ও সবল ছিল।[১]

হযরত আবূ তোফাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ ،

–হুযূর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা ছিলো কান্তিময় শুভ্র।[১]

[১]. তিরমিযী : আস্ সুনান, ১২/৯০, হাদীস নং ৩৫৭১; তাবরিযী : মিশকাত, باب فضائل سيد, পৃ. ২৫৯, হাদীস নং ৫৭৯১; তিরমিযী : শাসায়েল, পৃ. ৮২০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

॥ চব্বিশ ॥

بَشَارَةُ عِيْسِي وَوَعْظُ الْكَلِيْمِ ☆ دُعَاءُ الْبَرَاهِيْمِ عِنْدَ الْحَطِيْمِ

কাসীদার এ ছত্রে দু'টি বরকতময় নাম বর্ণিত হয়েছে। যা পূর্ববর্তী নবীগণ কর্তৃক হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চর্চা করার প্রতি ইঙ্গিত বহন করেন।

১. **বিশারাতু ঈসা** (بَشَارَةُ عِيْسِي) ঃ হযরত ঈসার সুসংবাদ।

২. **ওয়াজুল কালীম** (وَعْظُ الْكَلِيْمِ) ঃ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের ওয়াজ।

২. **দুআউল বারাহীম** (دُعَاءُ الْبَرَاهِيْمِ) ঃ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর দোয়া।

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে ইমাম আহমদ, ইবনে হিব্বান এবং আল-হাকিম হাদীসে বর্ণনা করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

اَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبُشْرَى عِيسَى ،

–আমি হলাম আমার আদি পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর দোয়া, এবং ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর সুসংবাদ।[১]

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম-এর দোয়া পবিত্র কুরআনে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে–

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولٗا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ

ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

–হে আমাদের রব! (আমার বংশ থেকে) তাদের কাছে একজন (সম্মানিত) রসূল প্রেরণ করুন। যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদেরকে

১. মুসলিম : আস্ সহীহ, ১১/৫০০, হাদীস নং ৪৩১৫; বায়হাকী : দালায়েলুন নবুয়ত, ১/৪৪১;
২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪৫/২২৬ ;

শুনাবেন এবং তাদেরকে কিতাব, হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি মহা পরাক্রমশালী, পরম কুশলী।[১]

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম-এর ভবিষ্যত বাণী সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃতি–

وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُۖ ﴿٦﴾

–এবং আমি ওই সম্মানিত রসূলের আগমনের সুসংবাদ প্রদানকারী যিনি আমার পরে আগমন করবেন এবং যাঁর নাম আহমদ।[২]

১. আল কুরআন : সূরা বাক্বারা, ২/১২৯;
২. আল কুরআন : সূরা আস্ সফ, ৬১/৬;

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ পঁচিশ ॥

مُحَمَّدُ الْمُرْسَلُ الْمُنْتَقِي الْمُقَدَّسُ ✯ عَنْ كُلِّ وَصْفٍ ذَمِيْمِ

কাসীদার এ ছত্রে চারটি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি বরকতময় নাম হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পুতঃপবিত্র চরিত্র এবং প্রশংসার প্রতি ঈঙ্গিত করে।

১। মুহাম্মদ (مُحَمَّدٌ) ঃ চির প্রশংসিত।

হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বাধিক নাম 'মুহাম্মদ' ও 'আহমদ'।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলার এরশাদ করেছেন–

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﴿٢٩﴾

–মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রসূল।[১]

'মুহাম্মদ' শব্দের অর্থ– اَلَّذِيْ يُحْمَدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ অর্থাৎ ওই মহান সত্তা যাঁর বার বার প্রশংসা করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রশংসা সবর্দা কোন সৌন্দর্য ও গুণের কারণে করা হয়। কোন ত্রুটি ও দোষের প্রশংসা করা হয় না। সুতরাং এ নামের অভিধানগত অর্থ দ্বারা বুঝা যায় যে, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবীয় সকল দোষত্রুটি ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পুতঃপবিত্র। এ পবিত্র নাম তাঁর সৃষ্টিগতভাবেই বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিণ সকল প্রকারের দোষত্রুটি থেকে পবিত্র হওয়ার উজ্জ্বল দলীল।

পবিত্র কুরআন মজীদে এ রকতময়ী নাম চারবার এসেছে। যেমন, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪৪; সূরা আহযাব, আয়াত ৪০; সূরা মুহাম্মদ আয়াত ২, এবং সূরা ফাতাহ আয়াত ২৯।

২। মুরসাল (اَلْمُرْسَلُ) ঃ প্রেরিত রসূল। আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾

–(হে মাহবূব!) নিশ্চয় আপনি (প্রেরিত) রসূলগণের অন্তভুক্ত।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা ফাতাহ, ৪৮/২৯;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩। মুন্‌তাকা (اَلْمُنْتَقِي) ঃ পুতঃপবিত্র। এ নামের ব্যাখ্যা ১০ নং কাসীদা 'নাকী' (نَقِيْ) নামের আলোচনা করা হয়েছে।

৪। মুকাদ্দাস (اَلْمُقَدَّسُ) ঃ পবিত্র। পূর্ববর্তী কতেক কিতাবে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পবিত্র নাম বিদ্যমান ছিল। এটার কয়েকটি অর্থ হতে পারে।

এক. ওই সত্তা যাঁকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে।
দুই. যাঁকে খারাপ চরিত্র এবং বাজে গুণাবলী থেকে পবিত্র রাখা হয়েছে- যা তাঁর মর্যাদার যোগ্য নয়।
তিন. ওই মহান ব্যক্তি যাঁকে অন্যের উপরে মর্যাদা দান করা হয়েছে।
চার. ওই মহান সত্তা যাঁর প্রতি সর্বদা দরূদ-সালাম প্রেরণ করা হয়।[২]

[১]. আল কুরআন : সূরা ইয়াসীন, ৩৬/৩;
[২]. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসাররাত (উর্দু), পৃ. ২৫৬;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ ছাব্বিশ ॥

أَبُوْ الطَّيِّبِ الْاَعْظَمُ الْمُرْتَضِي ✯ أَبُوْ الطَّاهِرِ السَّيِّدِ الْمُسْتَقِيْم

কাসীদার এ লাইনে ৬টি নাম রয়েছে। প্রতিটি নাম হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে।

১. আবূত তায়্যিব (أَبُوْ الطَّيِّب) ঃ আবূত তায়্যিব।

২. আবূত তাহির (أَبُوْ الطَّاهِر) ঃ আবূত তাহির।

উপরিউক্ত দু'টি নাম মূলতঃ হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কুনিয়ত (উপনাম)। কাউকে সম্মান করার জন্য আরবে 'কুনিয়াত' বা উপনামে ডাকা হয়। কতেক আলিম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি আবার কেউ কেউ তিনটি কুনিয়াত উল্লেখ করেছেন। যেমন, আবূল কাসিম, আবূল ইব্‌রাহীম, আবূল আরামিল ও আবূল মু'মিনীন।

আবূল কাসিম, আবূত তাহির, আবূত তায়্যিব, আবূ ইব্‌রাহীম- এ চারটি কুনিয়াত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারজন সাহেবজাদার নামের সাথে সম্পৃক্ত। তবে সঠিক অভিমত হচ্ছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহেবজাদা ছিলেন তিনজন। তাঁদের মধ্যে একজন সাহেবজাদার নাম আবদুল্লাহ। তাঁকে 'তায়্যিব' ও 'তাহির' উভয় নামে ডাকা হতো। এ নাম অনুসারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুনিয়াত হচ্ছে আবূত তায়্যিব ও আবূত তাহির।[১]

আবূল আরামিল (أَبُو الْاَرَامِل) ঃ অর্থ বিধবাদের অভিভাবক। যেহেতু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের অসহায় বিধবাদের নিরাপত্তাদাতা ছিলেন তাই তাঁকে এ উপনামে ডাকা হয়। এ উপনাম তাওরিত শরীফে উল্লেখ ছিল।[২]

[১]. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসাররাত (উর্দু), পৃ. ২৪৮;
[২]. যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ৪/২৩০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আবূল মু'মিনীন (أَبُوْ الْمُؤْمِنِيْن) ঃ মু'মিনদের পিতা। নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য। বরং উম্মতের নিকট নবীর মর্যাদা আপন জন্মদাতা পিতার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ ،

–আমি তোমাদের পিতার মত, তোমাদেরকে (দ্বীনের) শিক্ষা দিয়ে থাকি।[১]

৩. 'আযম (اَلْاَعْظَمُ) ঃ অর্থ মহত্তর, সুমহান, মহানতম। আল্লাহর তাআলার সৃষ্টির মধ্যে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবদিক দিয়ে সুমহান মর্যাদার অধিকারী। তাই তিনি 'আযম' (اَعْظَمُ) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৪. মুরতাযা (اَلْمُرْتَضِي) ঃ ওই প্রিয় বান্দা, যার প্রতি তাঁর মালিক সন্তুষ্ট হয়ে ভালবাসতে থাকেন। এবং যাঁকে নিজ বদান্যতার জন্য মনোনীত করেছেন।[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

–আর আপনার রব অতিসত্তর আপনাকে (এতেপরিমাণ) দান করবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।[৩]

৫. সায়্যিদ (السَّيِّد) ঃ মালিক, প্রধান, যাঁর অনুসরণ করা হয়, যাঁর কথা মানা হয়। নিজ প্রয়োজনে যাঁর প্রতি ধাবিত হতে হয়। এ সব অর্থেই হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিজগতের 'সায়্যিদ'। হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

[১]. নাসায়ী : আস্ সুনান, النهي عن الاستطابة, ১/৭৭; আবূ দাউদ : আস্ সুনান, ১/১২; ইবনে মাজাহ, আস্ সুনান, ১/৩৭৪; তাবরিযী : মিশকাত, باب اداب الخلاء, পৃ. ৭৫;
[২]. সালিহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৫১০;
[৩]. আল কুরআন : সূরা দ্বোহা ৯৩/৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

أَنَا سَيِّدُ الْقَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،

–আমি কিয়ামত দিবসে লোকদের প্রধান হবো।[১]

৬. মুস্তাকীম (الْمُسْتَقِيْم) ঃ সরল ও সঠিক পথ। কাসীদার ১২ নং ছত্রে এ নামের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

[১]. বুখারী : আস্ সহীহ, كتاب الانبياء, ১১/১২৩, হাদীস নং ১২১৫; মুসলিম, আস্ সহীহ, كتاب الايمان, ১/১৮৪;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ সাতাশ ॥

وَاَحْمَدُ اِسْمٌ اَتِيْ فِيْ الْكُتُبِ ☆ وَاِنْجِيْلَ عِيْسِيْ وَلَوْحِ الْكَلِيْم

কাসীদার এ ছত্রে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্তাবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত। তা হচ্ছে–

১. আহমদ (اَحْمَدُ) ঃ সবার চেয়ে বেশী (স্রষ্টার) প্রশংসাকারী। এটা 'তুলনামূলক বিশেষ্য' (اِسْمِ تَفْضِيْل)-এর শব্দরূপ। যাতে প্রশংসার অর্থে আধিক্য (مُبَالغَة) বিদ্যমান। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত প্রশংসাকারী।[১]

ধরার বুকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের পূর্বে কারো নাম 'আহমদ' ছিলনা।[২] হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম স্বীয় উম্মতগণকে হুযূরের শুভাগমনের সুসংবাদ দিতে গিয়ে এ নাম বলেছেন।[৩] পূর্ববর্তী আসমানা কিতাবগুলোতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বরকতময় নামে বেশী প্রসিদ্ধ ছিলেন।

[১]. কাযী আয়ায : আশ্ শিফা, ১/৩১২;
[২]. পূর্বোক্ত, পৃ. ১/৩১৩;
[৩]. আল কুরআন : সূরা আস্ সাফ, ৬১:৬;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ আটাশ ॥

وَكُلُّ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ✯ بِهِ بَشَّرُوْا مُنْذُ عَصْرٍ قَدِيْمٍ

যুগে যুগে প্রত্যেক সম্মানিত নবী ও রসূলগণ পৃথিবীতে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের কথা তাঁদের নিজ নিজ উম্মতের কাছে প্রচার করার কথা কাসীদার এ ছত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

॥ উনত্রিশ ॥

وَفَارَ قُلِيْطٌ اُحِيْدٌ اُحَادٌ ✯ مَجِيْدٌ نَجِيْدٌ رَقِيْبٌ زَعِيْمٌ

কাসীদার এ লাইনে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাতটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নাম মুবারকের উল্লেখ রয়েছে।

১. ফারাক্বলীত্ব (فَارَ قُلِيْطٌ) ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ বরকতময় নাম ইন্‌জীল শরীফে বর্ণিত হয়েছে। অর্থ 'আল্লাহর রূহ' (رُوْحُ الْحَقِّ)। ইবনে আসীর বলেন, এটার অর্থ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী।[১]

২. ওহীদ (اُحِيْدٌ) ঃ অর্থ নিজ উম্মতকে (দোযখের) আগুন থেকে রক্ষাকারী। এ নামটিও তাওরীত শরীফে বর্ণিত হয়েছে।[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

اِسْمِي فِي التَّوراةِ أُحِيْدٌ؛ لأَنِّي أُحِيدُ أُمَّتِي عن النَّارِ ، وَاسْمِيْ فِي الزَّبُورِ : الْمَاحِي ، مَحَا اللهُ بِي عبدةَ الأوثانِ ، واسْمِي في الإنجيلِ : أَحْمَدُ ، وفي القُرْآنِ : مُحَمَّدٌ؛ لأَنِّي محمُود فِي أَهْلِ السَّماءِ والأَرْضِ ،

[১]. নাবহানী : আন্‌ওয়ারুল মুহাম্মদীয়া, পৃ. ১৪৩;
[২]. যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ৪/১৭২; কাযী আয়ায : আশ্ শিফা, ১/৩২২; সূয়ূতী : আর রিয়ালুল আনিকা, পৃ. ৫৮;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমার নাম কুরআনে মুহাম্মদ, ইনজীলে আহমদ, আর তাওরাতে ওহীদ। আর আমাকে 'ওহীদ' নামে এ জন্য নামাকিত করেছেন যে, আমি আমার উম্মতকে দোযখের আগুন থেকে মুক্ত করিয়ে এক দিকে নিয়ে যাবে।[১]

৩. উহাদ (اُحَادٌ) ঃ একক। এটা 'ওয়াহিদ' (وَاحِدٌ) শব্দ থেকে রূপান্তরিত বিশেষ্য (اِسْمِ عَدَدٍ)। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সকল মর্যাদার একক স্থানীয় হওয়ার কারণে তাঁকে এ নামে ডাকা হয়।

৪. মজীদ (مَجِيْدٌ) ঃ সম্মান, মহামর্যাদাবান।

৫. নাজীদ (نَجِيْدٌ) ঃ বীর পুরুষ, বাহাদুর।

৬. রাকীব (رَقِيْبٌ) ঃ (উম্মতের) রক্ষক। মর্যাদাবোধ সম্পন্ন।

৭. যাঈম (زَعِيْمٌ) ঃ নবীগণের প্রধান।

[১]. কুরতুবী : তাফসীর-ই কুরতুবী, ১৮/৮৪; ইবনে আদিল : তাফসীর-ই লুবাব, ১৫/২৫৯; (এ হাদীস টি অন্য মতনে বর্ণিত হয়েছে কাসতালানী : আল মাওয়াহিব, ২/৫৪; সূয়ূতী : আর রিয়াযুল আনীকা ফী শরহি আসমাহ খায়রিল খালীফা, পৃ. ৫৮; খাফাজী : নাসিমুর রিয়ায, ৩/২৮২; এ বর্ণিত আছে।)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ ত্রিশ ॥

شَهِيْدٌ عَلي النَّاسِ يَوْمَ الْحِسَاب ☆ عِمَادٌ مَلاَذٌ شَفِيْعُ الْاَنَيْم

কাসীদার এ লাইনে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি নামের উল্লেখ করা হয়েছে।

১। শহীদ (شَهِيْدٌ) ঃ কিয়ামত দিবসে লোকের সাক্ষ্যদাতা। সব বিষয়ে জ্ঞাত। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে–

وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ ﴿١٤٣﴾

–আর (আমার এ সম্মানিত) রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবেন।[১]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন,

إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ،

–আমি তোমাদের অগ্রে হবো এবং আমি তোমাদের উপর সাক্ষী হবে।[২]

আল্লামা আলী কারী এ হাদীসের ব্যাখ্যার লিখেছেন যে,

وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ أَيْ مُطَّلِعٌ عَلى أَحْوَالِكُمْ إِذْ تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ أَوْ أَنَا شَاهِدٌ لَكُمْ وَمُثْنٌ عَلَيْكُمْ ،

–আর আমি তোমাদের উপর শহীদ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থাসমূহ সম্পর্কে অবগত। আর তা আমার সমীপে পেশ করা হয়। অথবা আমি তোমাদের জন্য সাক্ষী। আর তোমাদের ভাল কাজসমূহের প্রশংসাকারী।[৩]

২. 'ইমাদ (عِمَادٌ) ঃ স্তম্ভ। অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দ্বীনের মহা স্তম্ভ। দ্বীন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

---

[১]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১৪৩;
[২]. বোখারী : আস্ সহীহ, ৩য় খণ্ড, كتاب المناقب, হাদীস নং ১৩১৭; মুসলিম : আস্ সহীহ, ১১/৪১৫;
[৩]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ, ১১/২৩;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৩. মালায (مَلاَذٌ) ঃ আশ্রয়স্থল। সকল প্রকার বিপদের সময় উম্মতের একমাত্র আশ্রয়স্থল হচ্ছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

৪. শাফীঈ (شَفِيْعٌ) ঃ সুপারিশকারী। কাসীদার ১ম ছত্রে এ বরকতময় নাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ একত্রিশ ॥

رَسُوْلٌ شَفُوْقٌ عَزِيْزٌ حَرِيْص ✯ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَحِيْم

কাসীদার এ ছত্রে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়টি পবিত্র নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি বরকতময় নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক একটি গুণের প্রতি নির্দেশ করে।

১। **রসূল** (رَسُوْلٌ) ঃ আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষ। এ মুবারক নামের ব্যাখ্যা কাসীদার দ্বিতীয় লাইনে করা হয়েছে।

২। **শাফূক** (شَفُوْقٌ) ঃ উম্মতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ন।

৩। **আযীয** (عَزِيْزٌ) ঃ বিজয়ী, সম্মানিত অতুলনীয়।

৪। **হারীস** (حَرِيْصٌ) ঃ মঙ্গলকামী। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের ঈমানের পথ এবং হিদায়তের উপর অবিচল থাকতে অত্যন্ত আকাঙ্খী থাকতেন।

৫। **রউফ** (رَؤُفٌ) ঃ অত্যন্ত দয়ালু।

৬। **রাহীম** (رَحِيْمٌ) ঃ দয়ার্দ্র।

উপরিউক্ত সব কয়টি নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

–নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে (এক সম্মানিত) রসূল তাশরীফ এনেছেন, তোমরা কষ্টে ও বিপদে পড়া তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক, তিনি তোমাদের মঙ্গল ও হিদায়তের বড় আকাঙ্খী এবং মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও দয়ার্দ্র।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা তাওবা, ৯/১২৮;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ বত্রিশ ॥

وَبَرٌّ وَبَحْرٌ حَنَانٌ لَطِيْفٌ ✯ وَلِلْمُذْنِبِيْنَ شَفِيْعٌ عَظِيْم

কাসীদার এ লাইনে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি নাম মুবারক উল্লেখ আছে। যেমন–

১. **বাররু** (بَرٌّ) ঃ পূণ্যের মূর্তপ্রতীক। অনুগ্রহপরায়ন, ওয়াদা রক্ষাকারী।[১]

২. **বাহরুন হানান** (وَبَحْرٌ حَنَانٌ) ঃ দয়ার সমুদ্র।

৩. **লতীফ** (لَطِيْفٌ) ঃ কোমল, অনুগ্রহপরায়ন।

৪. **শফীয়ুন** (شَفِيْعٌ) ঃ সুপারিশকারী ।

প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান চরিত্রে উক্ত গুণগুলো পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল বলেই তাঁকে এ সব বরকতময় নামে ডাকা হয়।

[১]. সুয়ূতী : আর রিয়াযুল আনীকা, পৃ. ৬৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ তেত্রিশ ॥

عَلِيُّ الْمَقَامِ شَفِيْعُ الْاَنَام ✯ وَمِفْتَاحُ اَبْوَابِ دَارِ النَّعِيْمِ

এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিনটি বরকতময় নাম বর্ণিত হয়েছে। শাফী' (شَفِيْعٌ) নামের ব্যাখ্যা কাসীদার ১ম ছত্রে করা হয়েছে। অপর দু'টি নাম হচ্ছে–

১. **আলী (عَلِيٌّ) ঃ** উচ্চমর্যাদাবান নবী।

২. **মিফতাহুল জান্নাহ্ (مِفْتَاحُ الْجَنَّة) ঃ** জান্নাতের দ্বার উম্মোচনকারী। অর্থাৎ হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে অন্য কারো জন্য জান্নাতের দ্বার খোলা হবেনা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জান্নাতের উদ্বোধন করবেন।[১]

[১]. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসাররাত, পৃ. ২৬৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ চৌত্রিশ ॥

نَبِيُّ الْوَرٰي خَاتِمُ الْاَنْبِيَاء ✯ رَسُوْلٌ اَتَانَا بِدِيْنٍ قَوِيْم

কাসীদার এ ছত্রে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিনটি নাম মুবারক বর্ণিত হয়েছে। 'রসূল' (رَسُوْلٌ) ও 'নবী' (نَبِيٌّ)'র আলোচনা কাসীদার ১ম ও ২য় ছত্রে করা হয়েছে। এখানে শুধু 'খাতিমুল আম্বিয়া' এর উপর আলোচনা করা হলো।

১. **খাতিমুল আম্বিয়া (خَاتِمُ الْاَنْبِيَاء) ঃ** নবীগণের আগমনের ধারা পরিসমাপ্তকারী। 'খাতিম' (خَاتِمٌ)শব্দের অর্থ আকৃতি (خَلْقٌ) ও প্রকৃতিতে (خُلْقٌ) সমস্ত নবী থেকে বেশী সৌন্দর্যের অধিকারী। আর হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণের প্রধান হওয়ার কারণে সৌন্দর্যের মূর্তপ্রতীক। আংটিকেও খাতিম (خاتم) বলা হয়। যেভাবে সৌন্দর্যের জন্য আংটি পড়া হয়, তেমনি যখন নবুয়্যতের ধারা পরিসমাপ্তি হলো তখন তা ওই মোহরের মত হয়ে গেলো যা পত্রের পরিসমাপ্তিতে এর উপর লাগানো হয়।[১]

আল্লাহ তাআলার এরশাদ–

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّـۧنَ ﴿٤٠﴾

–মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন বরং আল্লাহর রসূল এবং খাতামুন নবীয়্যিন (অর্থাৎ নবুয়্যাতের ধারা পরিসমাপ্তকারী)।[২]

[১]. সালিহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৪৫২;
[২]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩/৪০;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ،

–আমি শেষ নবী। আমার পরে কোন নবী আসবে না।[১]

[১]. তিরমিযী : আল জা'মে, كتاب الفتن, ৪/৪৯৯; আবূ দাউদ : আস্ সুনান, كتاب الفتن والملاحم, ৪/৯৭;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

اِمَامُ الْهُدٰي سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْن ★ كَرِيْمُ السَّجَا يَا غِيَاثُ الْهَضِيْم

কাসীদার এ ছত্রে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র চারটি বরকতময় নাম উল্লেখ হয়েছে।

১. **ইমামুল হুদা** (اِمَامُ الْهُدٰي) ঃ হিদায়তের ইমাম। অর্থাৎ হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই মানবজাতি সঠিক পথের দিশা লাভ করেছে এবং করবে।

২. **সায়্যিদুল মুরসালীন** (سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ) ঃ রসূলগণের প্রধান। অর্থাৎ সম্মান, মর্যাদা ও মহত্ত্বে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থান সবার শীর্ষে।

৩. **করিম** (كَرِيْمُ) ঃ দানশীল। কাসীদার ১ম ছত্রে এ পবিত্র নামের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. **গিয়াস** (غِيَاثُ) ঃ সাহায্যকারী। আল্লাহ-তাআলা নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে মাখলুককে সাহায্য করেছেন। লোকেরা গোমরাহী ও মুর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেন। মরুভূমির সাধারণ মেষপালকদেরকে পৃথিবীর শাসনকর্তার আসনে বসিয়ে দেন।[১]

[১]. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসাররাত, পৃ. ২৪০,২৪১;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

॥ ছত্রিশ ॥

خَطِيْبُ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ☆ فَصِيْحُ الْبَيَانِ كَدُرٍّ نَظِيْمٍ

কাসীদার এ লাইনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দু'টি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে।

১. খতীব (خَطِيْبُ) ঃ বক্তা। এখানে বক্তৃতা মানে ওই বক্তৃতা উদ্দেশ্য যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত দিবসে শাফায়াতের অনুমতি প্রার্থনার জন্য প্রদান করবেন। তিনি সকল নবী-রসূলের সম্মুখভাগে থাকবেন আর আল্লাহর হামদ-প্রশংসা সম্বলিত এমন ভাষণ দিবেন যা ইতিপূর্বে কেউ শুনেনি। তারপর তিনি শাফায়াতের কার্যক্রম শুরু করবেন। ওই সময় সকল নবী-রাসূল নিজেদের উপর হুযূরের মর্যাদা ও ফযীলত স্বীকার করবেন।[১]

শাফায়াতের বর্ণনা সম্বলিত হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

كُنْتُ إِمَامُ النَّبِيِّنَ وَخَطِيْبَهُمْ،

–আমি নবীগণের ইমাম ও তাঁদের খতীব।[২]

২. ফাসীহুল বয়ান (فَصِيْحُ الْبَيَانِ) ঃ প্রাঞ্জলভাষী। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত আরবের মধ্যে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাষী ছিলেন। স্বল্প ভাষায় অধিক অর্থপূর্ণ কথা বলতে সক্ষম ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো বাগ্মী পুরুষ সারা আরবে ছিল না।

---

১. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসাররাত, পৃ. ২৮০;
২. যুরকানী : মাওয়াহিব, পৃ. ১২৮;

॥ সাইত্রিশ ॥

اِمَامُ النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ☆ وَهَادٍ وَدَاعٍ بِاِذْنِ الْكَرِيْمِ

কাসীদার এ লাইনে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে।

১. ইমামুল নবীয়্যিন (اِمَامُ النَّبِيِّنَ) ঃ নবীগণের ইমাম।

২. ইমামুল মুরসালীন (اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ) ঃ রসূলগণের ইমাম।

৩. হাদি (هَادٍ) ঃ হিদায়ত (সঠিক পথ) প্রদানকারী।[১] আল্লাহ তাআলার বাণী–

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾

–(হে রসূল!) আপনি তো (অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে শাস্তির) ভীতিপ্রদর্শনকারী এবং (দুনিয়ার) প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর জন্য হিদায়ত (সঠিক পথ) প্রদর্শনকারী।[২]

হযরত হাস্সান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন–

يا الله! ما حَمَلَتْ أُنثى وَلاَ وَضَعَتْ

مِثْلَ النَّبِيِّ، نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الهَادِيْ،

–আল্লাহর শপথ! আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি উম্মতের হাদী (হিদায়তদাতা) নবীর মত কোন পুরুষ কোন নারী না উদরে নিয়েছে, না জন্ম দিয়েছে।[৩]

---

১. ইবনে মানযুর : লিসানুল আরব, ১৫/৩৫৩;
২. আল কুরআন : সূরা রা'দ, ১৩/৭;
৩. হাসসান ইবনে সাবিত : দিওয়ান, পৃ. ৬৬; ইবনে সা'দ : আত তাবকাতুল কুবরা, ২/৩২১;

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪. দা'ঈ (دَاعٍ) ঃ আহবানকারী। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করতেন এবং এতে উৎসাহিত করতেন। আল্লাহর বাণী–

وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِۦ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾

–আর (আপনাকে) আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহর প্রতি আহ্বানকারী এবং উজ্জ্বল প্রদীপ বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।[১]

[১]. আল কুরআন : সূরা আহযাব, ৩৩/৪৬;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ আটত্রিশ ॥

خِتَامُ النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ ✯ مُقَفٍّ وَمَاحٍ قَثُوْمٌ مُقِيْم

কাসীদার এ ছত্রে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চারটি পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। কাসীদার ৩৪ তম লাইনে 'খাতিমুন নবী' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য নামগুলো হচ্ছে–

১. মুকাফ্ফি (مُقَفٍّ) ঃ অর্থ শেষ নবী, ওই সত্তা যার পর কোন নবী নেই।[১]

২. মাহি (مَاحٍ) ঃ নিশ্চিহ্নকারী। হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা অন্য নবীগণের তুলনায় কুফরকে বেশী নিশ্চিহ্ন করেছেন।[২]

৩. কাসূম (قَثُوْمٌ) ঃ সমস্ত বৈশিষ্ট্য, ফযিলত ও গুণাবলীর ধারক।[৩]

আবূ ইসহাক হারাভী থেকে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরশাদ করেছেন–

اَتَانِيْ مَلَكٌ فَقَالَ اَنْتَ قُثَمٌ وَ نَفْسُكَ مُطْمَئِنَّةٌ ،

–আমার কাছে একজন ফিরিশতা এসে বললেন, আপনি 'কুসাম' (সমস্ত ফযিলত ও কামালের ধারক) এবং আপনার নাফস প্রশান্তিময়।[৪]

৪। মুকীম (مُقِيْمٌ) ঃ (উত্তম রীতি-নীতি) প্রতিষ্ঠাকারী। তাওরাত ও যবূর শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ পবিত্র নাম বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূরবর্তী নবী-রসূলগণের সুন্নাতকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিষ্ঠাকারী।[৫]

[১]. যাহভী : সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/২৬;
[২]. আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী : আশআতুল লুমআত, ৪/৪৮২;
[৩]. সুয়ূতী : আর রিয়াযুল আনীকা, পৃ. ২২৪;
[৪]. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪; সালিহী : সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১/৪৯৭;
[৫]. ইমাম ফাসী : মাতালিউল মুসাররাত, পৃ. ২৫৫/২৫৬; যুরকানী : শরহুল মাওয়াহিব, ২/১৮৫;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

॥ ঊনচল্লিশ ও চল্লিশ ॥

خِتَامُ السَّلَامِ كَمِسْكِ الْخِتَام ✯ لِخَتْمِ الْكِرَامِ نَبِيٍّ فَخِيْم

وَاصْحَابُهُ الْاَصْفِيَاءُ الْكِرَام ✯ مَدَي الدَّهْرِ مَا دَامَ يَجْرِيْ النَّسِيْم

কাসীদার এ শেষ দু'লাইনে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবী-ই কিরামগণের প্রতি সালাম আরয করার মাধ্যমে কবি কাসীদার শুভ সমাপ্তি করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দরূদ শরীফের বচনে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছয়শতাধিক বরকতময় নাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৮. اَبُوْ الطَّاهِرِ [আবূত্ব ত্বাহিরু]

৯. اَتْقَى النَّاسِ [আত্কান্নাস]

১০. اَلْاَجْوَدُ [আল- আজওয়াদু]

১১. اَجْوَدُ النَّاسِ [আজওয়াদুন্নাস]

১২. اَجِيْرُ [আজীরু]

১৩. اَلْاَحَدُ [আল-আহাদু]

১৪. اَلْاَحْسَنُ [আল-আহসানু]

১৫. اَحْسَنُ النَّاسِ [আহসানুন্নাস]

১৬. اَحْمَدُ [আহমাদু]

১৭. اُحَادُ [উহাদু]

১৮. اُحَيْدٌ [উহীদুন]

১৯. اَلْاَخِذُ بِالْحُجْرَاتِ [আল-আখিযু বিল-হুজ্রাত]

২০. اَلْاَخِرُ [আল-আখিরু]

২১. اخِذُ الصَّدَقَاتِ [আখিযুস-সাদাকাত]

২২. اَلْاَخْشِي [আল-আখ্শা]

২৩. اَدْعَجُ [আদ্'আজু]

২৪. اَعْظَمُ [আ'যামু]

২৫. لله اُذُنُ خَيْرٍ [লিল্লাহি উযুনু খায়রিন]

২৬. اَرْجَحُ النَّاسِ عَقْلاً [আরজাহুন্নাসি আক্লান]

২৭. اَرْحَمُ النَّاسِ بِالْعِيَالِ [আরহামুন্নাসি বিল্ আয়ালি]

২৮. اَلْاَزْهَارُ [আল-আয্হারু]

২৯. اَلْاَسْلَمُ [আল-আস্লামু]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَسْمَاءُ سَيِّدِنَا وَ نَبِيِّنَا وَ مَوْلِينَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

পাক-পবিত্র অবস্থায় প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর পূর্বে বা সুবিধা মতো যে-কোন সময়ে অতি ভক্তি-মুহাব্বত ও আগ্রহ সহকারে হুযূর নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ধ্যানকে হৃদয়পটে নিবদ্ধ করে প্রত্যেক নাম শরীফ পাঠ করলে এ সৌভাগ্যের আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দীদার (সাক্ষাৎ) দ্বারা ধন্য করবেন। প্রথমে এভাবে শুরু করবেন–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

উক্ত দরূদের বচনে **'মুহাম্মাদ'** নাম শরীফের স্থলে অন্যান্য নাম সংযোজন করে প্রতিটি নাম মুবারকের উপর পৃথক পৃথকভাবে দরূদ শরীফ পড়া যায়। অথবা প্রত্যেক নামের শুরুতে 'সায়্যিদুনা' যোগ করে ধারাবাহিকভাবে নাম মুবারকগুলো পড়ে যাবেন। আর প্রতিটি নাম মুবারকের শেষে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' পড়বেন। এতে দরূদের সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে সাওয়াবও বেশি হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

১. مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ [মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ]

॥ ১ ॥

২. اَلْاٰمِرُ بِاللهِ [আল আ-মিরু বিল্লাহ]

৩. اَلْاَبْطَحِيُّ [আল- আব্তাহিয়্যু]

৪. اَبْيَضُ النَّاسِ [আবইয়াদুন্ নাস]

৫. اَبْلَجُ النَّاسِ [আবলাজুন্ নাস]

৬. اَبُوْ الطَّيِّبُ [আবূত্ব ত্বায়্যিবু]

৭. اَبُوْ اِبْرَاهِيْمَ [আবূ ইবরাহীমা]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৩০. اَسْلَمُ النَّاسِ [আস্‌লামুন্নাস]
৩১. اَشْجَعُ النَّاسِ [আশ্‌জাউন্নাস]
৩২. اَلْاَصْدَقُ فِيْ اللهِ [আল-আসদাকু ফিল্লাহ]
৩৩. اَطْيَبُ النَّاسِ رِيْحًا [আত্বইয়াবুন্ নাসি রীহান]
৩৪. اَعْلَمُ النَّاسِ [আ'লামুন নাস]
৩৫. اَغَرُّ الْجَبِيْنِ [আগার্‌রুল জাবীন]
৩৬. اَلْاَغَرُّ بِاللهِ [আল-আগাররু বিল্লাহ]
৩৭. اَكْلَيْلُ [ইকলীলু]
৩৮. اَكْثَرُ النَّاسِ تَبَعًا [আক্‌ছারুন্নাসি তাবায়ান]
৩৯. اَلْاَكْرَامُ [আল-আক্‌রামু]
৪০. اَكْرَمُ النَّاسِ [আকরামুন্নাস]
৪১. اَكْرَمُ وُلْدِ آدَمَ [আক্‌রামু উলদি আদাম]
৪২. اَلْمَصُّ [আল মাস্‌সু]
৪৩. اِمَامُ الْخَيْرِ [ইমামুল-খায়রি]
৪৪. اِمَامُ النَّاسِ [ইমামুন্ নাস]
৪৫. اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ [ইমামুল-মুত্তাকীন]
৪৬. امام المرسلين [ইমামুল মুরসালীন]
৪৭. اِمَامُ النَّبِيِّيْنَ [ইমামুন্নাবিয়্যীন]
৪৮. اَلْاِمَامُ [আল-ইমাম]
৪৯. اَلْاَمِرُ [আল-আ-মিরু]
৫০. اَلْاَمِنُ [আল আ-মিনু]
৫১. اَمَنَةُ اَصْحَابِهِ [আম্‌নাতু আস্‌হাবিহি]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৫২. اَلْاَمِيْنُ [আল-আমী-নু]
৫৩. اَلْاُمِّيُّ [আল-উম্মিয়্যু]
৫৪. اَنْعَمُ اللهِ [আন্‌আমুল্লাহ]
৫৫. اَوَّلُ شَافِعٍ [আওয়ালু শাফিইন]
৫৬. اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ [আওয়ালুল্ মুসলিমীন]
৫৭. اَوَّلُ الْمُشَفَّعِ [আওয়ালুল্ মুশাফ্‌ফা'ই]
৫৮. اَوْلِ لِّلْمُسْلِمِيْنَ [আওলালিল মুসলিমীন]
৫৯. اَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ الْاَرْضِ [আওয়ালু মাইয়ান্ শাক্‌কুল-আরদ্বি]

॥ ব ॥

৬০. بَحْرُ حَنَانٍ [বাহারু হানানিন]
৬২. اَلْبَارُّ [আল বা-র]
৬৩. اَلْبَاسِطُ [আল-বাসিতু]
৬৪. اَلْبَاطِنُ [আল-বাতিনু]
৬৫. اَلْبَرُّ [আল-বাররু]
৬৬. اَلْبُرْهَانُ [আল-বুরহানু]
৬৭. بَسِيْمُ [বাসীমুন]
৬৮. بَشَرٌ [বাশারুন]
৬৯. بُشْرِي [বুশরা]
৭০. اَلْبَشِيْرُ [আল-বাশীরু]
৭১. بِشَارَةُ عِيْسٰى [বিশারুতু ঈসা]
৭২. اَلْبَصَرُ [আল-বাসারু]
৭৩. اَلْبَلِيْغُ [আল-বালিগু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৭৪. بَالِغُ الْبَيَانِ [বালিগুল বয়ান]

৭৫. اَلْبَيِّنَةُ [আল-বায়্যিনাতু]

॥ ت ॥

৭৬. اَلتَّالِيْ [আত্তা-লী-]

৭৭. اَلتَّذْكِرَةُ [আত্তায্কিরাতু]

৭৮. اَلتَّقِيُّ [আত্তাকীয়্যু]

৭৯. اَلتَّنْزِيْلُ [আত্তান্যীলু]

৮০. اَلتِّهَامِيْ [আত্তিহামী]

॥ ث ॥

৮১. اَلثَّنِيْنِ [ইছনায়নি]

৮২. ثِمَالُ الْيَتَامٰى [সিমালুল ইয়াতামা]

॥ ج ॥

৮৩. اَلْجَبَّارُ [আল-জাব্বারু]

৮৪. اَلْجَدُّ [আল-জাদ্দু]

৮৫. جَسِيْمٌ [জাসীমুন]

৮৬. جَلِيْلٌ [জালীলুন]

৮৭. جَلِيْلُ الْمُشَاشِ [জালীলুল মুশাশ]

৮৮. جَمِيْلٌ [জামীলুন]

৮৯. اَلْجَامِعُ [আল-জামিউ]

৯০. جَوَامِعُ الْكَلِمِ [জাওয়ামিউল্-কালিম]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

॥ ح ॥

৯১. حَاتِمٌ [হাতীমুন]

৯২. حَرِيْصٌ [হারীসুন]

৯৩. حِزْبُ اللهِ [হিযবুল্লাহ]

৯৪. حَاسِيْبٌ [হাসীবুন]

৯৫. اَلْحَاشِرُ [আল হাশিরু]

৯৬. اَلْحَافِظُ [আল-হাফিযু]

৯৭. اَلْحَاكِمُ بِمَا اَرَاهُ اللهُ [আল-হাকিমু বিমা আরাহুল্লাহু]

৯৮. حَمِيْمٌ [হামীমুন]

৯৯. اَلْحَامِدُ [আল-হামিদু]

১০০. حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ [হামিলু লিওয়ায়িল হাম্দি]

১০১. اَلْحَائِدُ لِاُمَّتِهِ عَنِ النَّارِ [আল হা'ইদু লি উম্মাতিহি আনিন্ নার]

১০২. اَلْحَبِيْبُ [আল-হাবীবু]

১০৩. حَرْبُ اللهِ [হারবুল্লাহ]

১০৪. اَلْحَفِيُّ [আল-হাফী]

১০৫. اَلْحَفِيْظُ [আল-হাফীযু]

১০৬. اَلْحَقُّ [আল-হাক্কু]

১০৭. اَلْحَكِيْمُ [আল-হাকীমু]

১০৮. اَلْحَلِيْمُ [আল-হালীমু]

১০৯. حَمَّادٌ [হাম্মাদুন]

১১০. حَمْطَايَا [হামত্বায়া]

১১১. يَا حَمْيَاطَا [ইয়া হামইয়াতা]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

১১২. حمعسق [হা-মীম-আইন্-সীন্-ক্বাফ্]

১১৩. اَلْحَمِيْدُ [আল-হামীদু]

১১৪. اَلْحَنِيْفُ [আল-হানীফু]

॥ خ ॥

১১৫. خَبِيْرٌ [খাবীরুন]

১১৬. خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ [খাতামুন্নাবিয়্যীন]

১১৭. خَاتَمُ الْمُرْسَلِيْنَ [খাতিমুল মুরসালীন]

১১৮. اَلْخَاتَمُ [আল খাতিমু]

১১৯. اَلْخَازِنُ كَمَالِ اللهِ [আল-খাযিনু কামালুল্লাহি]

১২০. اَلْخَاشِعُ [আল-খাশি'উ]

১২১. اَلْخَاضِعُ [আল-খাদ্বিউ]

১২২. اَلْخَالِصُ [আল খালিসু]

১২৩. خَطِيْبُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْاُمَمِ [খাতীবুল-আম্বিয়ায়ি ওয়াল্ উমামি]

১২৪. خَطِيْبُ الْوَافِدِيْنَ عَلَى اللهِ [খাতীবুল-ওয়াফিদীনা আলাল্লাহি]

১২৫. خُلُقٌ عَظِيْمٌ [খুলকুন আযীম]

১২৬. خَلِيْقٌ [খালীকুন]

১২৭. اَلْخَلِيْلُ [আল খালীলু]

১২৮. خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ [খালীলুর রাহমান]

১২৯. اَلْخَلِيْفَةُ [আল খালীফাতু]

১৩০. خَيْرُ الْاَنْبِيَاءِ [খায়রুল- আম্বিয়া]

১৩১. خَيْرُ الْبَرِيَّةِ [খায়রুল বারিয়্যাহ]

১৩২. خَيْرُ خَلْقِ اللهِ [খায়রু খালকিল্লাহ্]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

১৩৩. خَيْرُ الْعَالَمِيْنَ [খায়রুল আলামীন]

১৩৪. خَيْرُ النَّاسِ [খায়রুন্ নাস]

১৩৫. خَيْرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ [খায়রু হাযিহিল্ উম্মাতি]

॥ د ॥

১৩৬. دَارُ الْحِكْمَةِ [দারুল্-হিকমাতি]

১৩৭. اَلدَّاعِيْ اِلَى اللهِ [আদ্ দা'ঈ ইলাল্লাহি]

১৩৮. دَعْوَةُ اِبْرَاهِيْمَ [দা'ওয়াতু ইব্রাহীমা]

১৩৯. دَعْوَةُ النَّبِيِّيْنَ [দা'ওয়াতুন্নাবিয়্যীন]

১৪০. دَلِيْلُ الْخَيْرَاتِ [দালীলুল্-খায়রাতি]

॥ ذ ॥

১৪১. ذَخِيْرَةُ اللهِ [যাখীরুতুল্লাহ]

১৪২. اَلذَّاكِرُ [আয্যাকিরু]

১৪৩. اَلذِّكْرُ [আয্যিকরু]

১৪৪. ذِكْرُ اللهِ [যিকরুল্লাহ]

১৪৫. ذُوْ حُرْمَةٍ [যূ হুরমাতিন]

১৪৬. ذُوْ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ [যুল্হাওদ্বিল মাওরূদ]

১৪৭. ذُوْ الْخُلُقِ الْعَظِيْمِ [যুল-খুলুকিল আযীম]

১৪৮. ذُوْ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ [যুস-সিরাতিল মুস্তাকীম]

১৪৯. ذُوْ عِزٍّ [যূ ইয্যিন]

১৫০. ذُوْ الْعَطَاءِ [যুল 'আত্বা -]

১৫১. ذُوْ الْقُوَّةِ [যুল কুওয়াতি]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

১৫২. ذُوْ الْفَضْلِ [যুল-ফাদ্বলিন]

১৫৩. ذُوْ الْمُعْجِزَاتِ [যুল-মু'জিযাতি]

১৫৪. ذُوْ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ [যুল-মাকামিল মাহমূদ]

১৫৫. ذُوْ مَكَانَةٍ [যূ মাকানাতীন]

১৫৬. ذُوْ الْوَسِيْلَةِ [যুল- ওয়াসীলাতি]

॥ র ॥

১৫৭. اَلرَّاضِعُ [আর-রাদ্বি'উ]

১৫৮. اَلرَّاضِيْ [আর-রা-দ্বী]

১৫৯. اَلرَّافِعُ [আর-রাফি'উ]

১৬০. رَاكِبُ الْبُرَاقِ [রাকিবুল্-বুরাকি]

১৬১. اَلرَّاهِبُ [আর রাহিবু]

১৬২. رَاكِبُ الْبَعِيْرِ [রাকিবুল বা'ইরী]

১৬৩. رَاكِبُ الْجَمَلِ [রাকিবুল জামালি]

১৬৪. رَاكِبُ النَّاقَةِ [রাকিবুন্ না-ক্বাতি]

১৬৫. رَاكِبُ النَّجِيْبِ [রাকিবুন্নাজীবি]

১৬৬. اَلرَّحْمَةُ [আর-রাহমতু]

১৬৭. رَحْمَةُ الْاُمَّةِ [রাহমাতুল-উম্মাতি]

১৬৮. رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ [রাহমাতুল্লিল-আলামীন]

১৬৯. رَحْمَةٌ مُّهْدَاةٌ [রাহমাতুম্-মুহদাতুন]

১৭০. اَلرَّحِيْمُ [আর রাহীমু]

১৭১. اَلرَّسُوْلُ [আর-রাসূলু]

১৭২. اَلرَّاحَةُ [আর রাহাতু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

১৭৩. رَسُوْلُ الرَّحْمَةِ [রাসূলুর-রাহমাতি]

১৭৪. رَسُوْلُ اللهِ [রাসূলুল্লাহ]

১৭৫. رَسُوْلُ الْمَلَاحِمِ [রাসূলুল-মালাহিমি]

১৭৬. اَلرَّشِيْدُ [আর-রাশীদু]

১৭৭. رَفِيْقٌ [রাফীকুন]

১৭৮. اَلرَّفِيْعُ [আর-রাফী'উ]

১৭৯. رَافِعُ الْمَرَاتِبِ [রাফিউল-মারাতিবি]

১৮০. رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ [রাফীউদ্-দারাজাতি]

১৮১. اَلرَّقِيْبُ [আর-রাকীবু]

১৮২. رَقِيْمٌ [রাক্বীমুন]

১৮৩. رُوْحُ الْحَقِّ [রূ-হুল হক্কী]

১৮৪. رُوْحُ الْقِسْطِ [রূ-হুল ক্বিসত্বি]

১৮৫. رُوْحُ الْقُدُسِ [রূ-হুল কুদ্সি]

১৮৬. رِوَاءُ الْعَلِيْلِ [রেওয়াউল 'আলীল]

১৮১. اَلرَّؤُفُ [আর-রাউফু]

১৮৮. رُكْنُ الْمُتَوَاضِعِيْنَ [রুকনুল্-মুতাওয়াদ্বিঈন]

॥ য ॥

১৮৯. اَلزَّاهِدُ [আয-যাহিদু]

১৯০. زَعِيْمُ الْاَنْبِيَاءِ [যা'ঈমুল-আম্বিয়ায়ি]

১৯১. اَلزَّكِيُّ [আয-যাকিয়্যু]

১৯২. زَيْنُ الْعِبَادِ [যায়নুল-'ইবাদি]

১৯৩. اَلزَّمْزَمِيُّ [আয-যামযামিয়্যু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

১৯৪. زَيْنٌ مَّنْ وَافٰى الْقِيَامَةِ [যায়নুম্-মাও ওয়াফাল কিয়ামাতি]

॥ স ॥

১৯৫. اَلسَّابِقُ [আস্-সাবিকু]

১৯৬. اَلسَّابِقُ بِالْخَيْرَاتِ [আস্-সাবিকু বিল খায়রাতি]

১৯৭. سَابِقُ الْعَرَبِ [সাবিকুল-আরবি]

১৯৮. سَائِقٌ [সায়িকুন]

১৯৯. اَلسَّاجِدُ [আস্-সাজিদু]

২০০. سَبِيْلُ اللهِ [সাবীলুল্লাহি]

২০১. سَدِيْدٌ [সাদীদুন]

২০২. اَلسِّرَاجُ [আস্-সিরাজু]

২০৩. اَلْمُنِيْرُ [আল-মুনীরু]

২০৪. اَلسَّعِيْدُ [আস্-সাঈদু]

২০৫. سَعْدُ اللهِ [সা'দুল্লাহি]

২০৬. سَعْدَ الْخَلَائِقِ [সা'দাল খালাইকি]

২০৭. اَلسَّمِيْعُ [আস্-সামীউ]

২০৮. اَلسَّلَامُ [আস্-সালামু]

২০৯. اَلسَّيِّدُ [আস্-সায়্যিদু]

২১০. سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ [সায়্যিদু উল্দি আদামা]

২১১. سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ [সায়্যিদুল মুরসালীন]

২১২. سَيِّدُ النَّاسِ [সায়্যিদুন্নাসি]

২১৩. سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ [সায়্যিদুল-কাওনায়ন]

২১৪. سَيِّدُ الثَّقَلَيْنِ [সায়্যিদুছ-ছাকালায়ন]

২১৫. سَيْفُ اللهِ الْمَسْلُوْلِ [সায়ফুল্লাহিল-মাস্লুল]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

২১৬. سَيِّدُ الْفَرِيْقَيْنِ [সায়্যিদুল-ফারীকায়ন]

॥ ش ॥

২১৭. اَلشَّارِعُ [আশ্-শারিউ]

২১৮. اَلشَّافِعُ [আশ শা-ফিউ]

২১৯. شِفَاءُ السَّقِيْمِ [শিফাউস্ সাক্বীম]

২২০. شَفِيْقٌ [শাফীকুন]

২২১. شَفُوْقٌ [শাফূকুন]

২২২. اَلشَّفِيْعُ [আশ্-শাফীউ]

২২৩. اَلشَّاكِرُ [আশ্-শাকিরু]

২২৪. اَلشَّاهِدُ [আশ্ শা-হিদু]

২২৫. اَلشُّكَّارُ [আশ-শুক্কারু]

২২৬. اَلشَّكُوْرُ [আশ-শাকূরু]

২২৭. اَلشَّمْسُ [আশ্-শামসু]

২২৮. اَلشَّهِيْدُ [আশ্-শাহীদু]

॥ ص ॥

২২৯. اَلصَّابِرُ [আস্-সাবিরু]

২৩০. اَلصَّاحِبُ [আস্-সাহিবু]

২৩১. صَاحِبُ الْاٰيَاتِ [সাহিবুল আয়াতি]

২৩২. صَاحِبُ الْاِزَارِ [সাহিবুল ইযার]

২৩৩. صَاحِبُ الْبُرَاقِ [সাহিবুল বোরাক্ব]

২৩৪. صَاحِبُ الْفَرَجِ [সাহিবুল ফারাজ]

২৩৫.. صَاحِبُ الْمُعْجِزَاتِ [সাহিবুল্-মু'জিযাতি]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

২৩৬. صَاحِبُ الْبُرْهَانِ [সাহিবুল্-বুরহানি]
২৩৭. صَاحِبُ الْبَيَانِ [সাহিবুল্-বয়ান]
২৩৮. صَاحِبُ التَّاجِ [সাহিবুত্-তাজি]
২৩৯. صَاحِبُ الْجِهَادِ [সাহিবুল্-জিহাদ]
২৪০. صَاحِبُ الْحُجَّةِ [সাহিবুল্-হুজ্জাতি]
২৪১. صَاحِبُ الْحَطِيْمِ [সাহিবুল্-হাতীম]
২৪২. صَاحِبُ الْحَوْضِ الْمَوْرُوْدِ [সাহিবুল্-হাওদ্বিল মাওরুদি]
২৪৩. صَاحِبُ الْحَاتِمِ [সাহিবুল্-হা-তিমি]
২৪৪. صَاحِبُ الْخَيْرِ [সাহিবুল্-খায়রি]
২৪৫. صَاحِبُ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ [সাহিবুদ্-দারাজাতির রাফীআহ]
২৪৬. صَاحِبُ الرِّدَاءِ [সাহিবুর রিদাই]
২৪৭. صَاحِبُ الْاَزْوَاجِ الطَّاهِرَاتِ [সাহিবুল্-আযওয়াজিত্ তাহিরাত]
২৪৮. صَاحِبُ السُّجُوْدِ لِرَبِّ الْمَحْمُوْدِ [সাহিবুস্-সুজুদি লি-রাব্বীল মাহমূদি]
২৪৯. صَاحِبُ الْبَرَايَا [সাহিবুল্-বারায়া]
২৫০. صَاحِبُ السُّلْطَانُ [সাহিবুস্-সুলতানি]
২৫১. صَاحِبُ السَّيْفِ [সাহিবুস্-সাইফি]
২৫২. صَاحِبُ الشَّرْعِ [সাহিবুশ্-শার'ঈ]
২৫৩. صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ الْكُبْرٰى [সাহিবুশ্-শাফাআতিল্ কুবরা]
২৫৪. صَاحِبُ الْعَطَايَا [সাহিবুল্-আতায়া]
২৫৫. صَاحِبُ الْعَلَامَاتِ الْبَاهِرَاتِ [সাহিবুল্-আলামাতিল্ বাহিরাতি]
২৫৬. صَاحِبُ الْعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ [সাহিবুল্-উলুব্বি ওয়াদ্দারাজাতি]
২৫৭. صَاحِبُ الْفَضِيْلَةِ [সাহিবুল্-ফাযীলাতি]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

২৫৮. صَاحِبُ الْفَرْحِ [সাহিবুল্-ফার্হি]
২৫৯. صَاحِبُ النَّاقِيْبِ [সাহিবুন্-নাকীব]
২৬০. صَاحِبُ الْقَضِيْبِ الْاَصْغَرِ [সাহিবুল্-কাদ্বীবিল্ আসগার]
২৬১. صَاحِبُ قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ [সাহিবুল্-কাওলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু]
২৬২. صَاحِبُ الْقَدَمِ [সাহিবুল্-কাদামি]
২৬৩. صَاحِبُ الْكَوْثَرِ [সাহিবুল্-কাওসার]
২৬৪. صَاحِبُ اللِّوَاءِ [সাহিবুল্-লিওয়ায়ি]
২৬৫. صَاحِبُ الْمَحْشَرِ [সাহিবুল্-মাহ্শারি]
২৬৬. صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ [সাহিবুল্-মাকামিল মাহমূদ]
২৬৭. صَاحِبُ الْمِنْبَرِ [সাহিবুল মিম্বারি]
২৬৮. صَاحِبُ الْمِحْرَابِ [সাহিবুল্-মিহ্রাবি]
২৬৯. صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ [সাহিবুন্-না'আলাইন]
২৭০. صَاحِبُ الْهِرَاوَةِ [সাহিবুল্-হিরাওয়াতি]
২৭১. صَاحِبُ الْوَسِيْلَةِ [সাহিবুল্-ওয়াসীলাতি]
২৭২. صَاحِبُ الْمَدِيْنَةِ [সাহিবুল মাদীনাতি]
২৭৩. صَاحِبُ الْمَظْهَرِ الْمَشْهُوْرِ [সাহিবুল-মাযাহারিল্ মাশহূর]
২৭৪. صَاحِبُ الْمِعْرَاجِ [সাহিবুল মি'রাজ]
২৭৫. صَاحِبُ الْمِغْفَارِ [সাহিবুল মিগ্ফারি]
২৭৬. صَاحِبُ النَّعِيْمِ [সাহিবুন্-না'ঈম]
২৭৭. اَلصَّادِعُ بِمَا اُمِرَ [আস্-সাদিউ বিমা উমিরা]
২৭৮. صَالِحٌ [সালিহুন]
২৭৯. صِدْقٌ [সিদ্কুন]

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

২৮০. اَلصَّادِقُ [আস্-সাদিকু]

২৮১. اَلصَّبُوْرُ [আস্-সাবূরু]

২৮২. اَلصِّدِّيْقُ [আস্-সিদকু]

২৮৩. صِرَاطُ اللهِ [সিরাতুল্লাহি]

২৮৮. صَفِيُّ اللهِ [সাফীউল্লাহ]

২৮৯. صَمِيْمٌ [সামীমুন]

২৯০. صِرَاطُ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [সিরাতুল্লাযীনা আন্-আমতা আলায়হিম]

২৯১. اَلصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ [আস্-সিরাতুল মুস্তাকীমু]

২৯২. صَحِيْحُ الْاِسْلَامِ [সাহীহুল ইসলাম]

২৯৩. اَلصُّفُوْحُ عَنِ الزَّلَاتِ الصَّفُوْفَةِ [আস-সুফূহু আনিয-যাল্লাতিস্ সাফ্ওয়াতি]

২৯৪. اَلصَّفِيُّ الصَّائِحُ [আস্-সফীয়্যুস সাইহু]

॥ ض ॥

২৯৫. اَلضَّارِبُ بِالْجَامِ الْمَثْلُوْمِ [আদ্-দ্বারিবু বি-ইলজামিল্ মাছ্লূমি]

২৯৬. اَلضَّحَّاكُ الضَّحُوْكِ [আদ্-দ্বাহাকুদ্ দ্বাহুকি]

॥ ط ॥

২৯৭. طَالِبٌ [ত্বালিবুন]

২৯৮. طَالِيْقٌ [ত্বালীকুন]

২৯৯. اَلطَّاهِرُ [আত্ব-ত্বাহিরু]

৩০০. اَلطَّيِّبُ [আত্ব-ত্বায়্যিবু]

৩০১. طَس [ত্বোয়া-সীন]

৩০২. طَسم [ত্বোয়া-সীন-মীন]

৩০৩. طه [ত্বোয়া-হা]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৩০৪. اَلطَّيِّبُ [আত্বতীবু]

॥ ظ ॥

৩০৫. اَلظَّاهِرُ [আয্-যাহিরু]

৩০৬. اَلظَّفُوْرُ [আয্-যাফূরু]

৩০৭. اَلظَّافِرُ [আয্-যাফিরু]

॥ ع ॥

৩০৮. اَلْعَابِدُ [আল্-আবিদু]

৩০৯. اَلْعَائِذُ [আল্-আয়িযু]

৩১০. اَلْعَادِلُ [আল্-আদিল]

৩১১. اَلْعَظِيْمُ [আল্-আযীমু]

৩১২. اَلْعَافِيْ [আল-আফীয়ু]

৩১৩. عَفِيْفٌ [আফীফুন]

৩১৪. اَلْعَاقِبُ [আল্-আ-কিবু]

৩১৫. اَلْعَالِمُ [আল্-আলিমু]

৩১৬. عَمِيْمٌ ['আমীমুন]

৩১৭. عِمَادٌ ['ইমাদুন]

৩১৮. عِلْمُ الْاِيْمَانِ [আলমুল্-ঈমানি]

৩১৯. عِلْمُ الْيَقِيْنِ [ইলমুল-ইয়াকীন]

৩২০. عَلَمُ الْيَقِيْنِ ['আলামুল ইয়াকীন]

৩২১. عَلَمُ الْهُدٰى ['আলামুল হুদা]

৩২২. اَلْعَالِمُ بِالْحَقِّ [আল-আলিমু বিল-হক্কী]

৩২৩. عَبْدُ اللهِ [আবদুল্লাহ]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৩২৪. اَلْعَبْدُ الْكَرِيْمُ [আল-আবদুল কারীম]
৩২৫. عَبْدُ الْجَبَّارِ [আবদুল-জাব্বার]
৩২৬. عَبْدُ الْحَمِيْدِ [আবদুল হামীদ]
৩২৭. عَبْدُ الْمَجِيْدُ [আবদুল মাজীদ]
৩২৮. عَبْدُ الْوَهَّابِ [আবদুল ওয়াহ্হাব]
৩২৯. عَبْدُ الْغَفَّارِ [আবদুল গাফ্ফার]
৩৩০. عَبْدُ الْغِيَاثِ [আবদুল গিয়াছ]
৩৩১. عَبْدُ الْخَالِقِ [আবদুল খালিক]
৩৩২. عَبْدُ الرَّحِيْمُ [আবদুর রহীম]
৩৩৩. عَبْدُ الرَّزَّاقِ [আবদুর রায্যাক]
৩৩৪. عَبْدُ السَّلَامِ [আবদুস্ সালাম]
৩৩৫. عَبْدُ الْقَادِرِ [আবদুল কা-দির]
৩৩৬. عَبْدُ الْقُدُّوْسِ [আবদুল কুদ্দূস]
৩৩৭. عَبْدُ الْقَهَّارُ [আবদুল কাহ্হার]
৩৩৮. عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ [আবদুল মুহায়মিনি]
৩৩৯. اَلْعَدْلُ [আল-আদ্লু]
৩৪০. اَلْعَرَبِيُّ [আল আরাবীয়্যু]
৩৪১. اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقٰى [আল-উরওয়াতুল উছকা]
৩৪২. اَلْعَزِيْزُ [আল আযীযু]
৩৪৩. عِزُّ الْعَرَبِ [‘ইয্যুল আরবি]
৩৪৪. اَلْعَطُوْفُ [আল আত্ফু]
৩৪৫. اَلْعَفُوُّ [আল আফূভ্ভু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৩৪৬. اَلْعَلِيْمُ [আল-আলীমু]
৩৪৭. اَلْعَلِيُّ [আল-আলিয়্যু]
৩৪৮. عَيْنُ النَّعِيْمِ [‘আইনুন নাঈম]
৩৪৯. عَيْنُ الْعِزِّ [‘আইনুল ইয্যি]
৩৫০. عَيْنُ الْغُرِّ [‘আইনুল গুর্‌রি]
৩৫১. عَيْنُ الْفَرَغِ [আইনুল ফারাগি]

॥ غ ॥

৩৫২. اَلْغَالِبُ [আল-গালিবু]
৩৫৩. اَلْغَفُوْرُ [আল-গাফূরু]
৩৫৪. اَلْغَنِيُّ [আল-গানিয়্যু]
৩৫৫. اَلْغَنِيُّ بِاللهِ [আল-গানিয়্যু বিল্লাহি]
৩৫৬. اَلْغَيْثُ [আল-গাইছু]
৩৫৭. اَلْغَوْثُ [আল গাওছু]
৩৫৮. اَلْغِيَاثُ [আল-গিয়াছু]

॥ ف ॥

৩৫৯. اَلْفَاتِحُ [আল ফাতিখু]
৩৬০. اَلْفَانِحُ [আল ফানিহু]
৩৬১. اَلْفَارُ قَلِيْتُ [আল ফারকালীতু]
৩৬২. اَلْفَارِقُ [আল ফারিকু]
৩৬৩. اَلْفَارُوْقُ [আল ফারূকু]
৩৬৪. اَلْفَتَّاحُ [আল ফাত্তাহু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৩৬৫. اَلْفَخْرُ [আল ফাখরু]
৩৬৬. فَخِيْمٌ [ফাখীমুন]
৩৬৭. اَلْفَرْطُ [আল ফারতু]
৩৬৮. اَلْفَصِيْحُ [আল ফাসীহ]
৩৬৯. فَاضِلٌ [ফাদ্বীলুন]
৩৭০. فَضْلُ اللهِ [ফাদ্বলুল্লাহ]
৩৭১. فَاتِحُ النُّوْرِ [ফাতিহুন্ নূর]

॥ ق ॥

৩৭২. اَلْقَاسِمُ [আল কাসিমু]
৩৭৩. اَلْقَاضِيْ [আল কাদ্বিয়্যু]
৩৭৪. اَلْقَانِتُ [আল ক্বানিতু]
৩৭৫. قَائِدُ الْخَيْرِ [ক্বায়িদুল খায়রি]
৩৭৬. قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ [ক্বায়িদুল গুর্‌রিল মুহাজ্জালীনা]
৩৭৭. اَلْقَائِلُ [আল কায়িলু]
৩৭৮. اَلْقَائِمُ [আল কায়িমু]
৩৭৯. اَلْقَتَّالُ [আল কাত্তালু]
৩৮০. اَلْقَتُوْلُ [আল কাতূলু]
৩৮১. قُثَمٌ [কুছুমুন]
৩৮২. اَلْقَثُوْمُ [আল কাছূমু]
৩৮৩. قَدِيْمٌ [ক্বাদীমুন]
৩৮৪. قَدَمُ الصِّدِّقِ [কাদামুছ্ ছিদ্‌কী]
৩৮৫. اَلْقُرَشِيُّ [আল কারাশিয়্যু]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৩৮৬. اَلْقَرِيْبُ [আল কারীবু]
৩৮৭. اَلْقَمَرُ [আল ক্বামারু]
৩৮৮. قَوِيٌّ [ক্বাভিয়ুন]
৩৮৯. اَلْقَيُّمُ [আল ক্বায়্যিমু]
৩৯০. اَبُوْ الْقَاسِمِ [আবূল ক্বাসিম]

॥ ك ॥

৩৯১. كَافَّةً لِّلنَّاسِ [কাফ্‌ফাতুল্ লিন্ নাসি]
৩৯২. اَلْكَفِيْلُ [আল কাফীলু]
৩৯৩. اَلْكَامِلُ فِيْ جَمِيْعِ اُمُوْرِهٖ [আল কামিলু ফী জামী'ঈ উমূরিহী]
৩৯৪. اَلْكَرِيْمُ [আল কারীমু]
৩৯৫. كَلِيْمُ اللهِ [কালীমুল্লাহ]
৩৯৬. كَافٌّ [ক্বাফ্‌ফিন]
৩৯৭. كَاشِفُ الْكُرَبِ [ক্বাসিফুল কুরাব]
৩৯৮. كهيعص [ক্বাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ]

॥ ل ॥

৩৯৯. اَللِّسَانُ [আল-লিসানু]
৪০০. لَطِيْفٌ [লাত্বীফুন]

॥ م ॥

৪০১. اَلْمَاجِدُ [আল-মাজিদু]
৪০২. مَاْذُوْنٌ [মা'যূনুন]
৪০৩. اَلْمَاحِيْ [আল মাহিয়ু]

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৪০৪. اَلْمَاحُوْلُ [আল-মাহূল]

৪০৫. اَلْمَسَانِحُ [আল মাসানিহু]

৪০৬. اَلْمُبَارَكُ [আল মুবারাকু]

৪০৭. اَلْمُنْبَهِلُ [আল মুন্‌বাহিলু]

৪০৮. اَلْمُبِرُّ [আল মুবির্‌রু]

৪০৯. اَلْمُبَشِّرُ [আল মুবাশ্‌শিরু]

৪১০. مُبَشِّرُ الْيَاسِيْنْ [মুবাশ্‌শিরুল্ ইয়া-ইসীন]

৪১১. اَلْمَبْعُوْثُ بِالْحَقِّ [আল মাবউছু বিল হক্ব]

৪১২. اَلْمُبَلِّغُ [আল মুবাল্লিগু]

৪১৩. اَلْمُبِيْنُ [আল মুবীনু]

৪১৪. اَلْمَتِيْنُ [আল মাতীনু]

৪১৫. اَلْمِيْلُ الْمَرِيْضُ [আল মীলুল মারীযু]

৪১৬. مُحْيِ [মুহ্‌য়িন]

৪১৭. اَلْمَخْصُوْصُ [আল মাখ্‌সূস]

৪১৮. اَلْمُتَرَحِّمُ [আল মুতারাহ্‌হিমু]

৪১৯. اَلْمُتَضَرِّعُ [আল মুতাদ্বাররিয়ু]

৪২০. اَلْمُتَّقِيْ [আল মুত্তাকী]

৪২১. اَلْمَتْلُوْ عَلَيْهِ [আল মাত্‌লূ আলায়হি]

৪২২. اَلْمُتَجَهِدُ [আল মুতাজাহ্‌হিদু]

৪২৩. اَلْمُتَوَكِّلُ [আল মুতাওয়াক্কিলু]

৪২৪. اَلْمُتَثَبِّتُ [আল মুতাছাব্বিতু]

৪২৫. مُسْتَجَابٌ [মুস্তাজাবুন]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৪২৬. مُجِيْبٌ [মুজীবুন]

৪২৭. اَلْمُجْتَبِي [আল মুজতাবা]

৪২৮. اَلْمُجِيْرُ [আল মুজীরু]

৪২৯. اَلْمُحْرِصُ [আল মুহ্‌রিসু]

৪৩০. اَلْمُحَرِّمُ [আল মুহার্‌রিমু]

৪৩১. اَلْمَحْفُوْظُ [আল মাহফূযু]

৪৩২. اَلْمُحَلِّلُ [আল মুহাল্লিলু]

৪৩৩. مُحَمَّدٌ [মুহাম্মাদুন]

৪৩৪. اَلْمَحْمُوْدُ [আল মাহমূদু]

৪৩৫. اَلْمُخَيِّرُ [আল মুখায়্যিরু]

৪৩৬. اَلْمُخْتَارُ [আল মুখতারু]

৪৩৭. اَلْمَخْصُوْصُ بِالشَّرْفِ [আল মাখছূছু বিশ্ শার্‌ফ]

৪৩৮. اَلْمَخْصُوْصُ بِالْعِزِّ [আল মাখছূছু বিল্ ইয্‌যি]

৪৩৯. اَلْمَخْصُوْصُ بِالْمَجْدِ [আল মাখছূছু বিল মাজ্‌দি]

৪৪০. اَلْمُخْلِصُ [আল মুখলিছু]

৪৪১. اَلْمُدَّثِّرُ [আল মুদ্দাছ্‌ছিরু]

৪৪২. اَلْمَدَنِيُّ [আল মাদানীয়ু]

৪৪৩. مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ [মদীনাতুল ইল্‌মি]

৪৪৪. اَلْمَذَكِّرُ [আল মুযাক্‌কিরু]

৪৪৫. اَلْمَذْكُوْرُ [আর মায্‌কূরু]

৪৫৬. اَلْمُرْتَضِي [আল মুরতাদ্বা]

৪৪৭. اَلْمُزَّمِّلُ [আল মুয্‌যাম্মিলু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৪৪৮. اَلْمُرْتَحِيُّ [আল মুরতাহিয়ু]

৪৪৯. اَلْمَرْسُوْمُ [আল মারসূমু]

৪৫০. اَلْمُتَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ [আল মুতারাফিউদ্ দারাজাতি]

৪৫১. اَلْمَرْاءُ الْمُرُوَّةُ [আল মারউল মুরুওয়াতু

৪৫২. اَلْمُزَكِّيُّ [আল মুযাক্কিয়ু]

৪৫৩. اَلْمَسِيْحُ [আল মাসীহু]

৪৫৫. اَلْمَسْعُوْدُ [আল মাসঊদু]

৪৫৬. اَلْمُسْتَغْفِرُ [আল মুস্তাগ্ফিরু]

৪৫৭. اَلْمُسْتَغْنِي [আল মুস্তাগনা]

৪৫৮. اَلْمُسْتَقِيْمُ [আল মুস্তাকীমু]

৪৫৯. اَلْمُسْلِمُ [আল মুসলিমু]

৪৬০. اَلْمُسَلَّمُ [আল মুসাল্লামু]

৪৬১. اَلْمُتَبَادِرُ [আল মুতাবাদিরু]

৪৬২. اَلْمُشَفَّعُ [আল মুশাফ্ফা'উ]

৪৬৩. اَلْمَشْفُوْعُ [আল মাশফু'উ]

৪৬৪. اَلْمُسَفَّحُ [আল মুসাফ্ফাহু]

৪৬৫. اَلْمَشْهُوْرُ [আল মাশহূরু]

৪৬৬. اَلْمَسِيْرُ [আল মাসীরু]

৪৬৭. اَلْمِصْبَاحُ [আল মিস্বাহু]

৪৬৮. اَلْمُصَارِعُ [আল মুসারিউ]

৪৬৯. اَلْمُصَافِحُ [আল মুসাফিহু]

৪৭০. مُصَحِّحُ الْحَسَنَاتِ [মুসাহ্হিহুল হাসানাতি]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৪৭১. اَلْمَصْدُوْقُ [আল মাস্দূক]

৪৭২. اَلْمُصْطَفِي [আল মুসত্বাফা]

৪৭৩. اَلْمُصْلِحُ [আল মুসলিহু]

৪৭৪. اَلْمُصَلِّحُ [আল মুসাল্লিহু]

৪৭৫. اَلْمُصَلَّى عَلَيْهِ [আল মুসাল্লা আলায়হি]

৪৭৬. اَلْمُصَاعُ [আল মুসা'উ]

৪৭৭. اَلْمُطَهِّرُ [আল মুতাহ্হিরু]

৪৭৮. اَلْمُطَّلِعُ [আল মুত্তালি'উ]

৪৭৯. مُطَاعٌ [মুত্বা'উন]

৪৮০. اَلْمُطِيْعُ [আল মুতীউ']

৪৮১. اَلْمُظَفَّرُ [আল মুযাফ্ফারু]

৪৮২. اَلْمُعَزَّزُ [আল মুয়ায্যিযু]

৪৮৩. اَلْمَعْصُوْمُ [আল মা'সূমু]

৪৮৪. اَلْمُعْطِيْ [আল মু'তি]

৪৮৫. اَلْمُقْسِطُ [আল মুক্সিতু]

৪৮৬. اَلْمَقْصُوْصُ عَلَيْهِ [আল মাক্সূসু আলায়হি]

৪৮৭. اَلْمُقْضِيُ [আর মুকদ্দীয়ু]

৪৮৮. مُفَضِّلُ الْعَشِيْرَاتِ [মুফাদ্দ্বিলুল আশীরাতি]

৪৮৯. اَلْمُعَقِّبُ [আল মুয়াক্কিবু]

৪৯০. اَلْمُعَلِّمُ [আল মুয়াল্লিম]

৪৯১. مُعَلِّمُ اُمَّةِ الْعِلْمِ [মুয়াল্লিমু উম্মাতিল ইল্মি]

৪৯২. اَلْمُعْلِنُ الْمُعَلِّي [আল মু'লিনুল্ মু'আল্লা]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৪৯৩. اَلْمِفْتَاحُ [আল মিফতাহু]
৪৯৪. مِفْتَاحُ الْجَنَّة [মিফতাহুল জান্নাতি]
৪৯৫. اَلْمِفْضَالُ [আল মিফদ্বালু]
৪৯৬. اَلْمُفَضَّلُ [আল মুফাদ্বদ্বিলু]
৪৯৭. اَلْمُفَضَّلُ [আল মুফাদ্বদ্বালু]
৪৯৮. اَلْمُقَدَّسُ [আল মুকাদ্দাসু]
৪৯৯. اَلْمُقْرِئُ [আল মুকরীয়ু]
৫০০. مُقِيْمُ السُّنَّة الْقِرَة [মুকীমুস্ সুন্নাতিল কিরাতি]
৫০১. اَلْمُكَرَّمُ [আল মুকার্‌রামু]
৫০২. اَلْمُكْتَفِيْ [আল মুকতাফি]
৫০৩. اَلْمُكَفِّي [আল মুকাফ্‌ফা]
৫০৪. اَلْمَكِيْنُ [আল মাকীনু]
৫০৫. اَلْمَكِّيُّ [আল মাক্‌কিয়্যু]
৫০৬. اَلْمَلَاحِمِيْ [আল মালাহিমী]
৫০৭. مُلْقِي الْقُرْاَنُ [মুলকাল কুরআনু]
৫০৮. اَلْمَنُوْحُ [আল মানূহু]
৫০৯. اَلْمُنَادِي [আল মুনাদা]
৫১০. اَلْمُنْصِرُ [আল মুনসিরু]
৫১১. اَلْمُنْجِيُ [আল মুন্‌জিয়ু]
৫১২. اَلْمُنْذِرُ [আল মুনযিরু]
৫১৩. اَلْمُنَزَّلُ عَلَيْه [আল মানায্‌যালু আলাইহি]
৫১৪. اَلْمِنْهَاجُ [আল মিনহাজু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৫১৫. اَلْمُتَّصِفُ [আল মুত্তাসিফু]
৫১৬. اَلْمَنْصُوْرُ [আল মান্‌সূরু]
৫১৭. اَلْمُنِيْبُ [আল মুনীবু]
৫১৮. اَلْمُنِيْرُ [আল মুনীরু]
৫১৯. اَلْمُؤْمِنُ [আল মু'মিনু]
৫২০. اَلْمَوْلِي [আল মাওলা]
৫২১. اَلْمُوْحِيْ اِلَيْه [আল মূহা ইলায়হি]
৫২২. مَوْدُوْدٌ [মাওদূদুন]
৫২৩. اَلْمُوْصِلُ [আল মূসিলু]
৫২৪. اَلْمُؤَقِّرُ [আল মুওয়াক্‌কিরু]
৫২৫. اَلْمُوَلِّيُ [আল মুওয়াল্লিয়ু]
৫২৬. اَلْمُؤَيِّدُ [আল মুওয়ায়্যিদু]
৫২৭. اَلْمُؤَمِنُ [আল মুওয়ামিনু]
৫২৮. اَلْمُوْسِرُ [আল মূসিরু]
৫২৯. اَلْمُهَاجِرُ [আল মুহাজিরু]
৫৩০. اَلْمُهْتَدِيْ [আল মুহ্‌তাদা]
৫৩১. اَلْمَهْدِيُّ [আল মাহদিয়্যু]
৫৩২. اَلْمُهَيْمِنُ [আল মুহায়মিনু]
৫৩৩. اَلْمُبَشِّرُ [আল মুবাশ্‌শিরু]
৫৩৪. اَلْمُتَصَوِّرُ [আল মুতাসাব্বিরু]
৫৩৫. اَلْمُغِيْبُ [আল মুগীবু]
৫৩৬. مُقِيْلُ الْعَثْرَات [মুক্বীলুল 'আছরাত]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৫৩৭. مُؤْتَمِنٌ [মু'তামুন]
৫৩৮. مُقْتَفِيٌ [মুক্বতাফিয়ুন]
৫৩৯. مُسْتَغَاثٌ [মুসতাগাছুন]
৫৪০. مُرْسَلُوْنَ [মুরসালুন]
৫৪১. مُنْتَقِي [মুন্‌তাকান]
৫৪২. مَجِيْدٌ [মাজীদুন]
৫৪৩. مَلَاذٌ [মালা-যুন]
৫৪৪. مُقَفٌ [মুক্বাফ্‌ফিন]
৫৪৫. مَعْلُوْمٌ [মা'লূমুন]
৫৪৬. مَشْهُوْدٌ [মাশ্‌হূদুন]
৫৪৭. مَدْعُوٌّ [মাদ্‌উভ্‌ভুন]
৫৪৮. مُجَابٌ [মুজা-বুন]
৫৪৯. مَأْمُوْنٌ [মা'মূনুন]
৫৫০. مُؤَمِّلٌ [মু'আম্‌মিলুন]
৫৫১. مُصَدَّقٌ [মুসাদ্‌দাকুন]
৫৫২. مَوْصُوْلٌ [মাওসূলুন]
৫৫৩. مُهْدٍ [মুহ্‌দিন]
৫৫৪. مُقَدَّمٌ [মুক্বাদ্‌দামুন]
৫৫৫. مِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ [মিফ্‌তাহুর রহমাতি]

॥ ن ॥

৫৫৬. اَلنَّابِذُ [আন্ নাবিযু]
৫৫৭. اَلنَّاجِذُ [আন্নাজিযু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৫৫৮. اَلنَّاسُ [আন্‌নাসু]
৫৫৯. اَلنَّاسِخُ [আন্নাসিখু]
৫৬০. اَلنَّاشِرُ [আন্নাসিরু]
৫৬১. اَلنَّاصِحُ [আন্নাসিহু]
৫৬২. اَلنَّاطِقُ [আন্ নাতিকু]
৫৬৩. اَلنَّاهِيُ [আন্ নাহী]
৫৬৪. نَبِيُ الْاَحْمَرِ [নাবিয়্যুল আহমার]
৫৬৫. نَبِيُ الْاَسْوَدِ [নাবিয়্যুল আসওয়াদ]
৫৬৬. نَبِيُ التَّوْبَةِ [নাবিয়্যুত্ তাওবা]
৫৬৭. نَبِيُ الْحَرَمَيْنِ [নাবিয়্যুল হারামায়নি]
৫৬৮. نَبِيُ الرَّاحَةِ [নাবিয়্যুর্ রাহাত]
৫৬৯. نَبِيُ الرَّحْمَةِ [নবিয়্যুর্ রহমাতি]
৫৭০. اَلنَّبِيُ [আন্ নাবিয়্যু]
৫৭১. نَبِيُ اللهِ [নবিয়্যুল্লাহি]
৫৭২. نَبِيُ الْمَرْحَمَةِ [নবিয়্যুল মারহামাতি]
৫৭৩. نَبِيُ الْمُلْتَحِمَةِ [নবিয়্যুল মুলতাহিমাতি]
৫৭৪. نَبِيُ الْمَلَاحِمِ [নবিয়্যুল মালাহিম]
৫৭৫. اَلنَّبِيُ الْمُنَجِّمُ [আন্ নাবিয়্যুল মুনাজ্জিমু]
৫৭৬. اَلنَّبِيُ الثَّاقِبِ [আন্ নাবিয়্যুস্ সাকীব]
৬৭৭. نَجِيُ اللهِ [নাজিয়ুল্লাহ]
৫৭৮. اَلنَّذِيْرُ [আন্ নাযীরু]
৫৭৯. اَلنَّسِيْبُ [আন্ নাসীবু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৫৮০. نُصْحٌ [নুসহুন]

৫৮১. نَاصِحٌ [নাসিহুন]

৫৮২. اَلنِّعْمَةُ [আন্ নি'মাতু]

৫৮৩. نِعْمَةُ اللهِ [নি'মাতুল্লাহি]

৫৮৪. اَلنَّقِيْبُ [আন্ নাকীবু]

৫৮৫. اَلنَّقِيُّ [আন্ নাকিয়্যু]

৫৮৬. اَلنُّوْرُ [আন্ নূরু]

৫৮৭. اَلنُّوْرُ الَّذِيْ لَايُطْفٰى [আন্ নূরুল্ লাযী লা ইউত্বফা]

৫৮৮. نَبِيٌّ [নাবীহুন]

৫৮৯. نَجِيْبٌ [নাজীবুন]

৫৯০. نَجِيْدٌ [নাজীদুন]

৫৯১. نَبِيُّ الْوَرٰى [নবীয়ুল ওয়ারা-]

৫৯২. نَاصِرٌ [নাসিরুন]

৫৯৩. اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ [আন্নাজ্মুছ্ ছা-ক্বিব]

৫৯৪. نَصِيْحٌ [নাসীহুন]

॥ و ॥

৫৯৫. اَلْوَجِيْهُ [আল ওয়াজীহু]

৫৯৬. اَلْوَاسِطُ [আল ওয়াসিতু]

৫৯৭. اَلْوَاسِعُ [আল ওয়াসিউ]

৫৯৮. اَلْوَاصِلُ [আল ওয়াসিলু]

৫৯৯. اَلْوَاضِحُ [আল ওয়াদ্বিহু]

৬০০. اَلْوَاعِدُ [আল ওয়া'ইদু]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلٰى مَنِ اسْمُهُ سَيِّدُنَا.....[صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]

৬০১. اَلْوَاعِظُ [আল ওয়াইযু]

৬০২. اَلْوَرَعُ [আল ওয়ারাউ]

৬০৩. اَلْوَسِيْلَةُ [আল ওয়াসীলাতু]

৬০৪. اَلْوَافِيُّ [আল ওয়া-ফীয়ু]

৬০৫. اَلْوَفِيُّ [আল ওয়াফিয়্যু]

৬০৬. اَلْوَلِيُّ [আল ওয়ালিয়্যু]

৬০৭. وَلِيُّ الْفَضْلِ [ওয়ালিয়্যুল ফাদ্বলি]

৬০৮. وَسِيْمٌ [ওয়াসীমুন]

৬০৯. وَكِيْلٌ [ওয়াকীলুন]

৬১০. وَعْظُ الْكَلِيْمِ [ওয়া'যুল কালীম]

৬১১. وَحِيْدٌ [ওয়াহীদুন]

৬১২. وَصُوْلٌ [ওয়াসূলুন]

॥ ه ॥

৬১৩. اَلْهَادِيْ [আল হাদীয়ু]

৬১৪. هُدًى [হুদান]

৬১৫. هَدِيَّةُ اللهِ [হাদিয়াতুল্লাহ]

৬১৬. اَلْهَاشِمِيُّ [আল্ হাশিমীয়্যু]

৬১৭. هَجُوْدٌ [হাজূদুন]

॥ ي ॥

৬১৮. يَثْرِبِيُّ [ইয়াছরিবীয়্যু]

৬১৯. يس [ইয়াসীন]

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সবশেষে এ দোয়া পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ بِجَاهِ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفِي ، وَ رَسُوْلِكَ الْمُرْتَضِي ، طَهِّرْ قُلُوْبَنَا مِنْ كُلِّ وَصْفٍ يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَ مُحَبَّتِكَ ، وَ اَمِتْنَا عَلِي السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَ الشَّوْقِ اِلِي لِقَائِكَ ، يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ، وَصَلَّي اللهُ عَلِي سَيِّدِنَا وَ مَوْلِينَا مُحَمَّدٍ وَّ اَلِه وَصَحْبِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيمًا ، وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ،

---

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com